Peace তাফসীরুল কুরআন

তাফসীর আয়াতুল কুরসী

ড. ফযলে ইলাহী

তাফসীরুল কুরআন

তাফসীর আয়াতুল কুরসী

সংকলনে

প্রফেসর ডক্টর ফযলে ইলাহী

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

হাফেজ মাওঃ আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম.
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

তাফসীর
আয়াতুল কুরসী

প্রকাশক

মো : রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : মে – ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

মূল্য : ১২০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

আয়াতুল কুরসী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ‎.

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।"

(সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৫৫)

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মৃত্যবরণ করো না।

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া পয়দা করেছেন, অতপর সেই দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হক্ব) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা : আয়াত-১)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে- মহাসাফল্য।"

(সূরা-আহযাব : আয়াত-৭০-৭১)

বর্তমান মুসলিম উম্মতের বিশ্বব্যাপি সীমাহীন দুর্দশায় প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির হৃদয় চুর্ণবিচুর্ণ।

মুসলিম উম্মতের উপর যা কিছু অপমান, লাঞ্ছনা ও গ্লানি পতিত হচ্ছে তার মূল কারণ হল, তাদের রবের কিতাব আল কুরআন হতে দূরে সরে যাওয়া। নিশ্চয়ই এ উম্মতের এ দুর্দশা হতে পরিত্রাণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়, তার এ দূরাবস্থা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার সর্বাধিক মজবুত মাধ্যম এবং তার পূর্বের মান-মর্যাদা ও সম্মান পুনরুদ্ধারের সর্বোত্তম গ্যারান্টিযুক্ত অবলম্বন হল, তার রবের কিতাব আল-কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া, তেলাওয়াত করা, এতে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করা, এর প্রতি আমল করা ও এর তাবলীগ তথা প্রচার ও প্রসার করা। অবশ্য এ মর্মে সেই মহা মানবই আজ হতে ১৪শত বছর পূর্বে এ সংবাদ দিয়ে গেছেন, যাঁর উপর এ কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি ওহীর দ্বারা সব কিছু ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি অশেষ দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতএব, রাসূল ﷺ বলেন–

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ

আল্লাহ তায়ালা এ কিতাবের দ্বারা বহু জাতিকে উপরে উঠান এবং এর দ্বারা অন্যান্য বহু লোককে নীচু করে দেন।[১]

আর এ মহিমান্বিত কিতাব বহু আয়াতের সমাহার, তার মধ্যে সুমহান, সর্বোত্তম ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হল, যেমন মহা সত্যবাদী বিশ্বস্ত রাসূল ﷺ খবর দিয়েছেন আর তা হলো আয়াতুল কুরসী। সুতরাং তা পড়া, পাঠ-পঠন, তার চিন্তা-গবেষণা, তার প্রতি ঈমান, আমল এবং তার তাবলীগ প্রচার প্রসারের মাধ্যমে গুরুত্ব প্রদান করা শ্রেষ্ঠ ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ তা শক্তভাবে ধারণ ও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরাও সর্বাধিক অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি এ উম্মত বর্তমানে যে সমস্ত কষ্ট ও দুর্ভাগ্য হতে মুক্তি পেতে চায় এবং ইহকাল-পরকারের সৌভাগ্য ও কৃতকার্যতা অর্জন করতে চায়।

তাই সর্বশক্তিমান রবের নিকট আমার আশা, তিনি যেন আমাকে এ নগণ্য দুর্বল প্রচেষ্টা পেশ করার তওফীক দেয়ার মাধ্যমে বরকতময় ও বিনয়ের প্রতি অংশ গ্রহণের দ্বারা এ উম্মতকে তার রবের কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তনের তাওফীক প্রদান করেন, এবং যেন তারা তাদের হারান সম্মান ও অবশিষ্ট মর্যাদায় ফিরে আসতে পারেন। তাই আমি আমার মহান রবের তাওফীকে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছি আয়াতুল কুরসীর ফযীলত ও তার তাফসীর বিষয়ক কতিপয় পৃষ্ঠা সংকলনের।

---

১. ইমাম মুসলিম তাঁর সহীস মুসলিমে হাদীসটি বর্ণনা করেন। কিতাব সালাতিল মুসাফির, পরিচ্ছেদ, مَنْ يَقُوْمِ بِالْقُرْانِ وَيُعَلِّمُهٗ হাদীস নং ২৬৯ (৮১৭)১/৫৫৯।

সংকলনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি

এ পুস্তিকাটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর দয়া ও কৃপায় যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি তা নিম্নরূপ–

১. আয়াতুল কুরসীর ফযীলত দুর্বল ও অসাব্যস্ত বর্ণনাগুলো এড়িয়ে শুধুমাত্র সুসাব্যস্ত-সহীহ হাদীসের দ্বারা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

২. মহান আয়াতটির তাফসীরের ক্ষেত্রে মূলত কুরআন কারীমের আয়াত ও সহীহ হাদীস শরীফ পূর্ব ও পরবর্তী তাফসীরকারকগণের বিষয়ভিত্তিক উক্তিসহ গ্রহণ করেছি।

৩. আয়াতটিকে আমি দশভাগে বিভক্ত করেছি, এবং প্রত্যেক ভাগে উপশিরোনাম দিয়ে সে ক্ষেত্রে যা তাফসীর এসেছে বুঝার জন্য সহজ-সাধ্য করে তা লিপিবদ্ধ করেছি।

৪. পরিপূর্ণ উপকার যেন গ্রহণ করা যায় সে জন্য দলীল ও উক্তিগুলোতে যে সব কঠিন শব্দ রয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

৫. তথ্যসূত্র বা উদ্ধৃতির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছি যেন আগ্রহী ব্যক্তি সহজে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

পুস্তিকাটির বিন্যস্তকরণ

পুস্তিকাটিতে যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ

১. পূর্বাভাষ

২. প্রথম অধ্যায় : আয়াতুল কুরসীর ফজীলত : এর অধীনে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

৩. দ্বিতীয় অধ্যায় : আয়াতুল কুরসীর তাফসীর : এ অধ্যায়টিকে দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি, তাতে আয়াতে বর্ণিত দশটি বাক্যকে আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. উপসংহার

দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

যাবতীয় কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা সেই চিরঞ্জীব সকল কিছুর প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে কুরআনের সুমহান আয়াতটির ফজীলত ও তাফসীর বিষয়ে পুস্তিকাটি সংকলন করার তাওফীক প্রদান করেছেন। যদি তা সঠিক হয়ে থাকে তবে তা মহান আল্লাহর তাওফীকেই হয়েছে। আর যদি এতে ভুল হয়ে থাকে তবে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে, তা হতে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ মুক্ত।

আমি চিরঞ্জীব, সবার প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার সম্মানিত পিতা-মাতাকে আমার পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন; কেননা তাঁরা উভয়ে আমার হৃদয়ে কুরআনের মুহাব্বত এবং তা শেখা ও বুঝার বীজ বপনের ক্ষেত্রে সাধ্যমত চেষ্টা ও গুরুত্বারোপ করেছেন–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا

مَنْ يَقُوْمِ بِالْقُرْاٰنِ وَيُعَلِّمُهٗ

কৃতজ্ঞতা ও দোয়া রইল, প্রিয় ও সম্মানিত ভাই ড: সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাদাতী আশ শানকীতি ও সম্মানিত অধ্যাপক ড: মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম আল আদাভীর প্রতি, কেননা পুস্তিকাটি সংকলনে তাঁদের থেকে উপকৃত হয়েছি। আমার প্রিয় ছেলেদ্বয় হাম্মাদ ইলাহী ও সাজ্জাদ ইলাহীর জন্যও তাওফীক ও কল্যাণের দোয়া, কেননা তারা আমাকে বিশেষভাবে তাফসীরের কিতাবগুলো থেকে উপকৃত হওয়া ও পুস্তিকাটির প্রুফ দেখে তা তৈরী করায় সহযোগিতা করেছে।

আমার স্নেহের মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফানের প্রতি বড় কৃতজ্ঞ, যিনি নানা ব্যস্ততার মাঝেও পরিশ্রম স্বীকার করে পুস্তিকাটির আরবী থেকে

বাংলায় অনুবাদ করে আমার একান্ত আগ্রহের মূল্যায়ন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন ও খালেসভাবে দ্বীনের খেদমতের তাওফীক দান করুন।

আল্লাহর নিকট আমার পরিবারে সবার জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করি কেননা আমার অধ্যাপনা, গ্রন্থ সংকলন ও নানা ব্যস্ততায় তারা আমার যথেষ্ট খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

অনুরূপ আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এ কর্মটি একমাত্র তারই সন্তুষ্টির জন্য খালেস করে দেন এবং তা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য উপকারী বানিয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা ও কবুলকারী।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّهٖ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

প্রফেসর ড: ফজলে ইলাহী

প্রথম অধ্যায়
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

পূর্বাভাষ

নিশ্চয়ই আয়াতুল কুরসীর রয়েছে মহান মর্যাদা ও উচ্চস্থান; কেননা তাতে শ্রেষ্ঠতম বিষয়ের উল্লেখ ও সর্বোত্তম তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাতে রয়েছে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর বড়ত্ব, মর্যাদা ও গুণাবলীর সমাহার। সমস্ত জগতের প্রতিপালক অপেক্ষা বড়ত্ব ও মহত্বপূর্ণ কোন জ্ঞাত উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। এক্ষেত্রে ইমাম রাযী বলেন : জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই যত কিছুর বর্ণনা ও জ্ঞান, বর্ণিত ও জ্ঞাতব্য বিষয়েরই অনুসরণ করে। সুতরাং বর্ণিত ও জ্ঞাতব্য বিষয় যত শ্রেষ্ঠ হবে, তার বর্ণনা ও জ্ঞান তত শ্রেষ্ঠ। অতএব যত কিছু উল্লেখ হয়, বর্ণিত হয় ও জ্ঞাত হওয়া ও জানা যায়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে সমস্ত কথা আল্লাহর গুণাবলীর উপর, তাঁর বড়ত্ব ও প্রশংসার উপর, অবশ্যই সেই সমস্ত কথা অতি মর্যাদাপূর্ণ ও অতি শ্রেষ্ঠ। আলোচ্য আয়াতটি যেহেতু এমনই (কথার সমন্বয়) অতএব অবশ্যই আয়াতটি চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত যার শেষ সীমার কোন অন্ত নেই।[২]

সেই ওহীভিত্তিক বর্ণনাকারী আমাদের রাসূল ﷺ যার উপর কুরআন ও আলোচ্য এ বরকতময় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি তার ফজীলত, তার মহত্বের ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। অতি সত্তর

---

২. আত তাফসীর আল-কাবীর ৭/৩ সংক্ষিপ্তকারে, আল কাশশাফ : ১/৩৮৭, তাফসীর আল কুতূবী : ৩/২৭১, শারহুন নাওয়াবী : ৬/৯৪, তাফসীর আল বায়যাভী : ১/১৩৫, তাফসীর আত তাহরীর ওয়াত তানভীর : ১/২৪-২৫ ও আইসারুত তাফাসীর : ১/২০৩।

আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি তার কিছু কিছু এ ক্ষেত্রে পাঁচটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব। আর তা নিম্নরূপ–

প্রথম পরিচ্ছেদ : কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত আয়াতুল কুরসী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ইসমে আজম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আয়াতুল কুরসী পাঠকারী হতে শয়তান দূরে থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ফরজ নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠকারী পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ফরজ নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠকারী ও জান্নাতের মাঝে ব্যবধান শুধুই মৃত্যু।

প্রথম পরিচ্ছেদ
আয়াতুল কুরসী কুরআন কারীমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত

রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, আয়াতুল কুরসী হলো কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত।

এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম, উবাই বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন : হে আবু মুঞ্জের! তুমি কি জান, কুরআনের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ?

তিনি বলেন : আমি বললাম–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

আয়াতটি।

তিনি বলেন : অতপর নবী ﷺ আমার বুকে হাত রেখে বললেন : হে আবু মুঞ্জের! আল্লাহর শপথ, তোমার জ্ঞান যেন তোমার জন্য শুভ হয়।[৩]

---

৩. সহীহ মুসলিম, মুসাফিরের নামায ও তাতে কৃসর করার অধ্যায়, সূরা কাহাফ ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২৫৮ (৮১০), ১/৫৫৬)

নিশ্চয়ই আল্লাহর বাণীই হলো সর্বোত্তম বাণী, আর তাঁর অবতীর্ণকৃত কিতাবসমূহের মাঝে সর্বোত্তম কিতাব হলো আল কুরআন এবং তাতে সর্বোত্তম আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী।

আল্লাহু আকবার! কতই না তার সম্মান ও কতই না বড় তার মর্যাদা ও কতই না উচ্চ তার স্থান।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার টীকায় বলেন : এ আয়াতে যে বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে, কুরআনের অন্য কোন একটি আয়াতে তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে এ আয়াতের সম্মিলিত বিষয়বস্তুর কিছু আল্লাহ তায়ালা সূরা হাদীদের প্রথম দিকে ও সূরা হাশরের শেষের কয়েক আয়াতে উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র এক আয়াতে নয়।[৪]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আয়াতুল কুরসীতে রয়েছে ইসমে আজম

আল্লাহ তায়ালার সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, আর আমাদেরকে সে নামগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই বরকতময় নামগুলোর মাঝে রয়েছে ইসমে আজম; যে নামের মাধ্যমে (অসীলায়) চাইলে দেয়া হয়, এবং তার মাধ্যমে প্রার্থনা করলে গ্রহণ করা হয়। এ সম্পর্কে মহা সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন : নিশ্চয়ই ইসমে আজম কুরআনের কতিপয় আয়াতে রয়েছে। আয়াতুল কুরসী সেই আয়াতগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

---

[৪] মাজমূউ ফাতাওয়া ১৭/১৩০।

অর্থাৎ আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক।[৫] এবং

الٓمّٓ ۚ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ؕ

"আলিফ, লাম, মীম, আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক।[৬]

এ আয়াত দুটিতে ইসমে আজম রয়েছে।[৭]

ইমাম হাকেম, আল-কাসেম বিন আব্দুর রহমান হতে, তিনি আবু উমামা (রাঃ) হতে, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন; ইসমে আজম তিনটি সূরাতে রয়েছে; সূরা বাক্বারায়, সূরা আলে ইমরানে ও সূরায় ত্বহা-তে। তিনি বলেন[৮]: তা আমি সূরা বাক্বারাতে পেয়েছি, আর তা হলো আয়াতুল কুরসী–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

অর্থাৎ "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক।[৯]

এবং সূরা আলে ইমরানে পেয়েছি–

الٓمّٓ ۙ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ؕ

---

৫. সূরা বাক্বারা ২৫৫।

৬. সূরা আলে ইমরান ১-২।

৭. মুসনাদে ইমাম আহমদ এর তারতীব আল ফাতহুর রাব্বানী, কুরআনের ফযীলত ও তার তাফসীর ও অবতীর্ণের পটভূমি অধ্যায়, আয়াতুল কুরসীর ফযীলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১৯৬, ১৮/৯২।

শায়খ আহমাদ আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন : এ থেকে জানা গেল যে, ইসমে আজম হলো : (اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ)

এ সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত। দেখুন : বুলুগুল আমানী ১৮/৯২।

৮. অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনাকারী আল-কাসেম বিন আব্দুর রহমান। দেখুন : শায়খ আলবানী (র) এর সহীহ হাদীস সিরিজ : ২/৩৮৩।

৯. সূরা বাক্বারা : আয়াত-২৫৫।

"আলিফ, লাম, মীম। আল্লাহ, ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক।[১০]

এবং সূরা ত্বহাতে পেয়েছি–

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ

অর্থাৎ চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সম্মুখে সকলেই হবে অধোমুখী।[১১]

অতএব, যে ব্যক্তি ইসমে আজমের মাধ্যমে প্রার্থনা করবে, তার প্রার্থনা কবুল করা হবে।

সুতরাং আয়াতুল কুরসীতে যা বর্ণিত হয়েছে, তার মাধ্যমে যেন সে দোয়া করে–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থাৎ "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক।[১২] (সূরা বাকারা : আয়াত-২৫৫)

হে আল্লাহ! তুমি তোমার ইসমে আজমের মাধ্যমে দোয়া করার তাওফীক দান কর এবং তা কবুল কর। আমীন ইয়া হাইয়্যুল কায়্যুম।[১৩]

---

[১০]. সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১-২।

[১১]. আল মুসতাদরাক আলা সহীহাইন, প্রার্থনা অধ্যায় ১/৫০৬।
এবং ইবনে মাইন, ইবনে মাজাহ, ত্বাহাবী, ফিরয়াবী ও আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরাশী প্রমূখ ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। এবং এর সনদকে শায়খ আলবানী (র) হাসান (বিশুদ্ধ) বলেছেন। দেখুন : সহীহ হাদীস সিরিজ, হাদীস নং ৭৪৬, ২/৩৮২-৩৮৩)

[১২]. সূরা বাক্বারা ২৫৫।

[১৩]. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এর মতে : ইসমে আজম হলো (اَلْحَيُّ) আল-হাইয়্যু। এ সম্পর্কে তিনি বলেন : আল-হাইয়্যুতে সকল গুণগুলি বিরাজমান, এবং এটাই হল তার মূল। এ কারণেই কুরআনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত হলো :

(اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ)(২৫৫) سورة البقرة

অর্থাৎ "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক। এটাই হলো ইসমে আজম। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিজীবই হায়াত কামনা করে। এজন্যই তা সকল গুণ সম্বলিত। যদি সকল গুণ একটি গুণ দ্বারা প্রকাশ করা হতো, তবে আল-হাইয়্যু দ্বারা প্রকাশ করাই যথেষ্ট হতো। (মাজমূউ ফাতাওয়াতে ১৮/৩১১।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আয়াতুল কুরসী পাঠকারী হতে শয়তান দূরে থাকে

শয়তান বান্দার ক্ষতি সাধনে সর্বদাই তৎপর। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার উপর অতিশয় দয়ালু। তিনি এমন কিছু আমল দিয়েছেন যা বান্দাকে শয়তানের ক্ষতি হতে বাঁচাতে পারবে এবং শয়তানকে তাদের হতে বিতাড়িত করবে। সে আমলগুলোর মাঝে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা অন্যতম।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আয়াতুল কুরসী তার পাঠকারীকে শয়তান ও তার অনিষ্ট হতে দূরে রাখে ও হেফাজত করে। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তা হতে নিম্নে কয়েকটি পেশ করা হলো :

১. ইমাম বুখারী, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাতের রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। একদা জনৈক ব্যক্তি এসে অঞ্জুলি ভরে খাদ্য নিচ্ছিল; অতপর আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম: আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাজির করব।

সে বলল : আমি অভাবী এবং আমার উপর আমার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব এবং আমার প্রয়োজনও অনেক।

আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। অতপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করার পর তিনি আমাকে বললেন : হে আবু হুরায়রা তোমার গতকালের বন্দিকে কি করেছ?

আমি বললাম: হে রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে তার অভাব ও পরিবারের কঠিন প্রয়োজনের কথা বলায় আমি তার উপর দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি।

ইবনে কাইয়্যুম আল-জাউযীয়াহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতে : ইসমে আজম হলো : আল-হাইয়্যুল কায়্যুম। তিনি বলেন : ইসমে আজম আল্লাহ তায়ালার এমন নাম; যার অসীলায় প্রার্থনা করা হলে, কবূল করেন এবং সে নামের অসীলায় চাওয়া হবে দেয়া হয়। আর তা হলো : আল-হাইয়্যুল কাইয়্যুম। (যাদুল মায়াদ : ৩/১৩০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে কিন্তু নিশ্চয়ই তোমাকে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথানুসারে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে আবার ফিরে আসবে। তারপর থেকে আমি পাহারায় থাকলাম। হঠাৎ করে দেখলাম যে, সে পুনরায় খাদ্য চুরি করছে; অতপর আমি তাকে ধরে বললাম : আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজির করব।

সে বলল : আমি অভাবী এবং আমার রয়েছে পরিবার, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি আর আসব না।

তার উপর দয়া করে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

অতপর আমি সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাক্ষাত করার পর তিনি আমাকে বললেন : হে আবু হুরায়রা তোমার বন্দিকে কি করেছ?

তিনি বলেন : আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে তার কঠিন অভাব ও পরিবারের প্রয়োজনের কথা বলায় আমি তার উপর দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে নিশ্চয়ই তোমাকে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।

অতপর আমি পাহারায় থাকলাম। হঠাৎ করে দেখলাম যে, সে পুনরায় খাদ্য চুরি করছে; অতপর আমি তাকে ধরে বললাম : আমি তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট অবশ্যই হাজির করব। এটা তোমার তৃতীয়বার, তুমি বল আর আসব না, তারপরও তুমি পুনরায় আস।

সে বলল : আমি আপনাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দিব, যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন ।

আমি বললাম : বল, সেগুলো কি?

সে বলল : তুমি যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ .

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।"

তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার সব সময়ের জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত হবে এবং শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হবে না।

সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম, এরপর যখন আমি সকালে রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলাম, তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন : গতরাতে তোমার বন্দী কি করল? আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! সে তার ধারণা মতে নিশ্চয়ই আমাকে কতিপয় কালিমা শিখিয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন, তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন : তা কি?

আমি বললাম : সে আমাকে বলেছে : তুমি যখন তোমার বিছানায় (ঘুমানোর জন্য) যাবে, তখন তুমি আয়াতুল কুরসী শুরু হতে শেষ পর্যন্ত اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ পাঠ করবে।

এরপর আমাকে বলেছে: তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সারা রাত তোমার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না।

সাহাবাগণ তো মঙ্গলজনক কাজে অগ্রগামী ছিলেন। (তাই তিনি তা শিক্ষা গ্রহণের বিনিময় তাকে ছেড়ে দিলেন।)

অত:পর নবী ﷺ (ঘটনা শ্রবণ করার পর) বললেন : সে তো তোমাকে সত্যই বলেছে, তবে সে কিন্তু মিথ্যুক।

হে আবু হুরায়রা তুমি কি জান ? গত তিন রাত যাবৎ তুমি কার সাথে কথোপকথন করেছ?

আমি বললাম: না।

রাসূল ﷺ বললেন : সে ছিল একজন শয়তান।[১৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা এ হাদীসের টীকায় বলেন : কোন ব্যক্তি যদি এ আয়াতের উপর বিশ্বাস রেখে সততার সাথে, শয়তানী কাজের সময় পাঠ করে, তবে তা বাঞ্চাল হয়ে যাবে, যেমন শয়তানকে ব্যবহার করে আগুনে প্রবেশ, অথবা শীস দেয়া ও করতালীর মাধ্যমে শয়তানকে হাজির করে এবং শয়তানের ভাষায় কথা বলে যার অর্থ বুঝা যায় না অথবা শব্দগুলোও বুঝা যায় না।[১৫] আল্লামা আইনী এ হাদীসের টীকায় বলেন : এতে আয়াতুল কুরসীর ফযীলত প্রতীয়মান হয়।[১৬]

ইমাম আহমদ ও তিরমিজী আবু আইয়্যূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন; তার দেয়ালে একটি তাক ছিল, তাতে খেজুর থাকত। আর জ্বীন-শয়তান এসে তা থেকে নিয়ে যেত। তিনি এর অভিযোগ রাসূল ﷺ কে করলেন, ফলে তিনি ﷺ বললেন : তুমি যাও এবং তুমি যখন তাকে

---

[১৪]. সহীহ বুখারী, ওকালা অধ্যায়, কোন ব্যক্তি যদি কাউকে দায়িত্ব প্রদান করে, আর দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কোন কিছু ছেড়ে দেয়, আর দায়িত্ব দানকারী যদি তা অনুমতি দান করে তাহলে তা বৈধ.. পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২৩১১, ৪/৪৮৭।

[১৫]. মাজমূউ ফাতাওয়া ১৮/৩১১।

[১৬]. উমদাতুল কারী ১২/১৪৮, আরো দেখুন ফাতহুল বারী ৪/৪৮৯।

দেখবে, তখন তাকে বলবে : আল্লাহর নামে রাসূল ﷺ এর আহ্বানে তুমি সাড়া দাও।

বর্ণনাকারী বলেন : তিনি তাকে ধরে ফেলায়; সে শপথ করে বলল যে, আর কখনো আসবে না, বিধায় তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলে, রাসুলূল্লাহ ﷺ তাকে বললেনঃ তোমার বন্দীর কি হয়েছে?

তিনি বললেন : সে শপথ করেছে যে, সে আর আসবে না।

তিনি বললেন : সে মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যায় অভ্যস্ত।

বর্ণনাকারী বলেন : তিনি তাকে আবার ধরে ফেললেন, আর সে শপথ করতে লাগল যে, সে আর কখনো আসবে না, অতপর তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট আসলে, তাকে বললেন, তোমার বন্দীর কি হয়েছে?

তিনি বললেন : সে শপথ করেছে যে, সে আর আসবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যায় অভ্যস্ত।

আবার তাকে ধরে ফেলে, বললেন : এবার আমি রাসূল ﷺ-এর দরবারে না নিয়ে তোমাকে ছাড়ছি না।

অতপর সে বললঃ আমি তোমার জন্য কিছু স্মরণ রেখেছি। আর তা হলো : তুমি তোমার বাড়ীতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে; তবে শয়তান ও অনুরূপ কেউ তোমার নিকটবর্তী হবে না।

তিনি রাসূল ﷺ -এর নিকট আসলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তোমার বন্দীর কি হয়েছে?

বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর সে কি বলেছে, সে সম্পর্কে রাসূল ﷺ কে অবহিত করায়, তিনি বললেন : সে সত্যই বলেছে, কিন্তু সে মিথ্যুক।[১৭]

---

[১৭]. আল-ফাতহুর রাব্বানী লি তারতীবে মুসনাদে ইমাম আহ্মাদ, কুরআনের ফযীলত, তার তাফসীর ও তার শানে নুযূল অধ্যায়। আয়াতুল কুরসীর ফযীলত পরিচ্ছেদ। হাদীস নং ১৯৯, ১৮/৯৩-৯৪। জামে তিরমিযী, কুরআনের ফযীলতের পরিচ্ছেদসমূহ, সূরা বাকারা ও আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে যা বর্ণিত

ইমাম নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, হাকেম ও বাগাবী, উবায় বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তার একটি খেজুর শুকানোর চাতাল ছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তা হ্রাস পাচ্ছে। তাই এক রাত তিনি তা পাহারা দিলেন। এমন সময় তিনি পরিপূর্ণ বয়সের একটি বালককে দেখতে পেলেন। বালকটি তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের প্রতিউত্তর করে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি জ্বিন সম্প্রদায়ভুক্ত, নাকি মানুষ সম্প্রদায়ের? উত্তরে সে বলল : আমি জ্বীন সম্প্রদায়ের।

কা'ব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন : তোমার হাত দেখাও।

সুতরাং সে তার হাত তাকে দেখাল। তিনি লক্ষ্য করলেন তার হাত কুকুরের হাতের ন্যায় এবং তার লোম কুকুরের লোমের ন্যায়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন : জ্বীনের আকার আকৃতি কি এই প্রকারেরই? জ্বীনটি বলল : আমার মত শক্ত সামর্থ পুরুষ জ্বীনদের মধ্যে যে আর দ্বিতীয়টি নেই, একথা তারা সবাই জানে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি এখানে কেন এসেছ?

সে বলল : আমাদের নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, আপনি দান ছাদকা করাকে খুব ভালবাসেন। সুতরাং আপনার খাদ্য থেকে কিছু পাওয়ার জন্য এখানে এসেছি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের বাঁচার পথ কি?

সে বলল : সূরা আল বাক্বারার আয়াতুল কুরসী পাঠ করেন?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

হয়েছে, হাদীস নং ৩০৪০, ৮/১৪৮-১৫০; এবং হাদীসের ভাষ্য তার। ইমাম তিরমিযী এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব। দেখুন : উপরোল্লিখিত টীকা ৮/১৫০)

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন বলে হাফেয মুঞ্জেরী উল্লেখ করেন ও সমর্থন করেন। (দেখুন : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৩৭৪)।

আর এ হাদীস সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ। (দেখুন : সহীহ সুনানে তিরমিযী ৩/৪)।

সে বলল : আপনি যদি সকালে এ আয়াত পাঠ করেন, তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে যাবেন এবং যদি সন্ধ্যায় এ আয়াত পাঠ করেন, তবে সকাল পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকবেন।

উবাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন : সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট এসে উক্ত ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি বললেন : দুষ্ট দুরাচারটি সত্য কথাই বলেছে।[১৮]

এছাড়াও, ইমাম হিব্বান উল্লেখিত হাদীসের এ শিরোনাম রচনা করেন :

আয়াতুল কুরসী পাঠের মাধ্যমে শয়তান হতে পরিত্রাণের উপায় এর বর্ণনা।[১৯] আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন।

উল্লেখিত হাদীসত্রয় হতে নিম্নের বিষয়গুলো জানা যায়

প্রথম : বিছানায় শয়ন করার সময় আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে রক্ষক নিযুক্ত থাকেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না। এ বিষয়টি প্রথম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

---

১৮. আস সুনানুল কুবরা গ্রন্থ, তৃতীয় অধ্যায় দিবা-রাত্রির আমল অধ্যায় হতে সংগৃহীত। এমন জিকির যা দ্বারা জ্বিন ও শয়তান হতে নিরাপত্তা লাভ করা যায়। হাদীস নং ১০৭৯৭/২, ৬/২৩৮।
আরো দেখুন : আল ইহসান ফি তাকরীবে সহীহ ইবনে হিব্বান, আর-রাকায়েক অধায়, কুরআন তিলাওয়াত পরিচ্ছেদ, আয়াতুল কুরসী পাঠের মাধ্যমে শয়তান হতে পরিত্রাণ লাভ এর বর্ণনা-আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের অনিষ্ট হতে পরিত্রাণ দান করুন। হাদীস নং ৭৮৪, ৩/৬৩৬৪।
আরো দেখুন : আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন, কুরআনের ফযীলত অধ্যায় ১/৫৬২ এবং হাদীসের শব্দ তার।
আরো দেখুন : শারহুস সুন্নাহ, কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১১৯৭, ৪/৬৪২-৬৪৩।
আরো দেখুন : মাজমাউয যাওয়ায়েদ ও মানবাউল ফাওয়ায়েদ, জিকির অধ্যায়, সকাল ও সন্ধ্যায় কোন জিকিরগুলো পাঠ করবে, তার পরিচ্ছেদ ১০/১১৭-১১৮।
এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন : এ হাদীসটির সনদ সহীহ (বিশুদ্ধ) তবে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম স্বীয় গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেননি। (দেখুন : আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন। ১/৫৬২।
আর এটিকে হাফেয জাহাবী সমর্থন করেছেন। (দেখুন : আত-তালখীস ১/৫৬২)।
এ হাদীস সম্পর্কে হাফেয হায়সামী বলেন : হাদীসটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ। (দেখুন : মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ ১০/১১৮।)
দেখুন : আল-ইহসান ফি তাকরীবে সহীহ ইবনে হিব্বান এর টীকা ৩/৬৪।) এ হাদীস সম্পর্কে শায়খ শুআইব আরনাউত বলেন : হাদীসটির সনদ শক্তিশালী (বিশুদ্ধ)।

১৯. আল-ইহসান ফি তাকরীবে সহীহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুর রাকায়েক, কুরআন পাঠ পরিচ্ছেদ ৩/৬৩/৬৪।

দ্বিতীয় : কোন গৃহে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে, তা হতে অনিষ্টকারী জ্বীন ও এ জাতীয় সকল কিছু দূর হয়। এ বিষয় দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় : সকালে আয়াতুল কুরসী পাঠকারী সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বীন হতে নিরাপদে থাকে, আর সন্ধ্যায় পাঠকারী সকাল পর্যন্ত তাদের হতে নিরাপদে থাকে। এ বিষয়টি তৃতীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

কেউ যদি চায় যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকুক, এবং শয়তান তার নিকট হতে দূরে অবস্থান করুক, এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের অনিষ্ট হতে তাকে নিরাপদে রাখুক এবং তারা যেন তাকে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে না পারে; সে যেন অবশ্যই সকাল-সন্ধায় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ফরয নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠকারী পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার যিম্মায়

আয়াতুল কুরসীর যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তম্মধ্যে : "যে ব্যক্তি ফরয নামাযান্তে তা পাঠ করবে, সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিম্মায়।

ইমাম তাবারানী, হাসান বিন আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকবে।[২০]

কতইনা নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী এ যিম্মাদারী! অবশ্যই তা হলো মহান শক্তিধর সকল সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, মহাবিশ্বের মালিক ও তার সকল কিছুর

---

২০. আত-তারগীব ও আত-তারহীব হতে বর্ণনা করা হয়েছে, জিকির ও দোয়া অধ্যায়, প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াত ও জিকির পাঠের প্রতি উৎসাহ, হাদীস নং ৭,২/৪৫৩।
এ হাদীস সম্পর্কে হাফেয মুঞ্জেরী বলেন : ত্বাবারানী হাসান (বিশুদ্ধ) সনদে বর্ণনা করেছেন। (দেখুন : উল্লেখিত টীকা ২/৪৫৩)
এবং হাফেয হায়সামী বলেন : ত্বাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদ হাসান (বিশুদ্ধ)। (দেখুন : মুজাম্মাআ আজ্জাওয়ায়েদ ১০/১০৯)

পরিচালক আল্লাহর যিম্মা। আর এ যিম্মা হলো এমন সেই আল্লাহর যিম্মা, যা ধারণ করলে কেউ অপমানিত হয় না এবং শত্রুতা করলে সম্মানিত হয় না।

এ হলো এমন আল্লাহর যিম্মা, যিনি কাউকে সাহায্য করলে কেউ তার উপর বিজয় হতে পারে না, আর তিনি যাকে অপমানিত করবেন, তাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

অতএব, যারা এ যিম্মা পেতে আগ্রহী, তারা যেন প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠে সদা আগ্রহী হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ফরয নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠকারী ও জান্নাতের মাঝের ব্যবধান শুধুই মৃত্যু

আয়াতুল কুরসীর ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত : যা মহা সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দান করেছেন যে, প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে এ আয়াত পাঠকারীর জন্য মৃত্যুই জান্নাতের প্রবেশের একমাত্র বাধা।

ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে হিব্বান ও ত্ববারানী, আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশের বাধা শুধুই মৃত্যু।[২১]

---

[২১]. কিতাবুস সুনান আল-কুবরা অধ্যায়, দিবা-রাত্রির আমল অধ্যায়, প্রত্যেক নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর সওয়াব, হাদীস নং ৯৯২৮/১, ৬/৩০। আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, জিকির ও দোয়া অধ্যায়, প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াত ও জিকির পাঠের প্রতি উৎসাহ, হাদীস নং ৬, ২/৪৫৩। মাজমায যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ, জিকির অধ্যায়, নামাযান্তে জিকির পরিচ্ছেদ ১০/১০২।

এ হাদীস সম্পর্কে হাফেজ মুণ্ড্রেরী বলেন : হাদীসটি নাসায়ী ও ত্ববারানী অনেক সনদে বর্ণনা করেছেন, তম্মধ্যে সহীহ সনদও রয়েছে।

আর আমাদের শায়খ আবুল হাসান বলেন : হাদীসটি বুখারীর শর্তে বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনে হিব্বান নামাযের অধ্যায়ে বর্ণনা করে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (দেখুন : আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২/৪৫৩।

হাফেয হায়সামী হাদীসটিকে বর্ণনা করার পর বলেন : অন্য বর্ণনায় এসেছে : আয়াতুল কুরসীর পর সূরা ইখলাস পাঠ। হাদীসটি ত্ববারানী ফিল কাবীর ও আওসাতে অনেক সনদে বর্ণনা করেছেন, তম্মধ্যে একটি সনদ (বিশুদ্ধ)। (দেখুন : মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ ১০/১০২।)

রাসূল ﷺ এর বাণী : মৃত্যু ছাড়া তাকে জান্নাতে প্রবেশে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এর ব্যাখ্যায় ফাযেল আতত্বীবী বলেন : অর্থাৎ মৃত্যু হলো তার ও জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক; অতএব, যখন তা বাস্তবে রূপ নিবে, তখনই তার জান্নাতে প্রবেশ বাস্তবায়িত হবে।[২২]

মোল্লা আলী ক্বারী বলেন : এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এও বলা যেতে পারে, জান্নাতে প্রবেশে কোন কিছুতেই কখনো বাধা দিতে পারবে না। অতএব, মৃত্যু জান্নাতে প্রবেশের বাধা নয়, বরং হতে পারে যে, মৃত্যুই তার জান্নাতে প্রবেশের উপায়।

বরং এটি এ ধরণের কথার অন্তর্ভুক্ত, যেমন কবি বলেন–

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ اَنَّ سَيُوْفَهُمْ ...اَلْبَيْتُ

তাদের তরবারীর ব্যতীত তাদের মাঝে আর কোন দোষ নেই।

এটা কোন দোষ নয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের মাঝে কোন দোষই নেই।[২৩] অতএব, এটা প্রশংসার তাগীদ বর্ণনায় যা দোষের সাদৃশ্য।

যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اَىْ: مَا كَرِهُوْا وَعَابُوْا

অর্থাৎ "তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল, একমাত্র এই কারণে। অর্থাৎ তারা অপছন্দ করেছিল ও দোষণীয় কাজ মনে করেছিল।

হাফেয ইবনে হাজার বলেন : হাদীসটি নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান আবু উমামা হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। (জামাখশারীর কাশশাক তাফসীরের টীকায় বর্ণিত হাদীস হতে সংগৃহীত দেখুন : ১/১৬০/১৬১।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন : নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও দারকুতনী আবু উমামা رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন। (দেখুন : আল-ফাতহুস সামাবী বি তাখরীজ বি আহাদীস তাফসীরে আল-কাজী আল-বাইযাবী ১/৩১০))

হাদীসটিকে শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন। (দেখুন : সহীহ হাদীস সিরিজ ২/৬৯৭-৬৯৮)।

২২. মেরকাতুল মাফাতিহ হতে সংগৃহীত ৩/ ৫৬।

২৩. কবির ধারণা মতে।

إِلَّآ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ

অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।[২৪],[২৫]

আমি বলতে চাই : এ আমলটি করা কতই না সহজ! আর এর প্রতিদান কতই না মহান! কোন মানুষের অন্তরে কি এর চেয়ে উত্তম ও মহা প্রতিদানের কল্পনা হতে পারে? কা'বা ঘরের মালিকের শপথ করে বলছি, না কখনোই হতে পারে না। এটা অবশ্যই মহা সাফল্য।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হল এবং জান্নাতে দাখিল করা হল, অবশ্যই সে ব্যক্তি সফলকাম হল, কেননা পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৬]

অতএব, নহর প্রবাহিত জান্নাতে নাঈমে প্রবেশ করার আশাবাদীদের প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠে একান্ত আগ্রহী হওয়া ও এতে অধিক গুরুত্ব দেয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে শয়তান তাদেরকে এমন মহা কল্যাণ ও মহা ফযীলত থেকে বঞ্চিত না করতে পারে।

---

২৪. সূরা বুরূজ : ৮ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

২৫. মেরকাতুল মাফাতিহ ৩/৫৬-৫৭।

২৬. সূরা আলে ইমরান ১৮৫ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আয়াতুল কুরসীর তাফসীর

ভূমিকা

কতিপয় মুফাসসির (রাহেমাহুমুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতুল কুরসীতে পৃথক পৃথক দশটি বাক্য রয়েছে।[২৭] আল্লাহ তায়ালার তাওফীকে এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা পৃথক পৃথক দশটি পরিচ্ছেদ দশটি বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করব। আর তা নিম্নরূপ–

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই।

এর তাফসীর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

"তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী।

এর তাফসীর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ .

"তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।

---

২৭. দেখুন : তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩২, আয়সারুত তাফসীর ১/২০৩।

এর তাফসীর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

"আকাশমন্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই।

এর তাফসীর

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

"কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে?

এর তাফসীর

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ.

"তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।

এর তাফসীর

সপ্তম পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ.

"পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া।

এর তাফসীর

অষ্টম পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ

"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে।

এর তাফসীর

নবম পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا.

"এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।

এর তাফসীর

দশম পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

"তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান।

এর তাফসীর

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই।

এর তাফসীর

ক. বাক্যটির তাৎপর্য :

খ. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ "আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। এটিই ছিল সকল নবী রাসূগণের দাওয়াতের ভিত্তি।

গ. আমাদের নবী ﷺ-এর এই ভিত্তির প্রতি দাওয়াতের গুরুত্ব এবং এর প্রমাণাদি।

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

বাক্যটিতে নেতিবাচক, ও ইতিবাচক দু'টি দিক রয়েছে।

এতে নেতিবাচক হলো : আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের অধিকারকে অস্বীকার করা।

আর ইতিবাচক হলো : সকল প্রকার ইবাদতের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই তা সুসাব্যস্ত করা।

ইমাম তাবারী (রাহেমাহুল্লাহ্) এর তাফসীরে বলেন– "আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। এর তাৎপর্য হলো : চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক আল্লাহ্ ব্যতীত এর সকল কিছুর ইবাদত নাকচ করা। যিনি তার ধরন স্বয়ং নিজে এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন।[২৮]

হাফেয ইবনে কাসীর (রাহেমুহুল্লাহ্) বলেন– এতে এ সংবাদ রয়েছে যে, তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা) এককভাবে সমস্ত সৃষ্টিজীবের একক উপাস্য।[২৯]

কাজী বায়যাবী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন– এর অর্থ হলো : তিনিই (আল্লাহ তায়ালা) ইবাদতের একমাত্র অধিকারী। তিনি ব্যতীত ইবাদতের হকদার আর কেউ নেই।[৩০]

কাজী আবু সাউদ (রাহেমুহুল্লাহ) বলেন– অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্ তায়ালা) এককভাবে ইবাদতের অধিকারী, অন্য কেউ নয়।[৩১]

শায়খ আবদুর রহমান আস-সা'দী (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন– তিনি (আল্লাহ তায়ালা) জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর নিমিত্তেই সকল প্রকার ইবাদত। অবশ্যই তিনি ব্যতীত কোন কিছু ইবাদতের অধিকারী ও ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। অতএব, তিনি ব্যতীত আর সকল কিছুর ইবাদত ও মাবূদ হওয়ার উপযুক্ততা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।[৩২]

সুতরাং এ বাক্যটির তাৎপর্য হলো : আল্লাহ্ তায়ালাই একমাত্র এককভাবে ইবাদত পাওয়ার হকদার। তিনি ব্যতীত আর কারো বা কোন কিছুরই

---

২৮. তাফসীর তাবারী ৫/৩৮৬।
২৯. তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩০।
৩০. তাফসীরে বায়যাবী ১/১৩৪।
৩১. তাফসীরে আসীস সাউদ ১/২৪৭।
৩২. তায়সীর কারীমুর রহমান। ১/২০২।
আরো দেখুন : ফাতহুল কাদীর ১/৪১০ ও ফাতহুল বায়ান ১/৪২০ ও আয়সারুত তাফসীর ১/২০৩।

ইবাদত করা যাবে না, সেই ইবাদত যে প্রকারেরই হোক না কেন। কিয়াম করা, রুকূ করা, সিজদা করা, যবেহ করা, মান্নত করা ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উদ্দেশ্যেই করা যাবে না। অনুরূপ স্বাচ্ছন্দে-বিপদে, সাধারণ অবস্থায়, সঙ্কটময় অবস্থায়, সহজে-কঠিনে, খুশীতে-চিন্তায়, তথা কোন অবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো সমীপে দোয়া--প্রার্থনা করা যাবে না। তিনি ব্যতীত আর কারো সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করা, ভরসা করা, ফরিয়াদ করা যাবে না। তাঁর প্রাচীন গৃহ (বাইতুল্লাহ) ব্যতীত আর কোন গৃহের তাওয়াফ করা যাবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা যাবে না। তাঁর বিধান ব্যতীত অন্য কারো বিধান মতে ফয়সালা করা যাবে না। কোন প্রকার ও কোন ধরনের ইবাদতে তাঁর কোন সমতুল্য ও শরীক বা অংশীদার বলতে কেউ নেই।

খ. “আল্লাহ যিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই। এটিই ছিল সকল নবী রাসূলগণের দাওয়াতের মূল ভিত্তি

এটিই সেই কালেমা যা দ্বারা আয়াতুল কুরসী আরম্ভ করা হয়েছে, এটাই ছিল সকল নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের মূল বিষয়। কোন নবীকেই “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু”-এর প্রত্যাদেশ ব্যতীত প্রেরণ করা হয়নি। অতএব, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কারো বা কোন কিছুরই ইবাদত করা যাবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মহা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। কাজেই তোমরা আমারই ইবাদত কর।[৩৩]

---

৩৩. সূরা আম্বিয়া : ২৫।

কাজী ইবনে আতীয়া এর তাফসীরে বলেন, যখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই তাদের বিমুখতার জন্য হক চিনে না, সে কথায় তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে বলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি যে নবীই পাঠিয়েছেন তাঁকে এ ওহীই করেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ একক ও অমুখাপেক্ষী, আর এ আকীদায় নবীদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না বরং পার্থক্য ছিল হুকুম-আহকাম তথা শরীয়তে ।[৩৪]

ইমাম কুরতুবী বলেন : অর্থাৎ আমি সবাইকে বলি যে, "আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই । যুক্তিগত দলীলও সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই তাঁর কোন অংশীদার নেই । আর এ ব্যাপারে সকল নবীগণ হতেও উদ্ধৃতিমূলক প্রমাণাদি রয়েছে । আর দলীলও রয়েছে যুক্তিগত না হয় উক্তিগত ।

কাতাদা বলেন : কোন নবীকে তাওহীদ ব্যতীত প্রেরণ করা হয়নি, তবে তাওরাতে, ইঞ্জিলে ও কুরআনের শরীয়ত (আহকামের পদ্ধতি) ভিন্ন ভিন্ন, তবে তার সবই তাওহীদ ও এখলাসের ভিত্তিতে ।[৩৫] আল্লাহ তায়ালা এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, সকল রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-দেরকে প্রেরণের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতিকে এ মূল ভিত্তির দিকে আহ্বান করা । এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

"প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর আর তাগুতকে বর্জন কর" ।[৩৬]

ইমাম কুরতুবী "প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহরই 'ইবাদাত কর' আয়াতটির তাফসীরে বলেন: অর্থাৎ তোমরা এককভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত কর ।

---

৩৪. আল মুহাররারুল ওয়াযিব ১১/১৩১ ।
৩৫. তাফসীরে কুরতুবী ১১/২৮০ ।
৩৬. সূরা নাহল ৩৬ নং আয়াতের অংশ বিশেষ ।

"আর তাগুতকে বর্জন কর। এর তাফসীরে বলেন : আর আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত উপাসনা করা হয়, তা সবই বর্জন কর। যেমন শয়তান, জ্যোতিষী, মূর্তি-প্রতীমা এবং প্রত্যেক ঐ সকল কিছু যা পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে।[৩৭]

হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, আর প্রত্যেক রাসূলই একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতেন আল্লাহ ব্যতীত সকল প্রকার ইবাদত হতে নিষেধ করতেন।[৩৮]

এ ছাড়াও, আল-কুরআনে অতীতের বেশ কয়েকজন নবী ও রাসূল-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের দাওয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো ইবাদত করা যাবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা নূহ عليه السلام এর দাওয়াতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবূদ নাই। (তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে) মহাদিনে আমি তোমাদের জন্য শাস্তির আশঙ্কা করি"।[৩৯]

---

৩৭. তাফসীরে কুরতুবী ১০/১০৩।
৩৮. তাফসীর ইবনে কাসীর ২/৬২৬। আরো দেখুন : ফাতহুল কাদীর ১৩/২৩১।
৩৯. সূরা আ'রাফ : ৫৯।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা হূদ ﷺ ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন–

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.

“আর ‘আদ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবূদ নেই” ।[৪০]

সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল : “তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য মাবূদ নেই ।

আর এ সম্পর্কেই খলীলুল্লাহ ইব্রাহীম ﷺ ও ইয়াকূব ﷺ তাদের সন্তানদেরকে অসীয়ত করেছেন । তাদের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন–

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

“আর এ বিষয়ে ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় পুত্রগণকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছেন এ বলে ‘হে পুত্রগণ! আল্লাহ এ দ্বীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না । তোমরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূবের মৃত্যু এসে পৌঁছেছিল? তখন সে তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে? পুত্রগণ উত্তর দিয়েছিল, আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ

---

[৪০]. সূরা আরাফ ৭৩নং আয়াতের অংশ বিশেষ ।

ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব, যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত"।[৪১]

এ মূলনীতির দিকেই শুয়াইব (ﷺ) তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ.

"আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'য়াইবকে পাঠিয়েছিলাম। (সে বলেছিল) হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই"।[৪২]

আহলে কিতাব বা কিতাবধারীদেরকে এ মূলনীতির দিকেই আহ্বান করা হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর 'ইবাদত করবে খাঁটি মনে[৪৩] একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।[৪৪] আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত দিবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন"।[৪৫]

---

৪১. সূরা বাকারা : ১৩২-১৩৩ নং আয়াত।

৪২. সূরা আরাফ ৮৫নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

৪৩. অর্থাৎ শিরক ব্যতীত একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করা। দেখুন : তাফসীর জালালাইন পৃ: ৮১৬।

৪৪. একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। এর তাফসীর সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাসীর বলেন : অর্থাৎ শিরক হতে বিমুখ হয়ে তাওহীদকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। দেখুন : তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/৫৭১।

৪৫. সূরা আল-বাইয়্যেনাহ : ৫।

গ. আমাদের নবী ﷺ এই মূল ভিত্তির দাওয়াতেরই গুরুত্ব দিতেন তার প্রমাণাদি

নবীদের ইমাম ও রাসূলদের সরদারকে এ মূল ভিত্তির ব্যাপারে বিশ্ব প্রতিপালক তাকিদের সাথে বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূল ﷺ কে সম্বোধন করে বলেন–

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

"কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারে কোন উপাস্য নেই।"[৪৬]

এ এমন মূল ভিত্তি, যার দিকেই সকল মানুষকে আমাদের নবী ﷺ দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ

"বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, সেই আল্লাহর যিনি আকাশসমূহ আর পৃথিবীর রাজত্বের মালিক, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবূদ নেই, তিনিই জীবিত করেন আর মৃত্যু আনেন।"[৪৭]

এটা এমন মূল ভিত্তি, যার দিকে আমাদের নবী ﷺ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বাকার নিরাপত্তা ও যুদ্ধের সময়, স্বীয় এলাকায় অবস্থান ও সফর অবস্থায়, মসজিদে ও বাজারে দাওয়াত প্রদান করেছেন। আর এর দিকেই নিকটাত্মীয় ও সাধারণ জনগণ যারা তাকে ভালবাসে অথবা মুশরিক, মুনাফিক, ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মাঝে যারা তার সাথে শত্রুতা রাখত, সকল প্রকার মানুষকে তিনি আহ্বান করেন।

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ এ মূলনীতির দিকে মৌখিকভাবে, পত্র মাধ্যমে ও দূত প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত প্রদান করেন।

---

৪৬. সূরা মুহাম্মাদ ১৯ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

৪৭. সূরা আরাফ ১৫৮ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

নবী করীম ﷺ -এর মক্কী ও মাদানী দাওয়াতী জীবনে এর প্রমাণ-পঞ্জী ভরপুর। নিম্নে তার কিছু বর্ণনা করা হলো-

১. নবী কারীম ﷺ কর্তৃক জিল-মাজায নামক বাজারে গিয়ে মানুষকে বারবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর দাওয়াত।

ইমাম আহমদ, মালেক বিন কেনানা[৪৮] গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিল-মাজায নামক বাজারে মানুষের কাছে গিয়ে এ কথা বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! তোমরা বল 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই, তবেই পরিত্রাণ পাবে।

বর্ণনাকারী বলেন: আর আবু জেহেল, নবী ﷺ এর উপর মাটি ছিটিয়ে বলছিল, এ ব্যক্তি যেন তোমাদেরকে স্বীয় দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত না করতে পারে। বস্তুত এ ব্যক্তি চায়, যেন তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলোকে বিশেষ করে লাত ও উজ্জাকে পরিত্যাগ কর। তবে রাসূল ﷺ তার দিকে কোন কর্ণপাত করেননি।[৪৯]

২. মানুষের বাড়িতে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতের আদেশ ও শিরক হতে নিষেধ করার লক্ষ্যে মদীনায় গমন।

ইমাম হাকেম রাবীয়া বিন আব্বাদ আদদোয়ালী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি হিজরতের পূর্বে রাসূল ﷺ কে মীনাতে মানুষের বাড়িতে গিয়ে এ কথা বলতে শুনেছি : "হে লোক সকল! আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না। তিনি বলেন : আর তার পশ্চাতে এক লোক বলছিল, হে লোক সকল, এ ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছে।

---

৪৮. কেননা গোত্রে এক ব্যক্তি; এত বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ না করায় সনদেব কোন ত্রুটি আসে না। মুসলিম মিল্লাত এতে একমত যে, সকল সাহাবীই সত্যনিষ্ঠা। দেখুন : ফাতহুল মুগিস : ৩/১১৬ আরো দেখুন : কাওয়ায়েদুত তাহদীস পৃ: ১১১৯।

৪৯. মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাআল ফাওয়ায়েদ, মাগাজী ও ভ্রমণ অধ্যায়, নবী ﷺ কে যে রিসালাতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তার দাওয়াত প্রদান ও তাতে ধৈর্যধারন পরিচ্ছেদ ৬/১২ সংক্ষেপিত এ হাদীস সম্পর্কে হাফেজ হাসয়ামী বলেন : ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সবাই নিষ্ঠাবান। (দেখুন : মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ৬/২২)।

অতপর সে ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করলাম। বলা হল : সে ছিল, আবু লাহাব।[৫০]

৩. তাঁর চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর প্রতি দাওয়াত:

ইমাম বুখারী, সাঈদ বিন মুসায়্যিব হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, যখন আবু তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তখন তার নিকট রাসূল ﷺ উপস্থিত হন। আর সেথায় আবু জেহেল বিন হিশাম ও আবদুল্লাহ বিন আবু উমাইয়্যা বিন আল মুগীরাকে পেলেন। রাসূল ﷺ আবু তালেবকে বললেন : হে চাচা! আপনি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” কালেমাটি পাঠ করুন; তবে কিয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিব।

তা শুনে আবু জেহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়্যা বলল হে আবু তালেব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে বিমুখ হতে যাচ্ছ?।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট কালেমা বারবার পেশ করছিলেন, আর তারাও তাদের কথাগুলি উপস্থাপন করছিল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব অন্তিম বাণী পাঠ করল যে, আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মেই অবিচল থাকলাম এবং সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে অস্বীকার করল।[৫১]

৪. বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হল, সে যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন না করে; এ বিষয়ে মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নবী ﷺ এর শিক্ষা প্রদান–

ইমাম বুখারী, মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর পিছনে উফাইর নামক গাধার উপর সওয়ার অবস্থায় ছিলাম। অতপর

---

[৫০]. মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ঈমান অধ্যায় ১/১৫।
এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন : এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম -এর শর্তে সহীহ এবং এর বর্ণনকারীগণ পূর্বাপর সবাই নিষ্ঠাবান। (উল্লেখিত টীকা দ্রষ্টব্য ১/১৫)।
তার উক্তিকে হাফেজ জাহাবী সমর্থন করেছেন। দেখুন : আত তালখীস : ১/১৪।

[৫১]. সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, মুশরেক যখন মৃত্যুর সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১৩৬০, ৩/২২২।

তিনি বললেন : হে মুয়াজ তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার কি?

আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

তিনি বললেন : বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার অধিকার হল : তারা যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন না করে। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হল, যারা তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না, তিনি যেন তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করেন।[৫২]

৫. যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে হত্যা করতে এসেছিল, তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও তিনি আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য দানের আহ্বান-

ইমাম বুখারী, জাবের رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমরা যাতে-রিকা যুদ্ধ হতে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম; আমরা ছায়াযুক্ত এক বৃক্ষের নিকট এসে, তা রাসূল ﷺ-এর বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্যত্র চলে গেলাম। অতপর মুশরিক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ এর বৃক্ষের সাথে লটকানো তলোয়ারটি উঁচিয়ে বলতে লাগল, তুমি কি আমাকে ভয় কর?

রাসূল ﷺ তাকে বললেন: না।

সে ব্যক্তি বলল: এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন : আল্লাহ তায়ালা আমাকে রক্ষা করবেন।

আবু বকর আল ইসমাঈলী-এর সহীহ গ্রন্থের এক বর্ণনায় এসেছে : অতপর তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং বললেন: এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?

সে বলল : আপনি উত্তম প্রতিশোধ গ্রহণকারী হোন। অর্থাৎ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

---

[৫২]. সহীহ বুখারী, জিহাদ অধ্যায়, ঘোড়া ও গাধার নামকরণ পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২৮৫৬, ৬/৫৮।

অতপর তিনি বললেন : তুমি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে? সে বলল : না, তবে আমি আপনাকে অঙ্গিকার দিচ্ছি যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না এবং যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের সহযোগিতাও করব না। অত:পর রাসূল ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর সে তার সাথীদের নিকট গিয়ে বলল : আমি এক উত্তম ব্যক্তির নিকট হতে তোমাদের নিকট আসলাম।[৫৩]

৬. আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করব এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করব না, এ বাক্যের দিকে রোম সম্রাট কায়সারকে দাওয়াত পত্র প্রেরণ—

রাসূল ﷺ রোম সম্রাট কায়সারকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও শিরক পরিত্যাগ করার দাওয়াত দিয়েছেন।

রাসূল ﷺ রোম সম্রাট কায়সারকে, যে দাওয়াত পত্র দিয়েছিলেন, এ মুবারক দাওয়াত তাঁরই অন্তর্ভুক্ত।

সেই পত্রের বিষয়বস্তু ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন :

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ হতে রোমের মহান সম্রাটের সমীপে—

যে হেদায়াতের অনুসরণ করে তার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।

অতপর, আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন এবং (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তা লাভ করুন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। আর আপনি যদি তা অস্বীকার করেন, তবে আপনার সকল প্রজাদের গুনাহ আপনার উপর অর্পিত হবে।

---

[৫৩]. মেশকাতুল মাসাবীহ হতে সংগৃহীত। তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য অধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৫৩০৫/৩/১৪৬০।
ইমাম নববী এ বর্ণনাটি রিয়াজুস সালেহীনে এনেছেন, একীন ও তাওয়াক্কুল অধ্যায়, পৃ: ৭৮-৭৯।

আল্লায়ালার বাণী–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

হে আহলে কিতাব! এমন এক কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা এই যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করব না এবং কোন কিছুকে তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও, তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পনকারী।[৫৪, ৫৫]

৭. যখন রাসূল ﷺ মুয়াজ رضي الله عنه-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন, তখন তাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সর্ব প্রথম তাওহীদের তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর দাওয়াত প্রদান করবে।

ইমাম বুখারী, ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন, তিনি : নবী ﷺ যখন মুয়াজ رضي الله عنه-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে বলেন : তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ, তুমি তাদেরকে সর্ব প্রথম আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করবে। যখন তারা তা জেনে ও মেনে নিবে, তখন তাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর দিবা-রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।[৫৬]

---

৫৪. সূরা আলে ইমরান ৬৪ নং আয়াতের অংশ বিশেষ। আর এ আয়াতটি শুরু হয়েছে : قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ দ্বারা।

৫৫. সহীহ বুখারী, মাগাজী অধ্যায় কিসরা ও কায়সারের নিকট রাসূল ﷺ -এর দাওয়াত পত্র পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৪৪২৪, ৮/১২৬।

৫৬. উল্লেখিত টীকা দ্রষ্টব্য, তাওহীদ অধ্যায়, নবী ﷺ হতে তার উম্মতকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, ৭৩৭২ নং হাদীসের অংশ বিশেষ, ১৩/৩৪৭।

অন্য বর্ণনায় এসেছে : তুমি যখন তাদের নিকট যাবে, তখন তাদেরকে এ দাওয়াত প্রদান করবে যে, তারা যেন এ সাক্ষ্য প্রদান করে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর তায়ালার রাসূল।[৫৭]

মূলকথা : যে বাক্য দ্বারা আয়াতুল কুরসীর সূচনা তা হলো : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির ইবাদত উপাসনার ক্ষেত্রে একক, তিনি ব্যতীত এ অধিকার আর কারো নেই। এ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহই এমন মহা কর্তব্যের কালেমা যার জন্য আল্লাহ তায়ালা সমস্ত নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেন এবং একই কারণে প্রেরণ করেন তাদের পরিসমাপ্তকারী, নেতা ও আমাদের সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, তাইতো তাঁদের প্রত্যেকেই তার দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী−

اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ.

তিনি চিরঞ্জীব ও সকল কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

এর তাফসীর

ক. আল-হাইয়্যু এর তাৎপর্য।

খ. আরো অন্যান্য প্রমাণ, যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে আল-হাইয়্যু দ্বারা গুণান্বিত করেছেন।

গ. আল হাইয়্যু নামের মহান মর্যাদা।

ঘ. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সকল জীবই মৃত্যুবরণকারী।

ঙ. পূর্বের সাথে আল-হাইয়্যু শব্দের যোগসূত্র।

---

৫৭. সহীহ বুখারী, মাগাজী অধ্যায়, বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মূসা ও মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-কে ইয়ামানে প্রেরণ পরিচ্ছেদ, ৪৩৪৭ নং হাদীসের অংশ বিশেষ, ৮/৬৪।

চ. আল-কাইয়্যূম শব্দের তাৎপর্য ও শাব্দিক বিশ্লেষণ।

ছ. আরো অন্যান্য দলীল, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালার তত্ত্বাবধান ব্যতীত সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

জ. আল-কাইয়্যূম নামের মর্যাদা।

ঝ. আল-কাইয়্যূম শব্দটির আয়াতের সূচনার সাথে যোগসূত্র।

ক. আল-হাইয়্যু এর তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত-যার সত্তাগত জীবন এমন চিরন্তন যা অন্য কোন সত্তা হতে উৎপত্তি হয়নি। যা এমন পরিপূর্ণ অসীম চিরঞ্জীব, যার কোন বিচ্ছিন্নতা নেই, নেই কোন পতন এবং তার কোন আদি নেই অন্তও নেই।

ইমাম কাতাদা এর তাফসীরে বলেন : এমন চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।[৫৮]

ইমাম সুদ্দী বলেন : আল-হাইয়্যু এর তাৎপর্য হল : যিনি সদা অবস্থিত।

ইমাম তাবারানী বলেন : اَلْحَيُّ-এর তাৎপর্য হলো : তিনি সেই সত্তা যার রয়েছে চিরন্তন জীবন এবং এমন চিরস্থায়ী যার সূচনার কোন সীমা নেই ও সর্বশেষে যার কোন শেষও নেই।[৫৯]

তিনি ব্যতীত যত কিছু রয়েছে, যদিও জীব, তার জীবনের শুরুর একটা সীমা রয়েছে। আর তার শেষেরও একটা সীমা রয়েছে, যা নিঃশেষ হবার। তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষস্থল ফুরালে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।[৬০]

ইমাম বাগবী বলেন : যিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী ও চিরঅমর।[৬১]

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন : যিনি স্বীয় সত্তায় এমন চিরঞ্জীব যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।[৬২]

---

৫৮. তাফসীরে কুরতুবী হতে সংগৃহীত ৭/২৭১।
৫৯. উল্লেখিত টীকা ৭/২৭১।
৬০. তাফসীরে কুরতুবী। ৫/৩৮৬.-৩৮৭। আরো দেখুন : আল-বাহরুল মুহীত ১/২৭৭।
৬১. তাফসীরে বাগবী ১/২৩৮। আরো দেখুন : তাফসীরে নসবী ১/১২৮।
৬২. তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৩৩০।

কাযী আবু মাসউদ বলেন : যিনি এমন চিরস্থায়ী কোনক্রমেই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর কোন বিনাশও নেই।[৬৩]

খ. আরো অন্যান্য প্রমাণ, যাতে আল্লাহ্ তায়ালা নিজেকে আল-হাইয়্যু দ্বারা পরিচয় দান করেছেন–

আল্লাহ তায়ালা আল-হাইয়্যু নামটির মাধ্যমে আল-কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় উল্লেখ হয়েছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল–

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

الٓمٓ ۚ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ؕ

"আলিফ লাম মীম। আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মাবূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী।"[৬৪]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوْمِ.

"চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সম্মুখে সকলেই হবে অধোমুখী।"[৬৫]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ.

"আর তুমি নির্ভর কর সেই চিরঞ্জীবের উপর যিনি মরবেন না। আর তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।"[৬৬]

---

[৬৩]. তাফসীরে আবু মাসউদ ১/২৪৭। আরো দেখুন: ফাতহুল কাদীর ১/৪১০ ও তাফসীর আল-কাশেমী ৩/৩১৮, আয়সারুত তাফসীর ১/২৪৭।

[৬৪]. সূরা আলে ইমরান : ১-২।

[৬৫]. সূরা ত্বহা : ১১১।

[৬৬]. সূরা ফুরকান ৫৫৮ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

চিরঞ্জীব তিনি, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবূদ নেই। কাজেই তাঁকে ডাক আনুগত্যকে একমাত্র তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে।[৬৭]

গ. আল-হাইয়্যু নামের মহান মর্যাদা

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এর মতে আল-হাইয়্যু নামটি সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলীকে আল্লাহ তায়ালার জন্যই অপরিহার্য করে এবং তার মতে এটি হলো : ইসমে আজম।

অতপর ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন : আল হাইয়্যু নামটি স্বয়ং যাবতীয় গুণাবলীকে অপরিহার্য করে আর এটি হলো সবগুলোর মূল। এজন্যই আল-কুরআনের সুমহান আয়াত হলো–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী।"

আর এটিই হলো : ইসমে আজম। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিজীবই অনুভূতিশীল ও আকাঙক্ষী। এজন্যই তা সকল গুণ সম্বলিত। যদি সকল গুণ একটি গুণ দ্বারা প্রকাশ করা হতো, তবে আল-হাইয়্যু দ্বারা প্রকাশ করাই যথেষ্ট হতো।[৬৮]

শায়খ আব্দুর রহমান আস-সা'দী আল-হাইয়্যু এর তাফসীরে বলেন–

---

৬৭. সূরা গাফের ৬৫ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

৬৮. মাজমূয়ূ ফাতাওয়া ১১/২৮৬। আরো দেখুন : শরহুত তাহাভিয়াহ ফিল আকিদাতেস সালাফিয়াহ ১৩৭-১৩৮।

اَلْحَيُّ "আল হাইয়্যু" অর্থাৎ তিনি অবশ্যই এমন চিরঞ্জীব যার জন্য পরিপূর্ণ জীবনের যাবতীয় অর্থ বিদ্যমান, যেমন দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ও ইচ্ছা ইত্যাদি এবং তাঁর সত্তাগত গুণাবলী।[৬৯]

ফাযীলাতুশ শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন, اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ "তিনি চিরঞ্জীব সকলের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

এর তাফসীরে বলেন–

এ দু'টি আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ দুটি আল্লাহ তায়ালার সকল পরিপূর্ণ গুণ ও পরিপূর্ণ কর্ম একত্রিতকারী। সকল পরিপূর্ণ গুণ রয়েছে "আল-হাইয়্যু' এর মাঝে আর সকল পরিপূর্ণ কর্ম "আল-কাইয়্যুম" এর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা আল হাইয়্যু এর অর্থ পরিপূর্ণ হায়াত-জীবনের অধিকারী, আর তা প্রমাণ করে শব্দে ব্যবহৃত আলিফ ও লাম যা পরিপূর্ণতা ও সকল জাতকে বেষ্টনকারী। পরিপূর্ণ হায়াত, অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীন এবং পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতার দিক দিয়ে।[৭০]

ঘ. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত সকল জীবই মৃত্যুবরণকারী

অনন্ত চিরন্তন ও চিরস্থায়ী জীবন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো না। তিনি ব্যতীত অন্য যে কেউই হোক না কেন, মৃত্যুবরণ করবে, ধ্বংস প্রাপ্ত ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ হাকীকতটি আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে অনেক আয়াতেই উল্লেখ করেছেন। তম্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল–

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"প্রতিটি জীবন মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে এবং ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় বিনিময় দেয়া হবে।"[৭১]

---

৬৯. তাইসীরুল কুরআন ১/২০২।

৭০. তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ : ৭।

৭১. সূরা আলে ইমরান ১৮৫ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

"তিনি ছাড়া সকল কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।"[৭২]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতপর আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।[৭৩]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল, কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহীয়ান, গরীয়ান।[৭৪]

সৃষ্টি জীবের কেউ যদি চিরঞ্জীব হতো; তবে পূর্বাপর সবার সরদার বিশ্বজগৎসমূহের প্রতিপালকের হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সর্বাগ্রে চিরঞ্জীব হতেন, কিন্তু তিনিই অনন্ত হননি, বরং মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই অনেক আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে–

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَّإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

---

[৭২]. সূরা কাসাস : ৮৮।

[৭৩]. সূরা আনকাবুত : ৫৭।

[৭৪]. সূরা রহমান : ২৬-২৭।

"অর্থাৎ তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করিনি। তুমি যদি মারা যাও, তাহলে তারা কি চিরস্থায়ী হবে?" প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর আস্বাদন গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ (উভয়টি দিয়ে এবং উভয় অবস্থায় ফেলে এর) দ্বারা পরীক্ষা করি। আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।[৭৫]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

"মুহাম্মাদ হচ্ছে একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে আরও অনেক রাসূল গত হয়েছে; কাজেই যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টাদিকে ঘুরে দাঁড়াবে? যে ব্যক্তি উল্টাদিকে ফিরে দাঁড়ায় সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে অতিশীঘ্রই বিনিময় প্রদান করবেন।"[৭৬]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ.

অবশ্যই তুমিও মৃত্যুবরণ করবে আর তারাও করবে।[৭৭]

এ বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম হাকেম, সাহল বিন সাআদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যতদিন বেঁচে থাকতে চান, থাকতে পারেন, তবে একদিন আপনাকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতেই হবে। আপনি যাকে ইচ্ছা

---

[৭৫]. সূরা আম্বিয়া : ৩৪-৩৫।
[৭৬]. সূরা আলে ইমরান : ১৪৪।
[৭৭]. সূরা যুমার : ২০।

ভালবাসেন, তবে একদিন তাকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে। আর ইচ্ছামত আমল করতে থাকুন, কেননা আপনি এর প্রতিদান পাবেন।

অতপর তিনি বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ, জেনে রাখুন, কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) উদযাপনের মাঝে মুমিনের মর্যাদা নিহিত, আর মানুষের নিকট হতে অমুখাপেক্ষী থাকার মাঝে তার সম্মান নিহিত।[৭৮]

ঙ. পূর্বের শব্দের সাথে আল-হাইয়্যু শব্দের যোগসূত্র–

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই।

এরপর "আল-হাইয়্যু" গুণটি আনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনিই এককভাবে ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত এবং তিনি ব্যতীত সকল কিছুর ইবাদত বাতিল। এটা এজন্যই যে, যিনি চিরঞ্জীব, অমর, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে না। বস্তুত এ সমস্ত জিন্দেগীতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ চিরঞ্জীব অমর নেই, তাই তিনিই এককভাবে একমাত্র ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত।

এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে আশূর বলেন– এবং চিরঞ্জীব প্রমাণের উদ্দেশ্য হল– মুশরিকদের মাবুদদের ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ততা খণ্ডন করা, যে মাবূদদের জীবনই নেই। এ সম্পর্কে ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, যা আল-কুরআনে উল্লেখ হয়েছে-

يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ.

"হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন জিনিসের 'ইবাদত করেন যা শুনেও না, দেখেও না।"[৭৯, ৮০]

---

৭৮. আল মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন, কিতাবুর রাকায়েক ৪/৩৫৫।
এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন : এ হাদীসটি সনদ সহীহ তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম একে বর্ণনা করেননি। দেখুন : উল্লেখিত টীকা : ৪/৩৫৫।
তার মতকে হাফেজ জাহাবী সমর্থন করেছেন। দেখুন : আত তালখীস ৪/৩৫৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুবরণ করার পর মহা বিপদের মূহুর্তে- যে ভাষণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রদান করেছিলেন, তিনি তাতে চিরঞ্জীব ও অমর জীবন ও সত্যিকার ইবাদতের উপযুক্ততা এমন দুটি বিষয় পরস্পর অপরিহার্য সম্পর্কে বর্ণনা করে সাহাবীদেরকে বুঝিয়ে দেন যে, রাসূল ﷺ -এর মৃত্যুবরণ করা কোন অসম্ভব কিছু না। কেননা রাসূল ﷺ ইবাদতের উপযুক্ত কোন মাবুদ নন, যার ইবাদত করা হয়, তিনি হলেন, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।

ইমাম বুখারী, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, উমার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জনসমাজে কথা বলছিলেন, এ মুহূর্তে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে বললেন, হে উমর! বসে যাও। উমার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু না বসে, কথা বলতেই থাকলেন, আর জনগণ তার কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভাষণ শুনতে আরম্ভ করল। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতে লাগলেন, তোমাদের মাঝে যদি কেউ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদত করে থাকে, তবে সে যেন জেনে নেয়, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোমাদের মাঝে যে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে, সেও যেন জেনে নেয়, আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

"মুহাম্মাদ হচ্ছে একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে আরও অনেক রাসূল গত হয়েছে; কাজেই যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা উল্টাদিকে ঘুরে দাঁড়াবে? এবং যে ব্যক্তি উল্টাদিকে ফিরে দাঁড়ায় সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে অতিশীঘ্রই বিনিময় প্রদান করবেন।"[৮১]

---

[৭৯]. সূরা মারয়াম ৪২ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

[৮০]. তাফসীরে তাহরীর ও তানবীর ৩/১৭।

[৮১]. সূরা আলে ইমরান : ১৪৪।

বর্ণনাকারী বলেন– আল্লাহর শপথ করে বলছি, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মুখে এ আয়াত শ্রবণ করা পর্যন্ত জনগণ যেন জানতই না এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতপর সকল জনগণ তা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিল। লোকদের মধ্যে যারাই এ আয়াত শুনে তারাই তেলাওয়াত করে।[৮২]

অতপর উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর তেলাওয়াত শ্রবণ করে আশ্চর্য ও হতভম্ব হয়ে গেলাম এবং আমার পা যেন আমাকে বহন করতে অপারগতা অনুভব করল; এমনকি আমি তার সে তেলাওয়াত শুনে মাটিতে বসে গেলাম, এরপর অনুভব করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করেছেন।[৮৩]

মোদ্দাকথা হল : চিরঞ্জীব, অমর জীবন, অনন্ত জীবন, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়, না পূর্বে না পরে, এমন গুণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট। আর তিনি ব্যতীত যে কেউই হোক না কেন, এ গুণে গুণান্বিত করা যাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা এককভাবে এ গুণে গুণান্বিত হওয়া একটি অন্যতম দলীল যে, একমাত্র এককভাবে তিনি ইবাদতের উপযোগী অন্য কেউ নয়।

চ. আল-কাইয়্যুম শব্দের তাৎপর্য ও শাব্দিক বিশ্লেষণ

"আল-কাইয়্যুম" শব্দটি "ফাইয়ূল" শব্দের মত রূপ যার তাৎপর্য হল : আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টির সকল বিষয় আঞ্জাম দানকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। যেমন তাদের রিযিকের ব্যবস্থাকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও নিরাপত্তা দানকারী। যত কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তায়ালারই হুকুম ব্যবস্থাপনায় টিকে থাকে।

---

৮২. সহীহ বুখারী, মাগাজী অধ্যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগ ও মৃত্যুবরণ পরিচ্ছেদ, ৪৪৫৪ নং হাদীসের অংশ বিশেষ, ৮/১৪৫।

৮৩. সহীহ বুখারী, মাগাজী অধ্যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ ও মৃত্যুবরণ পরিচ্ছেদ ৪৪৫৪ নং হাদীসের অংশ বিশেষ, ৮/১৪৫।

এ শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইমাম তাবারী বলেন : আল-কাইয়্যুম হল : আল-ফাইয়ূল শব্দের মত রূপ। আর এর আসল রূপ হল : আল-কাইয়্যূম।[৮৪]

আল্লামা আবুল হাইয়্যান আল-আন্দালুসী বলেন : আল-কাইয়্যূম শব্দটি আল-ফাইযুল শব্দের মত রূপ, যার মূল হল কাইয়্যুম। ওয়াও ও ইয়া অব্যয় দুটি একত্রে এসেছে এবং দুটির প্রথমটিতে সাকিন। অতএব, একটি ওয়াওকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে ইয়ার সাথে ইদগাম (যুক্ত) করে দেয়া হয়েছে।[৮৫]

কাতাদা বলেন : আর এর অর্থ হল তাঁর সকল সৃষ্টিজীবের সকল কিছুর ব্যবস্থাপক।[৮৬]

আর-রাবী হতে বর্ণিত, اَلْقَيُّوْمُ (আল কাইয়্যুম) : এর অর্থ হলো : সব সৃষ্টির প্রতিটি দিক যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণকারী, রিযিক দানকারী ও রক্ষাকারী।[৮৭]

ইমাম তাবারী এর তাফসীরে বলেন : আল্লাহ্ তায়ালার বাণী : আল-কাইয়্যূম এর তাৎপর্য হল : সৃষ্টিজীবের রিযিক দানকারী ও রক্ষাকারী।[৮৮]

হাফেয ইবনে কাসীর এর তাফসীরে বলেন : যিনি অন্যকে রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, সৃষ্টিজীবই তার মুখাপেক্ষী আর তিনি তাদের অমুখাপেক্ষী এবং তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কেউই টিকে থাকতে পারে না।[৮৯]

---

৮৪. তাফসীরে তাবারী ৫/৩৮৮

৮৫. আল-বাহরুল মুহীত ১/২৭৭। আরো দেখুন : আল-মুহাররার আল-ওয়াজিয ২/২৭৪। আরো দেখুন : তাফসীরে কুরতুবী ৩/২৭২ ও ফাতহুল কাদীর ১/৪১০।

৮৬. আল-বাহরুল মুহীত হতে সংগৃহীত ১/২২৭। অনুরূপ আযজুযাজ বলেছেন। দেখুন : যাদুল মাসীর ২/৩০২।

৮৭. তাফসীরে তাবারী হতে সংগৃহীত ৫/৩৮৮।

৮৮. দেখুন : পূর্বোল্লিখিত টীকা ৫/৩৮৮। আরো দেখুন : আল-কাসসাফ ১/৩৮৪ ও তাফসীরে বায়যাবী ১/১৩৪ ও তাফসীরে আবু মাসউদ ১/২৪৮ ও তাফসীরুল কাসেমী ৩/৩১৮।

৮৯. তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩০। আরো দেখুন : আয়সারে তাফসীরে ১/২০৩।

ছ. আরো অন্যান্য দলীল যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তায়ালার তত্ত্বাবধান ব্যতীত সমস্ত বিশ্ব জাহান প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না।

আল-কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে, সমস্ত মাখলুকাতের অস্তিত্ব টিকে থাকা, প্রতিষ্ঠা লাভ, নিজেকে রক্ষা করা ও নিজেকে হেফাযত করা শুধু মাত্র আল্লাহর নির্দেশের উপরই নির্ভরশীল, তিনি ব্যতীত কোন তত্ত্বাবধায়ক নেই।

সে সব দলীলের মধ্যে কিছু নিম্নরূপ–

আল্লাহর নিরাপত্তায় আকাশে পাখীদের ডানা খোলা অবস্থায় ও বন্ধ অবস্থায় নিম্নে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বাণী–

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّ يَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍۭ بَصِيْرٌ.

"তারা কি তাদের উপর দিকে পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে না যারা ডানা মেলে দেয় আবার গুটিয়ে নেয়? দয়াময় ছাড়া অন্য কেউই তাদেরকে (উপরে) ধরে রাখে না। তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।"[৯০]

সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষ পথ নির্ধারণ, দিবা-রাত্রির সময় নির্ধারণ, এবং মানুষদেরকে চলন্ত জাহাজে আরোহণ করানো ও তাদেরকে পানিতে নিমজ্জিত হতে রক্ষা করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَالشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ - لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِیْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِیْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ - وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ -

---

[৯০] সূরা মুলক : ১৯।

وَ خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ . وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ . اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ .

আর সূর্য তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া জায়গায় গতিশীল, এটা মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের সুনিরূপিত নির্ধারণ। আর চাঁদ-তার জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল (যা সে অতিক্রম করে), এমনকি শেষ পর্যন্ত সেটি খেজুরের কাঁদির পুরানো শুকনো দণ্ডের মত হয়ে ফিরে আসে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদকে ধরে ফেলা, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে ছাড়িয়ে আগে বেড়ে যাওয়া, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটছে।

তাদের জন্য (আমার কুদরাতের) আরো একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে (মহা প্লাবনের সময়) ভরা নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। আর তাদের জন্য ঐ ধরনের আরো যানবাহন তৈরি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে থাকে। আমি ইচ্ছে করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন (তাদের ফরিয়াদ শুনার জন্য) কোন সাহায্যকারী থাকবে না, আর তারা পরিত্রাণও পাবে না আমার রহমত না হলে, আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে না দিলে।[৯১]

সূর্যকে তার নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণের নির্দেশ কে দিয়েছে?

চন্দ্রের কক্ষপথ কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে?

সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত হওয়া থেকে কে নিষেধ করে দিয়েছে?

দিন শেষ হবার পূর্বেই রাত্রি আগমনে নিষেধকারী কে?

রাত্রি শেষ হবার পূর্বে দিন প্রকাশের বাধাদানকারী কে?

পাহাড়সম ঢেউয়ের মাঝে জাহাজে আরোহীদেরকে কে রক্ষাকারী?

---

[৯১]. সূরা ইয়াসীন : ৩৮-৪৪।

নিশ্চয়ই তিনি হলেন–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

অর্থাৎ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরপরিচালক।[৯২]

আল্লাহর নির্দেশেই আকাশ ও যমিন টিকে আছে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَمِنْ اٰيَاتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ.

তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁর হুকুমেই দাঁড়িয়ে আছে। অতপর তিনি যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে উঠার জন্য ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।[৯৩]

যদি আকাশ ও যমিন ধ্বংসে পতিত হয়, তবে চিরঞ্জীব, পরিচালক ব্যতীত কে আছে যে, রক্ষা করতে পারে? এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَاۤ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

আল্লাহই আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন যাতে এ দুটো টলে না যায়। ও দুটো যদি টলে যায় তাহলে তিনি ছাড়া কে ও দু'টোকে স্থির রাখবে?

তিনি পরম সহিষ্ণু, পরম ক্ষমাশীল।[৯৪]

---

৯২. সূরা বাক্বারা : ২৫৫।
৯৩. সূরা রূম : ২৫।
৯৪. সূরা ফাতের : ৪১।

জ. আল-কাইয়্যূম নামের মর্যাদা ও শান

ওলামাগণ (রাহেমাহুমুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন যে, আল-হাইয়্যু নামের সুমহান মর্যাদা রয়েছে। আর এও বর্ণনা করেছেন যে, আল-কাইয়্যূম নামেরও সুমহান মর্যাদা রয়েছে। যেমন কাযী আলী বিন আলী আল-হানাফী, আক্বীদায়ে ত্বহাভীয়্যার ভাষ্যকার বলেন : "আল-হাইয়্যু ও আল-কাইয়্যূম" নাম দুটির উপর আল্লাহ তায়ালার সমস্ত সুন্দর নামই নির্ভর করে এবং সমস্ত নামের তাৎপর্য এ দুটিতে পাওয়া যায়।[৯৫] এরপর তিনি বলেন : আল-কাইয়্যূম নামের তাৎপর্যে রয়েছে, তাঁর পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা ও তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত। নিশ্চয়ই তিনি নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত, কোন দিক দিয়েই কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় না। অন্যের তিনি তত্ত্বাবধানকারী। সুতরাং তার তত্ত্বাবধান করা ব্যতীত অন্য কেউ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অতএব এ নাম দুটি পরিপূর্ণ গুণাবলীকে পূর্ণ মাত্রাই সংরক্ষণ করে। এ নাম দুটি আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ গুণ।[৯৬]

শায়খ আব্দুর রহমান আস-সাদী বলেন : আল-কাইয়্যূম নামের তাৎপর্যে আল্লাহ তায়ালার ক্রিয়াগত সকল বিশেষণ অন্তর্ভূক্ত। কেননা সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক তিনিই যখন স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষী এবং যিনি উপস্থিত সকল কিছুর প্রতিপালন করেন। সুতরাং তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন এবং তার অস্তিত্বে ও স্থায়িত্বে যা কিছু প্রয়োজন তিনিই সব কিছুতে সাহায্য করেন।[৯৭]

ঝ. আল-কাইয়্যূম শব্দটির সাথে আয়াতের সূচনার যোগসূত্র–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নেই। এটা উল্লেখের পর আল-কাইয়্যূম উল্লেখ করায় আরো একটি অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা এককভাবে ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত। কেননা তিনিই

---

৯৫. শারহুত তাহাভীয়া ফিল আক্বীদাতিস সালাফিয়্যাহ পৃ: ১৩৭।

৯৬. পূর্বোল্লেখিত টীকা পৃ: ১৩৮।

৯৭. তায়সীরে কারীমুর রহমান ১/২০২।

এককভাবে কারো সহযোগিতা ব্যতীতই সৃষ্টির সকল দিক যেমন, তাদের রিযিক, তাদেরকে রক্ষা করা, তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করাসহ সকল কিছু পরিচালনা করে থাকেন। অনুরূপভাবে তিনিই এককভাবে কোন অংশীদার ব্যতীত সকল প্রকার ইবাদতের উপযুক্ত।

আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।

এর তাফসীর

ক. বাক্যটির অর্থ–

খ. তন্দ্রা নাকচের পর নিদ্রা নাকচ করার হিকমত।

গ. سِنَةٌ (তন্দ্রা) শব্দকে نَوْمٌ (নিদ্রার) পূর্বে উল্লেখ করার হিকমত।

ঘ. বার বার (لَا) লা শব্দ উল্লেখের হিকমত।

ঙ. আল্লাহ তায়ালার নিদ্রা নাকচের হাদীস দ্বারা প্রমাণ।

চ. পূর্বের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র।

ক. বাক্যটির অর্থ

'নাউম'-এর অর্থ হলো : নিদ্রা। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর তাফসীরে বলেন : সিনাহ-এর অর্থ হলো : তন্দ্রা। আর 'নাউম; এর অর্থ হলো : নিদ্রা।[৯৮]

এ বাক্যের তাৎপর্য হলো : আল্লাহ তায়ালাকে কোন অসম্পূর্ণতা আচ্ছন্ন করে না, না তাঁকে তাঁর সৃষ্টি হতে কোন প্রকার উদাসীনতা ও অলসতা আচ্ছন্ন করে। বরং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির আপন কার্য সম্পর্কে সচেতন,

---

৯৮. তাফসীরে তাবারী হতে সংগৃহীত ৫/৩৯১।

তাদের প্রতিটি কর্ম তিনি অবলোকন করেন, তার নিকট হতে কোন কিছু অদৃশ্য হয় না এবং কোন অপ্রকাশ্যই তার গোপন নয়।[৯৯]

এর তাফসীরে ইমাম তাবারী বলেন : যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে ব্যাপার যদি এমনই হয়, তবে তার তাৎপর্য হলো : "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বূদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব।" যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না, তিনি ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে রিযিক দেওয়া, সকল প্রয়োজন মিটানো, পরিচালনা করা ও তাদের এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করার চির পরিচালক তিনি তাঁকে তাঁর সার্বক্ষণিক বিদ্যমান অবস্থা হতে কেউ তাঁকে অপসারণ করতে পারে না, যাবতীয় অবস্থার পরিবর্তন ও দিবা-রাতের বিবর্তন তাঁর উপরই ন্যস্ত। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করে না, তাঁকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না বরং তিনি স্বীয় অবস্থায় চির অটল ও অনড় এবং সকল সৃষ্টির চিরপ্রতিপালক। তিনি যদি ঘুমান তবে পরাস্থ ও পরাজয় বরণ করবেন। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর ঘুম বিজয়ী হয় ও তাকে পরাস্ত করে। আর আল্লাহ্ তায়ালার যদি তন্দ্রা আসে, তবে আকাশ ও যমিন ও এর ভিতর যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা সকল কিছু প্রতিপালন তাঁরই পরিচালনা ও কুদরতেই পরিচালিত। আর ঘুম তো পরিচালকের পরিচালনার কাজ হতে ব্যস্ত করে রাখে। আর তন্দ্রা নিয়ন্ত্রণকারীকে তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাজ হতে বাধা দানকারী।[১০০]

খ. আল্লাহ হতে তন্দ্রা নাকচের পর নিদ্রা নাকচের হিকমত

আল্লাহ হতে তন্দ্রা নাকচের পর নিদ্রা নাকচের ব্যাপারে কতিপয় মুফাসসির (রাহেমাহুল্লাহ) একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তম্মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ–

ইমাম রাযী (রাহেমাহুমুল্লাহ) বলেন : যদি বলা হয় যে, তন্দ্রা তো ঘুমেরই ভূমিকা স্বরূপ, যখন তিনি বলেছেন যে, তাকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে না। এর

---

[৯৯]. দেখুন : তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩০-৩৩১। আরো দেখুন : আল-মুহাররার আল- ওয়াজিয ২/২৭৪-২৭৫ ও তাফসীর বাগবী ১/২৩৮ ও তাফসীর আল- কাসেমী ৩/৩১৮।

[১০০]. তাফসীরে তাবারী ৫/৩৯৩।

দ্বারা প্রমাণ করে যে, ঘুম তাকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে না। তাহলে ঘুম উল্লেখ এর অর্থ হল তা পুনঃ উল্লেখ।[১০১]

আর মুফাসসিরীনগণ এর হিকমত সম্পর্কে অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন–

১. ইমাম রাযী তাঁর উক্তিতে উল্লেখ করেছেন। আয়াতে উহ্য রয়েছে যে, তাকে তন্দ্রায়ই আচ্ছন্ন করে না, ঘুম আচ্ছন্ন করা তো ভিন্ন ব্যাপার।[১০২]

শায়খ নিজামুদ্দীন নিসাপুরী তার উক্তিতে উল্লেখ করেছেন : অথবা আমরা বলতে পারি যে, প্রথমে খাস-নির্দিষ্টকে নাকচ করার পর, আম (ব্যাপক)-কে নাকচ করায় বিষয়টি মুবালাগা বা অধিক তাকীদপূর্ণ অর্থ বুঝায়। তা এমন যে, প্রথমে প্রাসঙ্গিকভাবে নিদ্রা নাকচ অপরিহার্য হওয়ার পর দ্বিতীয় স্পষ্টভাবে নাকচ হয়। যদি খাস-নির্দিষ্টটি (তন্দ্রা) উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করা হতো, তবে আম-অনির্দিষ্ট (নিদ্রা) আবশ্যক হতো না।[১০৩]

৩.একটি নাকচ হওয়াতে দ্বিতীয়টি নাকচ আবশ্যক করে না।

এ বিষয়ে ইমাম শাওকানী বলেন : অনেক সময় তন্দ্রা ব্যতীতই ঘুম আসতে পারে, তাই তন্দ্রা নাকচ হওয়াতে ঘুম নাকচ হওয়া আবশ্যক করে না। অনুরূপভাবে মানুষ তার তন্দ্রাকে ঠেকাতে পারে, তবে তার ঘুমকে ঠেকাতে পারে না। তাকে ঘুম আচ্ছন্ন করতে পারে, তন্দ্রা আচ্ছন্ন নাও করতে পারে। কুরআনের ভাষায় যদি শুধুমাত্র তন্দ্রা নাকচ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতো, এর দ্বারা ঘুম উল্লেখ করা দ্বারা নেতিবাচক তন্দ্রার নাকচের অর্থ প্রকাশ করত না। কতক তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিও ঘুমিয়ে থাকে না।[১০৪] আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত।

---

[১০১]. আত তাফসীর আল-কাবীর ৭/৮।
[১০২]. উপরোল্লিখত টীকা ৭/৮। আরো দেখুন : গারায়েবুল কুরআন ও রাগায়িবুল ফুরকান ৩/১৬।
[১০৩]. পূর্বোল্লেখিত টীকা ৩/১৬।
[১০৪]. ফাতহুল কাদীর সংক্ষেপিত ১/৪১১।

গ. তন্দ্রা শব্দকে নিদ্রার পূর্বে উল্লেখের হিকমত

আমার জানা মতে তন্দ্রাকে নিন্দ্রার পূর্বে উল্লেখ করার হিকমত সম্পর্কে মুফাসসিরগণ দুটি কারণ উল্লেখ করেন। আর তা হলো–

১. বাহ্যিক ধারাবাহিকতার চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে, কেননা সাধারণত তন্দ্রা ঘুমের পূর্বেই আসে।

এ সম্পর্কে কাজী আবুল মাসউদ বলেন : ঘুমকে পরে উল্লেখ করার কারণ হলো বাহ্যিক ধারাবাহিকতার চাহিদাকে সংরক্ষণের জন্য।[১০৫]

২. নিশ্চয়ই তা ঘুমের নাকচকে তাকীদপূর্ণ করার জন্য।

এ সম্পর্কে আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মাদ আল-বাসিলী আত-তুনীসী বলেন : তন্দ্রাকে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হলো ঘুমকে যেন দুইবার নাকচ করা হয়, কেননা তন্দ্রা ঘুমের পূর্বে আসে, আবার অনেক সময় তন্দ্রা ব্যতীতই ঘুম সরাসরি আক্রমণ করে।[১০৬]. আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ঘ. বারবার 'লা' (لَا) শব্দ উল্লেখের হিকমত

বারবার "লা" উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ (রাহেমাহুমুল্লাহ) যা উল্লেখ করেন, তা নিম্নে বর্ণনা করা হল–

১. এ দ্বারা উভয়টিই (তন্দ্রা ও নিদ্রা) এককভাবে ও একসাথে আল্লাহ থেকে নাকচ প্রমাণ করার জন্য। এ সম্পর্কে আল্লামা আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী বলেন : আল্লাহর বাণী : (لَا نَوْمٌ) এ (لَا) পুনরায় উল্লেখের ফায়দা হল, তন্দ্রা-নিদ্রা উভয়টির সর্বাবস্থায় নাকচ করা। এ ক্ষেত্রে যদি لَا বিলুপ্ত করা হয় তবে অবশ্য একত্রিত হওয়ার শর্তে উভয়টির একটি নাকচ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে, যেমন আপনি

---

[১০৫]. তাফসীরে আবি মাসউদ ১/২৪৮। আরো দেখুন তাফসীরে বাইদাবী ১/৩২৭।

[১০৬]. আততাকয়িদুল কাবীর ফি তাফসীরে কিতাবিল্লাহিল আমজিদ ১/৩২৭।

বলেন : مَا قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بَلْ اَحَدُهُمَا অর্থাৎ যায়েদ ও আমর দণ্ডায়মান হয়নি বরং উভয়ের একজন। সুতরাং এমন বলা হবে না যে–

مَا قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بَلْ اَحَدُهُمَا

অর্থাৎ যায়েদ দণ্ডায়মান হয়নি, না আমর দণ্ডায়মান হয়েছে বরং উভয়ের একজন।[১০৭]

২. নেতিবাচককে শামিল করে দুইটির নস নিয়ে আসা হয়েছে।

এ সম্পর্কে কাজী আবুল মাসউদ বলেন : বাক্যের মধ্যবর্তীতে "লা" উল্লেখের কারণ হলো : প্রত্যেক দুটির নেতিবাচককে শামিল করে নস নিয়ে আসা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً

আর এটাও হবেনা যে, তারা কম বা বেশি মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করবে।[১০৮, ১০৯]

৩. আল্লাহ্ তায়ালার নিদ্রা নাকচের হাদীস দ্বারা প্রমাণ

ইমাম মুসলিম, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাড়িয়ে চারটি বাক্য শিক্ষা দিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ঘুমান না, আর ঘুম তার জন্য শোভনীয় নয়। আর তিনি ইনসাফের সাথে বিচার করেন, সৎ আমলের দাঁড়িপাল্লা উন্নীত হয়ে এবং রিযিক অবতরণ করে এবং দিনের আমলগুলি রাত্রিতে এবং রাত্রির আমলগুলো দিনে তার নিকটে উঠানো হয়।[১১০]

---

১০৭. আল-বাহরুল মুহীত ১/২৭৮। প্রথম বাক্যে শুধু যায়েদের দাঁড়ানোর কথা না করা হয়নি এবং শুধু আমরের দাঁড়ানো কথাও না করা হয়নি। এজন্য বরং দু'জনের একজন বলা শুদ্ধ হয়েছে।
আর দ্বিতীয় বাক্যে দু'জনেই আলাদাভাবে দাঁড়ানোর কথা না করা হয়েছে। এজন্যই এভাবে বলা যাবে না যে, বরং দুজনের একজন।

১০৮. সূরা তাওবা ১২১ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

১০৯. তাফসীরে আবি মাসউদ ১/২৪৮।

১১০. সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ঘুমান না পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২৯৫, ১/১৬২।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ঘুমান না, আর তার জন্য ঘুম শোভনীয়ও নয়।

ইমাম নববী হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : এর তাৎপর্য হলো– আল্লাহ তায়ালা ঘুমান না, আর তার জন্য ঘুমানোটা একেবারেই অসম্ভব। কেননা ঘুম হলো বিবেক মস্তিস্কের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ও অনুভূতিকে অপসারণকারী। আর আল্লাহ তায়ালা তা হতে পবিত্র এবং তাঁরপক্ষে হওয়াটা একেবারেই অসম্ভব[১১১]।

চ. পূর্বের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

এতে আল্লাহ তায়ালার চির প্রতিপালক হওয়ার প্রতি তাগিদ বিদ্যমান। এ সম্পর্কে আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী বলেন : এতে তার প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান-এর তাগিদ বিদ্যমান রয়েছে। আর যার জন্য এমন করা শোভনীয়, তিনি কখনোই কাইয়্যূম চিরপরিচালক হতে পারে না।[১১২]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন : তার চিরপরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ, বিধায় তাকে তন্দ্রা ও ঘুম আচ্ছন্ন করে না।[১১৩]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

"আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই।"

এর তাফসীর।

ক. বাক্যটির তাৎপর্য।

খ. ইসমে মাউসূল (مَا) ও তাকে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার উপকারিতা এবং খবর (لَهُ)-কে পূর্বে উল্লেখের হিকমত।

---

১১১. শরহুন নববী ৩/১৩।

১১২. তাফসীর নাসাফী ১/১২৮। আরো দেখুন : আল-কাসাফ ১/ ৩৮৪।

১১৩. তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩১। আরো দেখুন : তাফসীরে কাসেমী ৩/৩১৮ ও আয়সারুত তাফসীর ১/২০৩।

গ. বাক্যটির প্রতি গুরুত্বারোপে আরো কিছু আয়াত

ঘ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

ঙ. এ বাক্যটির ফায়েদাসমূহ

চ. এ বাক্যটির সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

নিশ্চয়ই সমস্ত আকাশের মাঝে যা রয়েছে, ফেরেস্তা, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রমসমূহ এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যত জগত রয়েছে তা সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি, তাঁরই রাজত্ব ও তাঁরই দাস এবং তাঁরই কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এতে তাঁর কোন অংশীদার নেই ও তাঁর কোন সমতুল্যও কেউ নেই। ইমাম তাবারী এর তাফসীরে বলেন : অর্থাৎ আল্লাহর জিকির সুউচ্চ তাঁর বাণীর প্রমাণ–لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

"আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর।

যত কিছুই রয়েছে সব কিছুর তিনি মালিক কোন অংশীদার ও সমকক্ষ ছাড়াই, এবং সব কিছুর তিনিই একক স্রষ্টা অন্য কোন মাবূদ ব্যতীতই।[১১৪]

ইমাম বাগাবী বলেন : রাজত্ব ও সৃষ্টি করার দিক দিয়ে।[১১৫]

কাজী ইবনে আতীয়া বলেন : অর্থাৎ রাজত্বের দিক দিয়ে; তিনিই সকল কিছুর মালিক ও রব।[১১৬]

হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন : এটি একটি খবর যে, সব কিছুই তাঁর দাস ও তাঁরই রাজত্বে এবং তাঁরই অধীনস্ত ও কর্তৃত্বে।[১১৭]

আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী বলেন : রাজত্ব, সৃষ্টি ও দাসত্বের ক্ষেত্রে।[১১৮]

---

[১১৪]. তাফসীরে তাবারী ৫/৩৯৫।

[১১৫]. তাফসীরে বাগবী ১/২৯৩।

[১১৬]. আল-মুহাররার আল-ওয়াজিজ ২/২৭৬। আরো দেখুন : তাফসীরে কুরতুবী ৩/২৭৩।

[১১৭]. তাফসীর ইবনে কাছির ১/৩৩১।

শায়খ আবু বকর আল-জাযায়েরী বলেন : সৃষ্টি, রাজত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে।[১১৯]

খ. ইসমে মাউসূল (مَا)-কে পুনরায় উল্লেখের উপকারিতা ও খবর (لَهُ)-কে পূর্বে আনার হিকমত :

এ বাক্যটিতে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ :

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী (مَا فِي السَّمَاوَاتِ)-তে ইসমে মাউসূল (مَا) থাকায়, সকল কিছুকে শামিল করেছে, কেননা ইসমে মাউসূল সাধারণভাবে সকল কিছুকে শামিল করে। এ সম্পর্কে আল্লামা আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী বলেন : (مَا) সকল সৃষ্টিকে শামীল করে।[১২০]

খ. **(وَمَا فِي الأَرْضِ) বাক্যটিতেও (مَا) ইসমে মাউসূল পুনরায় এসেছে, এর কারণ হলো : আম বা ব্যাপকতার তাকীদের উদ্দেশ্যে।**

এ সম্পর্কে আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসী বলেন : مَا কে পুনরায় উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো তাকিদ বুঝান।[১২১]

গ. **خَبَرٌ (لَهُ)-কে মুবতাদা (مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ)-এর পূর্বে উল্লেখ করা :** এটা জানা কথা যে, যা পরে উল্লেখ করার, তা পূর্বে উল্লেখ করায় বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং এ বাক্যটিতে নিম্নের দু'টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে–

প্রথম : আকাশ ও যমীনের যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহরই রাজত্বে তার প্রমাণ।

দ্বিতীয় : আকাশ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত নয়।

---

১১৮. তাফসীরে জালালাইন পৃ : ৫৬।

১১৯. আয়সারুত তাফসীর ১/২০৩। আরো দেখুন : শায়খ আল-উসায়মীনের আয়াতুল কুরসীর তাফসীর পৃ : ১২।

১২০. আল-বাহরুল মুহীত ১/২৭৮। আরো দেখুন : শায়খ আল-উসায়মীনের আয়াতুল কুরসীর তাফসীর, তিনি বলেন : ইসমে মাউসূল হল সাধারণভাবে সকল কিছুকে শামীল করার একটি শব্দ পৃ : ১১।

১২১. আল-বাহরুল মুহীত ১/২৭৮।

এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে আশূর বলেন : মাউসূল ও সেলাহ সহ এ বাক্যটি সাধারণভাবে সকল সৃষ্টিকে বুঝায়। যখন সাব্যস্ত হল আম-ব্যাপকভাবে তাঁরই রাজত্ব এও সাব্যস্ত হলো যে, তাঁর রাজত্ব হতে কোন সৃষ্টিই বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না, অতএব, এভাবে সীমাবদ্ধতার অর্থ অর্জন হয়।

কিন্তু لَهُ খবরটি মুকাদ্দাম-পূর্বে হওয়ার ফলে তাকীদ বেড়ে গেছে। সায়েবা-বেদ্বীন, নক্ষত্র পূজারী, সিরিয়ান, গ্রীক ও আরব মুশরিকদের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে। কেননা নিছক আম-ব্যাপককে হাসর-সীমাবদ্ধতার অর্থ অর্জন, গুমরাহ আকীদা বাতিল করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সুতরাং বাক্যটি ব্যাপকভাবে তাওহীদের তালীমের ফায়দা দেয়, অনুরূপ সীমাবদ্ধতার বৈশিষ্ট দ্বারা মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদারও প্রতিবাদের ফায়দা দেয়। আর এটিই হল আল কুরআনের ভাষাগত মোজেযা।[১২২]

গ. বাক্যটির প্রতি গুরুত্বারোপের আরো কিছু আয়াত–

আল কুরআনের অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আম-ব্যাপকতা ও খাস -নির্দিষ্ট অর্থাৎ আকাশ ও যমিনে যা কিছু আছে, তা সবই একক আল্লাহ তায়ালারই এতে কোন প্রকার শরীক ও সমকক্ষ নেই। তা হতে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

"যা কিছু আসমানে আছে আর যমীনে আছে সব আল্লাহরই এবং যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে।"[১২৩]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং আল্লাহ সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন।[১২৪]

---

১২২. তাফসীর তাহরীর ওয়াত তানভীর : ৩/২০। আরো দেখুন : তাফসীর আয়াতুল কুরসী : পৃ: ১২।

১২৩. সূরা আলে ইমরান : ১০৯।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً.

আসমানে যা আছে আর যমীনে যা আছে সব আল্লাহরই, কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[১২৫]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً.

আসমানসমূহে আর যমীনে যা আছে সব কিছু তাঁরই, আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[১২৬]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে সব কিছুর মালিক। আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই; তিনি মহা প্রজ্ঞাশীল, সকল বিষয়ে অবহিত।[১২৭]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, তিনি সর্বোচ্চ, মহান।[১২৮]

---

১২৪. সূরা নিসা : ১২৬।
১২৫. সূরা নিসা : ১৩২।
১২৬. সূরা নিসা : ১৭১ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।
১২৭. সূরা সাবার প্রথম আয়াত।
১২৮. সূরা শূরা : ৪।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى.

যা আছে আকাশে আর যা আছে যমীনে সব আল্লাহরই-যাতে তিনি যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল মন্দ দেন আর যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন শুভ প্রতিফল ।[১২৯]

প্রকাশ থাকে যে, সকল বান্দার উপর একান্ত কর্তব্য যে, আল্লাহ তায়ালার বাণীর প্রতি চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা, তার স্বীকৃতি দেয়া ও আয়াতের দাবীর উপর আমল করা, আর তা যদি আল্লাহ তায়ালা একবারও নির্দেশ প্রদান করেন । আর আল্লাহ তায়ালা যদি কোন বিষয়ে তাঁর মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে বারবার তাকিদ প্রদান করেন, সে বিষয় কেমন গুরুত্ব হতে পারে?

ঘ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

"আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, তাঁরই"

উল্লেখিত পবিত্র আয়াতে এসেছে : "আসমানসমূহে আর যমীনের যা আছে সব কিছু তাঁরই ।" অংশটি তাই সাব্যস্ত করে যা মহান আয়াতটির সূচনা (اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) "আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই । অংশ সাব্যস্ত করে অর্থাৎ সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ তায়ালা উলূহিয়্যাহ ও ইবাদতের ক্ষেত্রে একক তা সাব্যস্ত এবং তা নিম্নোক্ত দু'ভাবে হয়ে থাকে ।

---

১২৯. সূরা নাজম : ৩১ ।

১. সকল কিছুই মহান আল্লাহ তায়ালারই দাস। আর কোন দাসের জন্য এটা সমীচিন নয় যে, সে তার মালিক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে।

অথবা তার ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে, এ ব্যাপারে তিনি তাকে নিষেধও করেছেন বিধায় সকল বান্দার উপর একান্ত কর্তব্য হলো, সে যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইবাদত না করে।

২. **সকল কিছুই আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা বা দাস :** তাহলে কীভাবে প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অধীনস্ত কারোর সে যেই হোক না কেন- ইবাদত করা হবে? অথবা প্রকৃত মালিকের ইবাদতের সাথে তাঁর অধিনস্ত কাউকে অংশীদার স্থাপন করা হবে? এ জন্য তিনি এথেকে নিষেধ করেছেন। একারণেই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই ইবাদত করা বৈধ হবে না।

এ ব্যাপারে ইমাম তাবারী বলেন : এর তাৎপর্য এই যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইবাদত করা কোন ক্রমেই সমীচিন নয়। কেননা অধীনস্ত-প্রজা তো মালিকের হাতে বাঁধা, তার জন্য কোন ক্রমেই অন্য মালিকের তার অনুমতি ব্যতীত খেদমত করা একেবারেই সমীচিন নয়।

তিনি আল্লাহ বলেন : অতপর আসমান ও যমিনের সকল কিছুই আমার রাজত্বে ও আমারই সৃষ্টি : অতএব, আমিই তাদের মালিক, বিধায় আমি ব্যতীত আমার কোন সৃষ্টির ইবাদত করা যাবে না। কেননা কোন বান্দার জন্য তার মালিক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা অশোভনীয় কাজ, আর তার প্রকৃত মাওলা-অভিভাবক ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণও করা যাবে না।[১৩০]

---

[১৩০]. (তাফসীরে তাবারী ৫/৩৯৫। আরো দেখুন : তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর। এতে আরো রয়েছে : "আসমানসমূহে আর যমীনে যা আছে সব কিছু তাঁরই।" শুধু মাত্র তারই জন্য ইবাদতের সুসাব্যস্ত করণ, কেননা সকল কিছুই যেহেতু তারই সৃষ্টি ৩/২০)

ঙ. এ বাক্যটির ফায়দা বা উপকারিতা

আল্লাহ তায়ালা এককভাবে একমাত্র ইবাদত পাওয়ার অধিকারী হওয়ার সুসাব্যস্ত করা সম্পর্কে উল্লেখের সাথে ওলামাগণ (আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন)– আরো কিছু ফায়দা উল্লেখ করেছেন, তা হতে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. এ বিশ্বে যা কিছু আছে, তা সবই একমাত্র পবিত্র আল্লাহ তায়ালারই মালিকানাধীন, এতে কোন প্রকারের কোন শরীক বা অংশীদার কেউ নেই। আমাদের নিকট যে ধন-সম্পদ ও আমাদের যা সম্মান ও প্রতিপত্তি রয়েছে এগুলোর প্রকৃত মালিক আমরা কেউই নই। বরং এগুলির প্রকৃত মালিক হলেন, আল্লাহ তা'য়ালা। তবে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এগুলোর মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্য এগুলোর প্রতিনিধি করেছেন।

এর প্রমাণ আমরা আল্লাহ তা'য়ালার এ বাণীতের পাই–

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর।[১৩১]

এর প্রমাণ আমরা হাদীসেও পাই, যা ইমাম মুসলিম, আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন : দুনিয়া হল সবুজ সুস্বাদু আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা এতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন; অতএব, তিনি দেখবেন তোমরা কেমন আমল কর[১৩২]

অতএব, আমাদের উপর একান্ত কর্তব্য হলো : আমাদেরকে যার প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা যেন সেগুলোর প্রকৃত মালিক আল্লাহ

---

১৩১. সূরা হাদীদ, ৭ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

১৩২. সহীহ মুসলিম, জিকির, তাওবাহ ও এস্তেগফার অধ্যায়, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী অভাবীরা পরিচ্ছেদ...... ৯৯ নং হাদীসের অংশ বিশেষ (২৭৪২), ৪/২০৯৮। এ ফায়দাটি শায়খ সায়্যেদ কুতুব বর্ণনা করেছেন। যিলালিল কুরআন ১/২৮৭-২৮৮।

তায়ালা যেভাবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই সদ্ব্যবহার করি।

২. যেহেতু সমগ্র বিশ্ব একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালারই মালিকানাধীন, অতএব তাঁরই অধিকার, তিনি যেভাবে চাইবেন সেভাবেই চালাবেন, আর আমাদের উপর ওয়াজিব হল, আমরা যেন তার ফায়সালার উপর ধৈর্যধারণ করি, তা মানুষের ব্যক্তি জীবন কেন্দ্রীক হোক, বা তার পারিবারিক জীবন কেন্দ্রীক হোক, বা সম্পদ বা বন্ধু-বান্ধব কেন্দ্রীক হোক, বা স্বীয় দেশ কেন্দ্রীক অথবা সকল মানুষ কেন্দ্রীক হোক।[১৩৩]

এতে এটাও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন বিপদের সময় বলি–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

'আমরা আল্লাহরই আর আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'।[১৩৪]

অনুরূপ তা প্রমাণিত হয় যা নবী ﷺ তাঁর কন্যাকে বর্ণনা দিয়েছিলেন যখন তার ছেলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।

ইমাম বুখারী, উসামা বিন জায়েদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– নবী ﷺ-এর নিকট তাঁর কন্যা (ফাতেমা) সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, আমার এক ছেলে মৃত্যু মুখে পতিত, অতএব আপনি আসুন।

অতপর তিনি তাকে সালাম প্রেরণ করে বললেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালারই, যা তিনি গ্রহণ করেন, এবং তাঁরই যা তিনি প্রদান করেন, এবং তাঁর নিকট সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অতএব, সে যেন ধৈর্যধারণ করে ও এর বিনিময় প্রত্যাশা করে।[১৩৫]

---

[১৩৩]. দেখুন : তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ: ১৩)

[১৩৪]. সূরা বাকারা : ১৫৬ নং আয়াতের অংশ বিশেষ। আরো দেখুন : সহীহ মুসলিম, জানাযা অধ্যায়, বিপদে কি বলতে হয়, সে পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৩ (৯১৮) ২/৬৩১-৬৩২

[১৩৫]. সহীহ বুখারী,জানাযা অধ্যায়, "নবী ﷺ এর বাণী : মৃত ব্যক্তির আত্মীয় তার জন্য কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হবে, যদি সে ব্যক্তির কান্নার প্রথা থাকে" পরিচ্ছেদ. ১২৮৪ নং হাদীসের অংশ বিশেষ, ৩/১৫১

ইবনে হাজার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : এর তাৎপর্য হলো : যে বস্তুটি আল্লাহ তায়ালা নেয়ার ইচ্ছা করছেন, মূলত সে বস্তুটি তিনিই তাকে প্রদান করেছেন। তিনি যা নিচ্ছেন, তা তাঁরই। এতে বিলাপ করা উচিত নয়। কেননা আমানত রক্ষাকারীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, আমানতটি ফেরত দেয়ার সময় সে বিলাপ করবে।[১৩৬]

এ নীতিই উম্মু সুলাইম রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার স্বামী আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন, যখন তাদের সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল।

ইমাম মুসলিম, আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উম্মু সুলাইমের গর্ভের আবু তালহার একটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে। অতপর তিনি পরিবারের লোককে বলেন : আবু তালহাকে তার সন্তানের ব্যাপারে আমার পূর্বে কেউ কোন সংবাদ প্রদান করবে না।

বর্ণনাকারী বলেন : আবু তালহা যখন আসলেন, উম্মু সুলাইম তাঁর নিকট রাতের খাবার পেশ করলেন, অতপর তিনি পানাহার করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন : তারপর উম্মু সুলাইম পূর্বের চেয়ে উত্তমরূপে সাজলেন এবং আবু তালহা তার সাথে মিলন করলেন। তারপর উম্মু সুলাইম যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি ঠিক মত পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং তার সাথে মিলনও করেছেন। তখন তিনি বললেন : হে আবু তালহা! যদি কোন সম্প্রদায়ের লোক কোন বাড়ী ওয়ালার লোকের নিকট আমানত রাখে আর তা যদি তারা ফিরিয়ে চায়, তবে কি তাদের পক্ষে তা হতে বাধা দেয়ার অধিকার আছে?

তিনি বললেন : না।

তিনি (উম্মু সুলাইম) বললেন : সুতরাং তোমার সন্তানের ব্যাপারে তুমি উত্তম প্রতিদান প্রত্যাশা কর।

বর্ণনাকারী বলেন : তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন : তুমি আমাকে শান্ত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে আমাকে আমার সন্তানের ব্যাপারে সংবাদ দিলে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে সংবাদ

---

১৩৬. ফাতহুল বারী ৩/১৫৭।

দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের গত রাতের অতিবাহিত ঘটনায় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে বরকত দান করুন .... ।[১৩৭]

চ. বাক্যটি সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

মুফাস্সিরগণ- (আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) এ বাক্যটি সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করে, তার উত্তর প্রদান করেছেন। সে প্রশ্নোত্তরগুলো নিম্নরূপ−

১. আল্লাহ তায়ালা কেন বলেছেন : "আকাশ ও যমীনে 'যা' কিছু আছে সবই তাঁর।" তিনি এমন বলেননি যে, আকাশ ও যমীনে 'যারা' আছে সবই তাঁর এ সম্পর্কে উলামাগণ নিম্নের উত্তরগুলো প্রদান করেছেন−

প্রথমত : কাজী ইবনে আতীয়া ও ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেছেন : বাক্যে مَا এসেছে, যা সাধারণত জড়পদার্থ ও যাদের বিবেক নেই বুঝায়, তবে এখানে উদ্দেশ্য হলো সামগ্রিকভাবে সমস্ত জগতে যা আছে সব কিছুই।[১৩৮]

দ্বিতীয়ত : শায়খ উসাইমীন বর্ণনা করেছেন : مَا ব্যবহার করার মাধ্যমে সমস্ত সত্তা ও অবস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর জানা কথা যে, আমরা যখন সত্তাগত ও অবস্থাগত বস্তুগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেই, তখন আমরা দেখি জ্ঞানবানদের জন্য (مَنْ) এর চেয়ে বেশি হল জড় পদার্থ مَا-এর প্রাধান্য অধিক তাই, (مَنْ)-এর ব্যবহার উত্তম। কেননা مَنْ এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে مَا-এর প্রয়োজনের দাবি অধিক।[১৩৯]

২. আল্লাহ তায়ালার যমিনে যা কিছু রয়েছে বলেছেন, যমিনসমূহে যা কিছু রয়েছে বলেন নাই কেন?

---

[১৩৭]. সহীহ মুসলিম, সাহাবাদের ফযীলত অধ্যায়, আবু তালহা আল-আনসারী رضي الله عنه ফযীলত পরিচ্ছেদ, ১০৭ নং হাদীসের অংশ বিশেষ (২১৪৪), ৪/১৯০৯)

[১৩৮]. আল-মুহাররারুল ওয়াজিয ২/২৭৬, আরো দেখুন : তাফসীরে কুরতুবী ৩/২৭৩।

[১৩৯]. তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ: ১১।

এতে উলামাগণ এই উত্তর প্রদান করেছেন–

প্রথম : হাফেজ ইবনে জাউযী বলেন : এর পূর্বে আসমানসমূহ এসেছে, বিধায় যমিনকে বহুবচন আনার প্রয়োজন নেই। এজন্যই যমিন বলেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

"আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকারসমূহ ও আলো"।[১৪০,১৪১]

এখানে আলোসমূহ বলেননি।

দ্বিতীয়ত : যমিন যদিও একবচন এসেছে, এর দ্বারা বহুবচনকেই বুঝানো হয়েছে, কেননা এর দ্বারা জিনসকেই (সমস্ত যমিন সত্তাকে) বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র যমিন।[১৪২]

৩. আল্লাহ তায়ালা "আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর"। এভাবে উল্লেখ করেছেন, এভাবে কেন বলেননি যে, "আকাশসমূহ ও যমীন তাঁর?"

এর উত্তর দেয়া হয়েছে এভাবে–

কিছু লোক আকাশ ও যমিনের কতিপয় বস্তুর ইবাদত করত, তবে আকাশ ও যমিনের ইবাদত করত না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা যে বস্তুগুলোর ইবাদত কর, তা তো আল্লাহ তায়ালারই অধিনস্ত এবং কীভাবে তোমরা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে তার অধিনস্তের ইবাদত করছ?

এ ব্যাপারে আল্লামা আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী বলেন : এখানে পাত্রকে উল্লেখ না করে পাত্রের ভিতর যা রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর তৎপর্য হলো : আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য সব কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করা। আর আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়,

---

১৪০. সূরা আনআমের প্রথম আয়াতের অংশ বিশেষ।

১৪১. যাদুল মাসীর ১/৩০৩।

১৪২. দেখুন: তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ: ১৩।

সেগুলোর ইবাদত করা কোন ক্রমেই উচিত নয় কেননা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আকাশে দৃশ্যমান উজ্জ্বল গ্রহ-উপগ্রহ যেমন সূর্য, চন্দ্র, বা শি'রা নামক নক্ষত্র অথবা যমিনের কোন ব্যক্তির মূর্তিই হোক অথবা যে কোন বনী আদমেরই হোক, উল্লেখিত সবই আল্লাহ তায়ালারই অধিনস্ত, সৃষ্ট ও প্রতিপালিত ।[১৪৩] এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

"কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে?"

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

খ. বাক্যটিতে مَنْ এবং ذَا ব্যবহারের হিকমত

গ. আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না, এ বিষয়ে আরো প্রমাণ

ঘ. পূর্বের বাক্যের সাথে এর যোগসূত্র

ঙ. এ বাক্যের ফায়দাসমূহ

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

এ বাক্যের প্রশ্নবোধক مَنْ অব্যয়টি অস্বীকৃতি ও নাকচের জন্য । আর এ বাক্যের তাৎপর্য হলো : আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত কেউ অন্য ব্যক্তির সুপারিশ করার জন্য কোন প্রকার মাধ্যম হতে পারবে না । এতে ঐ সকল মুশরিকদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করত, এ ধারণায় যে, তারা তাদের জন্য আল্লাহ

---

১৪৩. আল-বাহরুল মুহীত ১/২৭৮ ।

তায়ালার নিকট সুপারিশ করবে। তাদের সে বিশ্বাসকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিম্নের বাণীতে উল্লেখ করেছেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمَاوَاتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

“আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন, না “আকাশমণ্ডলীতে আর না যমীনে? মহান পবিত্র তিনি, তোমরা যা কিছুকে তার শরীক গণ্য কর তাথেকে তিনি বহু উর্ধে।”[১৪৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে- আমরা তাদের ইবাদত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।[১৪৫]

ইমাম রাযী তার তাফসীরে বলেন–

আল্লাহ তায়ালার বাণী “কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে?” এখানে প্রশ্নবোধক এর অর্থ হল : নাকচ ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ব্যতীত তাঁর নিকট কেউই

---

[৪৪]. সূরা ইউনুস : ১৮।
[৪৫]. সূরা যুমার ৩ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

সুপারিশ করতে পারবে না। এটি এজন্যই যে মুশরিকরা বিশ্বাস করত মূর্তিগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেন যে, তারা বলে–

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللهِ زُلْفٰى.

"আমরা তাদের ইবাদত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।"[১৪৬] এবং তাদের উক্তি

هٰٓؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ.

"ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী"।[১৪৭]

তারপর আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের আশা পূর্ণ হবে না। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ.

"আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে 'ইবাদত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে।"[১৪৮]

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তিনি যাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন, তারা ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আর তা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর মাধ্যমে–

اِلَّا بِاِذْنِهٖ "তাঁর অনুমতি ব্যতীত।"[১৪৯]

খ. বাক্যটিতে مَنْ এবং ذَا ব্যবহারের হিকমত

১. مَنْ শুধু প্রশ্নবোধক অস্বীকৃতিই বুঝায় না বরং তা যেমন ইমাম শাওকানী বলেছেন- যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি

---

[১৪৬]. সূরা যুমার ৩ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

[১৪৭]. সূরা উনুস : ১৮ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

[১৪৮]. সূরা ইউনুস : ১৮ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

[১৪৯]. আত্ তাফসীরুল কাবীর ৪/১০। আরো দেখুন : তাফসীরে কুরতুবী ৫/৩৯৫, গারায়েবুল কুরআন ৩/১৭ ও ফাতহুল কাদীর ১/৪১১।

ব্যতীত কারো সুপারিশ অন্যের জন্য উপকার হবে, তাদেরকে এমন হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে, এর উপর আর বৃদ্ধি হবে না, তাতে রয়েছে কবর পুজারীদের অন্তরে প্রতিবাদ, তাদের মুখমণ্ডলে বাধা বাহুকে দূর্বল করে দেয়া যাতে তারা আর এর ব্যাপারে শক্তি পাবে না। সে অংশ হতে যা বুঝা যায় তার চেয়ে অধিক সাব্যস্ত হয় আল্লাহ তায়ালার নিম্নের বাণী দ্বারা–

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

"তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না।"[১৫০]

আল্লাহ তায়ালার আরো বাণী–

وَكَمْ مِّنْ مَلَكٍ فِى السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى

"আকাশে কতই না ফেরেশতা আছে তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না, তবে (কাজে আসবে) যদি তিনি অনুমতি দেন যার জন্য আল্লাহ ইচ্ছে করবেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।"[১৫১]

আল্লাহ তায়ালার আরো বাণী–

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ.

"কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, সে ব্যতীত যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন।"[১৫২]

এমন অনেক স্তরের রয়েছে।[১৫৩]

---

[১৫০]. সূরা আম্বিয়া ২৮ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

[১৫১]. সূরা আন্ নাজম : ২৬।

[১৫২]. সূরা নাবা ৩৮ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

[১৫৩]. ফাতহুল কাদীর : ১/৪১১।

আমি বলি : উল্লেখিত তিনটি আয়াত প্রমাণ করে শুধুমাত্র নেতিবাচক। আর এ বাক্যটি প্রমাণ করে নেতিবাচক ও অস্বীকৃতি।

২. আর إِذْ অব্যয়টি– আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত- নেতিবাচক ও অস্বীকৃতির তাকিদ বুঝায়।

এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে আশূর বলেন : إِذْ তাকিদের মাঝে আরো গুরুত্ব প্রদানের অর্থে যেহেতু নাকচ অতপর তার দিকের ইংগিত নির্ধারিত। আর আরবগণ إِذْ তখন বৃদ্ধি করে যখন কোন নির্ধারিত ব্যক্তির উপস্থিতির ইশারার দিকে প্রমাণ করে যা প্রশ্নবোধকের সাথে সম্পর্ক রাখে এমনকি যখন তার অস্তিত্বহীনতা প্রকাশ পায়, আর তা তখন আরো অধিক সুসাবস্তকারী হয়।[১৫৪]

গ. আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত কেউই সুপারিশ করতে পারবে না, এ বিষয়ে আরো প্রমাণ–

আল কুরআনে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউই সুপারিশের মাধ্যম হতে পারবে না। আর তা হতে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল–

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

“তাঁর অনুমতি প্রাপ্তি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। ইনিই হলেন আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?”[১৫৫]

---

১৫৪. তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর ৩/২১।

১৫৫. সূরা ইউনুস ৩নং আয়াতের অংশ বিশেষ।

আল্লাহ তায়ালার আরো বাণী–

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا.

সেদিন কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন আর যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন তার (সুপারিশ) ব্যতীত।[১৫৬]

আল্লাহ তায়ালার আরো বাণী–

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"বল– শাফা'আত সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, অতপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।"[১৫৭]

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ফেরেশতারাও আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত সুপারিশ করবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

"তাদের সামনে আর পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না। তারা তাঁর ভয় ও সম্মানে ভীত-সন্ত্রস্ত।"[১৫৮]

---

১৫৬. সূরা ত্বাহা : ১০৯।

১৫৭. সূরা যুমার : ৪৪। এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করবে না। দেখুন : তাফসীরে তাফসীরে তাফসীরে তাগবী ৪/৮১।

১৫৮. সূরা আম্বিয়া : ২৮

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَكَمْ مِّنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

"আকাশে কতই না ফেরেশতা আছে তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না, তবে (কাজে আসবে) যদি তিনি অনুমতি দেন যার জন্য আল্লাহ ইচ্ছে করবেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।"[১৫৯]

বরং আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, জিবরাইল (আঃ) সহ কোন ফেরেশতাই আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত কথা বলার সাহস পাবেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا.

সেদিন রূহ (জিবরাঈল) আর ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, কেউ কোন কথা বলতে পারবে না, সে ব্যতীত যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দিবেন, আর সে যথার্থ কথাই বলবে।[১৬০]

অহী ভিত্তিক বর্ণনাকারী আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন সুপারিশের জন্য তিনি ব্যতীত কোন নবী বা রাসূলই অগ্রসর হবেন না, আর তিনিও আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ আরম্ভ করবেন না।

বুখারী ও মুসলিম, আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা সকল মানব জাতিকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন। অতপর তারা সবাই বলতে থাকবে, আমরা যদি আমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশের জন্য (কাউকে) নির্ধারণ করতাম, তবে আমরা এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতাম।[১৬১]

---

১৫৯. সূরা আন নাজম : ২৬।

১৬০. সূরা নাবা : ৩৮।

১৬১. ইবনে হিব্বানে, ইবনে মাসঊদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে : কিয়ামতের দিন মানুষের ঘামের কারণে তার এমন পরিস্থিতি হবে, সে বলতে বাধ্য হবে যে, হে আমার প্রভূ! জাহান্নামে প্রবেশ করা হলে, আমাকে এ পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণ দাও। (ফাতহুল বারী হতে সংগৃহীত" ১১/৪৩৩)

অতপর তারা সবাই আদম عليه السلام-এর নিকট এসে বলবে : আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে স্বীয় হস্তে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মাঝে তার রূহ প্রবেশ করিয়েছেন, এবং ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে সেজদা করার জন্য। অতএব, আপনি আমাদের প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।

অতপর তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই[১৬২]

এবং তিনি তার গুনাহের কথা স্মরণ করবেন।[১৬৩]

তারপর তিনি বলবেন : তোমরা নূহ عليه السلام-এর নিকট যাও, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম রাসূল করে প্রেরণ করেছিলেন।

তারা সবাই তাঁর নিকটে যাবে। তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তাঁর গুনাহের কথা স্মরণ করবেন।[১৬৪]

তারপর তিনি বলবেন : তোমরা ইব্রাহীম عليه السلام-এর নিকট যাও। যাকে আল্লাহ্ তায়ালা খলীল তথা একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

তারা সবাই তাঁর নিকটে যাবে। তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজ করতে পারব না বরং তিনি তার গুনাহের কথা স্মরণ করবেন।[১৬৫]

তারপর তিনি বলবেন : তোমরা মূসা عليه السلام এর নিকট যাও যার সাথে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াতেই কথা বলেছিলেন।

তারা সবাই তাঁর নিকটে যাবে। তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তার গুনাহের কথা স্মরণ করবেন।[১৬৬]

---

১৬২. কাজী ইয়ায বলেন : তার বাণী : আমি এ কাজের উপযুক্ত নই তারা যে কাজের আবদার করছে, তা করার তিনি উপযুক্ত পাত্র নন। বিনয়তা প্রকাশ ও তারা- যা চাচ্ছে তা কঠিন বিষয় বিধায় তিনি একথা বলবেন। দেখুন : ফাতহুল বারী ; ১১/৪৩৩।

১৬৩. অন্য বর্ণনায় এসেছে : নিষিদ্ধ বৃক্ষ হতে খাওয়ার কথা স্মরণ করবেন। দেখুন : ফাতহুল বারী : ১১/৪৩৩)

১৬৪. তিনি তার ছেলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, যে সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল না। (দেখুন : ফাতহুল বারী : ১১/৪৩৪)

১৬৫. অন্য বর্ণনায় এসেছে ; আমি তিন জায়গায় মিথ্যা বলেছিলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে : প্রথমত: তিনি বলেছিলেন : আমি অসুস্থ। দ্বিতীয়ত : তার কথা বরং তাদের বড়জন করেছে। তৃতীয়ত: তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন : তুমি তাকে বলবে: আমি তোমার ভাই। (দেখুন : ফাতহুল বারী : ১১/৪৩৫।

তারপর তিনি বলবেন : তোমরা ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাও।

তারা সবাই তাঁর নিকটে যাবে। তিনিও বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই এবং তিনি তার গুনাহের কথা স্মরণ করবেন। তারপর তিনি বলবেন : তোমরা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট যাও, আল্লাহ তায়ালা যার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তারপর তারা আমার নিকট আসবে। অতপর আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট অনুমতি চাইব। তারপর আমি যখন তাঁকে দেখব, তখন আমি তাঁর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। তারপর তিনি আমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিবেন, যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হয়। তারপর আমাকে বলা হবে। তুমি তোমার মাথা উত্তোলন কর, চাও দেয়া হবে। তুমি বল : তোমার কথা শ্রবণ করা হবে এবং সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

অতপর আমি স্বীয় মাথা উত্তোলন করব, এবং আমি আমার প্রভুর এমন প্রশংসা করব, যা তিনি সে মুহূর্তে শিক্ষা দিবেন। তারপর আমি এমন সুপারিশ করব, যার সীমা আমাকে নির্ধারণ করে দিবেন।[১৬৭]

তারপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি আগের মত দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার পুনরায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ব এবং সুপারিশ করতে থাকব। অবশেষে যাদেরকে কুরআনের বিধান জাহান্নামে আটকিয়ে রাখবে, তারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

কাতাদা বলেন : অর্থাৎ যাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম নির্ধারণ হয়েছে, তারাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।[১৬৮]

---

[১৬৬]. অন্য বর্ণনায় এসেছে: আমি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ছাড়াই জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। (ফাতহুল বারী : ১১/৪৩৪)

[১৬৭]. আমাকে প্রত্যেক দফায় একটি করে সীমা নির্ধারণ করে দিবেন। আমি তা লঙ্ঘন করব না। (ফাতহুল বারী: ১১/৪৩৭।)

[১৬৮]. সহীহ বুখারী, কিতাবুর রাক্বাক, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৬৫৬৫, ১১/৪১৭-৪১৮, হাদীসের শব্দ বুখারী। সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীর বর্ণনা পরিচ্ছেদ: হাদীস নং ৩২২ (১৯৩), ১/১৮০-১৮১।

এ হাদীস হতে স্পষ্ট হল যে, আমাদের নবী ﷺ হলেন সৃষ্টি জীবের সবচেয়ে সম্মানী এবং বিশ্ব পরিচালকের একান্ত হাবীব আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত তিনিও সুপারিশ করা আরম্ভ করবেন না।

এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে আশূর বলেন : আল্লাহর নবী ﷺ-এর সিজদা করার কারণ হলো : কথা বলার জন্য অনুমতি চাওয়া। আর তাঁকে সুপারিশের অনুমতি দেয়ার পূর্বক্ষণে যে প্রশংসার বাক্যগুলো শিক্ষা দিবেন, তা বলার পর যখন তাকে বলা হবে সুপারিশ কর, তার পূর্বে তিনি কখনোই সুপারিশ করবেন না।[১৬৯] আর তিনি ﷺ আল্লাহ তায়ালার বেধে দেয়া নির্ধারিত সুপারিশের গণ্ডির মাঝেই শুধু সুপারিশ করবেন।

ঘ. পূর্বের বাক্যের সাথে এর যোগসূত্র

মুশরিকরা এ আয়াতের সূচনায় اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ "আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই।" আল্লাহ যা সাব্যস্ত করেন তার বিরোধিতা করত যাতে উল্লেখ করা হয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ইবাদতে কোন প্রকার শিরক না করার কথা। তারা এ দলীলের ভিত্তিতেই বিরোধিতা করত যে তারা তাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বিশ্বাসকে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলেন : আকাশ ও যমিনে যা কিছু রয়েছে, তা সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই, আর আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত তার সমীপে কেউই সুপারিশের মাধ্যম হতে পারবে না। বিধায় তাদের সুপারিশ করবে এমন আশায় তাদের ইবাদত কোনই উপকারের আসবে না।

এ সম্পর্কে ইমাম তাবারী বলেন : আল্লাহ তায়ালা এজন্যই বলেছেন যে, মুশরিকরা বলল : আমরা আমাদের এ মূর্তিগুলোর পূজা-উপাসনা এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সে বিশ্বাসের জবাবে বলেন : আকাশ, যমিন ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা সবই আমার মালিকানাধীন। অতএব, আমি ব্যতীত অন্য কোন কিছু ইবাদত করা কোন ক্রমেই সমীচিন নয়। তোমরা মূর্তির পুজা করো না, যেগুলোর ব্যাপারে তোমরা বিশ্বাস রাখ যে,

[১৬৯]. তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর ৩/২১।

তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে, বস্তুত তারা আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন প্রকারের উপকারে আসবে না এবং তোমাদের কোন প্রকারের কাজেও আসবে না, এবং তারা কেউ আমার নিকট সুপারিশ করতে পারবে না কেবল তাদের মধ্যে, যারা আমার প্রিয় পাত্র। আর শাফায়াত তো তাদের জন্য, যাদের জন্য আমার রাসূলগণ আমার প্রিয় বন্ধুগণ ও সৎব্যক্তিগণ সুপারিশ করবে।[১৭০]

এ সম্পর্কে কাজী আবু সুয়ূদ বলেন : আল্লাহ তায়ালার সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করাই প্রমাণ করে যে, তিনি এককভাবে ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী।[১৭১]

ঙ. এ বাক্যের ফায়দাসমূহ

আল্লাহ তায়ালার সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী হওয়া প্রমাণ করে যে, তিনি এককভাবে ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী। এ দিকটির সাথে আরো ফায়দা পাওয়া যায়, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. এতে আল্লাহ্ তায়ালার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রমাণিত হয়, বিধায় তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করার কেউই মাধ্যম হতে পারবে না।

আল্লামা আবু হাইয়ান আল-আন্দালূসী বলেন : এ মহান আয়াতে আল্লাহ তায়ালার মহান রাজত্ব ও সুমহান মহত্ব প্রমাণিত হয় বিধায় তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সমীপে কারো পক্ষে সুপারিশ করা সম্ভবপর নয়।[১৭২]

কাজী বায়যাবী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : এতে বর্ণনা রয়েছে আল্লাহ তায়ালার সুমহান শান ও বড়ত্ব এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই কেউ তার হিসাব নেয়ার নেই, তিনি যা ইচ্ছা করেন সে ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র .... ।"[১৭৩]

---

১৭০. তাফসীরে তাবারী : ৫/৩৯৫।

১৭১. তাফসীরে আবু সাউদ ১/২৪৮, আরো দেখুন : তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর ৩/২১।

১৭২. আল-বাহরুল মুহীত : ১/২৭৮।

১৭৩. তাফসীরে বায়জাভী : ১/১৩৪, কাশশাফ: ১/৩৮৪-৩৮৫ ও ইবনে কাসীর : ১/৩৩১।

২. আল্লাহ্ তায়ালার অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করণ

আল্লামা আবু হাইয়্যান আল-আন্দালূসী বলেন : আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ প্রমাণিত। আর এখানে অনুমতি বলতে, তাঁর নির্দেশ।[১৭৪] এটা বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এ আয়াতে : إِلَّا بِإِذْنِهِ "তার অনুমতি ব্যতীত" দ্বারা যদি সুপারিশ সুসাব্যস্ত না হতো, তবে আয়াতে পৃথক করা সঠিক হতো না।[১৭৫]

৩. সুপারিশের জন্য আল্লাহ তায়ালার অনুমতি সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

"তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।" এর তাফসীর

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

খ. ইসমে মাউসূল مَا-এর উপকারীতা ও তা পুনরায় উল্লেখের হিকমত।

গ. আল্লাহ তায়ালার বাণী : خَلْفَهُمْ ও أَيْدِيهِمْ এর মাঝে هُمْ সর্বনামটির প্রত্যাবর্তন স্থল সম্পর্কে ওলামাদের বাণী –

ঘ. مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ-এর তাফসীর সম্পর্কে ওলামাদের বাণী :–

ঙ. আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান জগতের সকল কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে, এ সম্পর্কে আরো প্রমাণ–

চ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

---

১৭৪. আল-বাহরুল মহীত : ১/২৭৮।

১৭৫. দেখুন : তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ: ৩১০।

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম তাবারী বলেন : যা ঘটেছে ও যা ঘটবে সবই আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞানের দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন, এর কোন কিছুই তাঁর নিকট অস্পষ্ট নয়।[১৭৬]

হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন : এটি আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সকল সৃষ্টির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে বেষ্টন করে রেখেছে তার প্রমাণ।[১৭৭]

শায়খ সিদ্দীক হাসান খান বলেন : এর তাৎপর্য হলো : তিনি জগতসমূহের সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞানী, তাঁর সকল সৃষ্টিজীবের সকল অবস্থার কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়, এমনকি অমাবশ্যার রাতে কোন ধুলাময় মাটির নীচে কালো পাথরের উপর কালো পিপিলিকার চলন সম্পর্কেও তিনি জানেন। আর মহাকাশে পরমাণুর পরিভ্রমণ , হাওয়াতে উড়ন্ত পাখির অবস্থা ও পানির নিচে মাছের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত।[১৭৮]

খ. ইসমে মাউসূল مَا -এর উপকারিতা ও তা পুনরায় উল্লেখের হিকমত

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

“তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।” এর ইসমে মাউসূল مَا টি আম (সাধারণ) অর্থজ্ঞাপক রূপান্তরের অন্তর্ভুক্ত যার তাৎপর্য হলো : আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান, সুক্ষ্ম ও অসুক্ষ্ম সকল জ্ঞানকে শামিল করা বুঝায়, তা আল্লাহ তায়ালার বৃহৎ কর্মই হোক বা বান্দার কর্মই হোক।[১৭৯]

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী وَمَا خَلْفَهُمْ-এ مَا কে পুনরায় উল্লেখের কারণ হলো : তা আম-সাধারণকে তাকিদ করে বুঝার জন্যই পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮০] আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

---

[১৭৬]. তাফসীরে তাবারী : ৫/৩৯৬।
[১৭৭]. তাফসীর ইবনে কাসীর : ১/৩৩১
[১৭৮]. ফাতহুল বায়ান ১/৪২৩।
[১৭৯]. দেখুন : আল-বাহুরল মুহীত : ১/২৭৮ ও তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ: ১৬।
[১৮০]. দেখুন : আল-বাহরুল মুহীত : ১/২৭৮।

গ. আল্লাহ তায়ালার বাণী : اَيْدِيْهِمْ ও خَلْفَهُمْ-এর هُمْ সর্বনামটির প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে ওলামাদের বাণী–

এতে هُمْ সর্বনামটির তাৎপর্য কি এ সম্পর্কে ওলামাগণ - (রাহেমাহুমুল্লাহ)- অনেক মত ব্যক্ত করেছেন; সেগুলো হতে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. এতে সর্বনামটি বিবেক সম্পন্ন সৃষ্টিজীবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

"আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর।" এর সংশ্লিষ্ট হিসেবে কাজী ইবনে আতীয়া বলেন–

اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

এর সর্বনাম দুটি বিবেক সম্পন্ন সৃষ্টিজীবের দিকেই প্রত্যাবর্তিত। যা আল্লাহ তায়ালার বাণী–

لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

"আকাশমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর।" এর সংশ্লিষ্টতার অন্তর্ভুক্ত।[১৮১]

২. এর সর্বনামটি সকল সৃষ্টিজীবের দিকে ইঙ্গিত করে। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে জাউযী বলেন : বাক্যটির বাহ্যিক দিকের দাবি যে তার ইশারা সমস্ত সৃষ্টিজীবের দিকেই।[১৮২]

৩. সর্বনামটি দ্বারা ফেরেশতাগণের প্রতি ইঙ্গিত। এ সম্পর্কে ইমাম মুকাতেল বলেন : এর দ্বারা ফেরেশতাগণের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১৮৩]

---

[১৮১]. আল-মুহাররেরুল ওয়াজিয ২/২৭৭। আরো দেখুন : তাফসীরে কুরতুবী ৩/২৭৬, কিতাবুত তাসহীল ১/১৫৯, তাফসীরে আবু মাসউদ ১/২৪৮ ও ফাতহুল কাবীর ১/৪১১।

[১৮২]. যাদুল মুয়াস্সার ১/৩০৩।

ঘ. مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ-এর তাফসীর সম্পর্কে ওলামাদের বাণী–

এ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে ওলামাগণ (রাহেমাহুমুল্লাহ) অনেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন : নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো :

১. مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের দুনিয়াবী বিষয়সমূহের যা তাদের পূর্বে ছিল। আর وَمَا خَلْفَهُمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তাদের আখেরাতের বিষয়সমূহের যা তাদের পরে হবে।[১৮৪]

২. مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, আখিরাতের বিষয়সমূহ কেননা তারা সে দিকেই পেশ করবে। আর وَمَا خَلْفَهُمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, দুনিয়াবী বিষয়সমূহকে, কেননা তারা তা পশ্চাতে রেখে যাবে।[১৮৫]

৩. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, আকাশ হতে যমিন আর وَمَا خَلْفَهُمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, আকাশসমূহের যা কিছু।[১৮৬]

৪. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তাদের সৃষ্টির পরের অবস্থা। আর وَمَا خَلْفَهُمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তাদের জীবনাবসানের পূর্বের অবস্থা।[১৮৭]

৫. তারা ভাল-মন্দ যা করেছে ও পরে যা করবে।[১৮৮]

---

১৮৩. উপরোল্লেখিত টীকা দ্রষ্টব্য ১/৩০৩।

১৮৪. এর প্রবক্তা হলেন : আতা, মুজাহিদ ও সুদ্দী প্রমূখ। দেখুন ; আত-তাফসীরুল কাবীর ৭/১০। আরো দেখুন : তাফসীরে বাগবী ১/২৩৯, যাদুল মাসীর ১/৩০৩, তাফসীরে কুরতুবী ৫/৩৯৬ ও তাফসীরে বায়যাবী ১/১৩৪।

১৮৫. এ উক্তি করেন : যুহহাক ও আল-কালবী। দেখুন ; আত-তাফসীরুল কাবীর ৭/১০-১১ আরো দেখুন : তাফসীরে তাবারী ৫/৩৯৬, তাফসীরে বাগবী ১/২৩৯, যাদুল মাসীর ১/৩০৩ ও তাফসীরে বায়য়াবী ১/১৩৪।

১৮৬. এ উক্তি করেন : আতা ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। দেখুন : আত-তাফসীরুল কাবীর ৭/১০-১১।

১৮৭. উপরোল্লেখিত টীকা ৭/১১

৬. مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ফেরেশতাদের পূর্বে। আর وَمَا خَلْفَهُمْ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ফেরেশতাদের সৃষ্টির পরের অবস্থা।[১৮৯]

৭. যা তারা অনুভূতিতে আনে ও যা তারা বুঝে।[১৯০]

৮. যা তাদের আয়ত্বের ভিতর ও যা তাদের আয়ত্বের বাইরে।[১৯১]

উপরোখিত যে তাফসীরই আমরা ধরে নেই না কেন, তার অর্থ হবে- (আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত) আল্লাহ তায়ালা বেষ্টন করে রেখেছেন, যা সংঘটিত হয়েছে, ও যা কিছু হচ্ছে ও যা কিছু হবে, তার সকল কিছুই। অথবা অন্য ভাষায় বলা যায় : আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টিজীবের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তা থেকে কোন কিছুই গোপন থাকে না।

ঙ. আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান বিশ্বজগতের সকল কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে, এ সম্পর্কে আরো প্রমাণ

আল কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সর্বদা বিশ্বজগতের সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে। তা হতে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো–

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا

"তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তিনি জানেন, তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না।"[১৯২]

---

১৮৮. তাফসীরে বাগবী ৭/১১।
১৮৯. তাফসীরে বাগবী ১/২৩৯।
১৯০. তাফসীরে বায়যাবী ১/১৩৪ ও তাফসীরে আবু মাসউদ ১/২৩৮।
১৯১. তাফসীরে বায়যাবী ১/১৩৪, তাফসীরে আবু মাসউদ ১/২৩৮ ও তাফসীরে কাসেমী ৩/৩২০।
১৯২. সূরা ত্বহা : ১১০।

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

"তাদের সামনে আর পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। তিনি যাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না। তারা তাঁর ভয় ও সম্মানে ভীত-সন্ত্রস্ত।"[১৯৩]

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

"তিনি জানেন তাদের সামনে যা আছে আর তাদের পেছনে যা আছে, আর সমস্ত ব্যাপার (চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য) আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যায়।"[১৯৪]

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"বল, 'তোমরা তোমাদের অন্তরের বিষয়কে গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তা জানেন, আর তিনি জানেন যা কিছু আকাশসমূহে এবং ভূভাগে আছে : আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"[১৯৫]

---

[১৯৩]. সূরা আম্বিয়া : ২৮।

[১৯৪]. সূরা হজ্জ : ৭৬

[১৯৫]. সূরা আলে ইমরান : ২৯।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

"আল্লাহ তো জানেন যা আছে আসমানে আর যা আছে যমীনে। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।"[১৯৬]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

তিনি জানেন যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে, আর তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর আর প্রকাশ কর। অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে অবগত।[১৯৭]

চ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

এ বাক্যটিতে– (আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন) আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত সৃষ্টিজীবের সুপারিশ হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই এককভাবে সুপারিশকারী ও সুপারিশকৃতের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি এককভাবে জানেন কে সুপারিশ করার উপযুক্ত এবং কে সুপারিশ পাওয়ার হকদার।

এ সম্পর্কে ইমাম রাযী বলেন : জেনে রাখুন, এ বাক্যটির উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা সুপারিশকারী ও সুপারিশকৃত ব্যক্তির প্রতিদান ও শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে অধিক জানেন, কেননা তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত, যার নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। আর সুপারিশকারীরা নিজের পক্ষ হতে জানে না যে, তারা এমন অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা তারা আল্লাহর নিকট এমন মর্যাদার অধিকারী হবে এবং তারা এও জানে না যে, আল্লাহ

---

[১৯৬]. সূরা হুজুরাত ১৬ নং আয়াতের অংশ বিশেষ।
[১৯৭]. সূরা তাগাবুন : ৪

তাদেরকে এ শাফায়াতের অনুমতি দিবেন কি না, বরং নাকি তারা এ কারণে শাস্তি ও হুশিয়ারীর অধিকারী হবে। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে কোন সৃষ্টিজীবই আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশের জন্য অগ্রসর হওয়ার অধিকার রাখে না।[১৯৮]

এ বিষয়টি শায়খ ইবনে আশূর তার উক্তি দ্বারা স্পষ্ট করেন–

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

"কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে?"

বাক্যটির মধ্যে এক উহ্য প্রশ্নের কারণ দর্শানো হয়েছে। এতে যেন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত তারা সুপারিশ হতে বঞ্চিত কেন?

এর উত্তরে যেমন বলা হয় : কেননা তারা জানে না কে সুপারিশ পাওয়ার উপযোগী। এমনও হতে পারে, তারা বাহ্যিক দৃশ্য দেখেই ধোঁকায় পড়ে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালাই জানেন কে হকদার, কেননা তিনি তাদের আগে পিছনে সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত।[১৯৯]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ

"পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।" এর তাফসীর।

ক. শাব্দিক বিশ্লেষণ

খ. সৃষ্টিজীবের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও স্বল্পতা সম্পর্কে কতিপয় দলীল

গ. পূর্বের বাক্যের সাথে এর যোগসূত্র

---

[১৯৮]. তাফসীরুল কাবীর ৭/১০-১১। আরো দেখুন : গারায়েবুল কুরআন ৩/১৭।

[১৯৯]. তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর ৩২/২১-২২।

ক. শাব্দিক বিশ্লেষণ

১. يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ : "জ্ঞানের সব কিছুই আয়ত্ব করতে সক্ষম।"
অর্থাৎ আয়ত্ত করার অর্থ হলো : কোন কিছুকে তার সর্বদিক থেকে ঘিরে থাকা এবং তার সকল কিছু অন্তর্ভুক্ত হওয়া।[২০০]

জ্ঞানের দ্বারা কোন কিছু আয়ত্ব করার অর্থ

এ সম্পর্কে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন : আপনি জানবেন, তার প্রকার, তার অবস্থা, তার উদ্দেশ্য, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে, তার দ্বারা ও তার থেকে কি হয় বা হবে।[২০১]

مِنْ عِلْمِهِ

মুফাসসিরগণ (আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আমাদের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন) ইলমের দুটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, আর তা হলো–

প্রথম : ইল্‌ম বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ জ্ঞাত বিষয় অর্থাৎ যা জানা হয়।[২০২]

দ্বিতীয় : ইল্‌ম বলতে, তার সত্তাগত ও গুণগত ইল্‌ম।[২০৩]

দুটি অর্থই সঠিক।

খ. বাক্যটির তাৎপর্য : উপরের আলোচনায় ইলমের দুটি অর্থের আলোকে এ বাক্যটির দুটি তাৎপর্য রয়েছে, আর তা হলো :

ক. আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কেউ কোন কিছুই জানতে পারে না, ততটুকু ব্যতীত যেটুকু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তাকে বিশেষ করে জানিয়ে দেন।

---

২০০. দেখুন ; আল-বাহরুল মুহীত ১/২৭৯।

২০১. দেখুন : মুফরাদাত ফি গারীবীল কুরআন حَاطَ ধাতুর বিশ্লেষণ, পৃঃ ১৩৬-১৩৭। ইমাম লায়স বলেন : যে কোন বিষয়ের গভীর পর্যন্ত জানা অথবা তার সম্পর্কে সর্ব বিষয়ে আয়ত্ব করতে পারলে বলা হয়, قَدْ أَحَاطَ بِهِ তা সে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যাদুল মাসীর হতে সংগৃহীত ১/৩০৪।

২০২. দেখুন : আল মুহাররারুর ওয়াজীজ ২/২৭৭, যাদুল মাসীর ১/৩০৪, আত তাফসীরুল কাবীর ৭/১১, তাফসীরে কুরতুবী ৩/২৭৬, কিতাবুত তাসহীল ১/১৫৯, তাফসীরে বায়যাভী ১/৪১১।

২০৩. দেখুন : তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৩৩২ ও আয়াতুল কুরসীর তাফসীর পৃঃ ১৭।

খ. আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণ কেউ আয়ত্ত করতে পারে না, তবে আল্লাহ তায়ালা যতটুকু প্রকাশ করে দেন, ততটুকুই।

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে বলেন : আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ কিছুই জানে না, তবে যতটুকু তিনি তার ইচ্ছায় শিক্ষা দেন, ততটুকুই। অতপর তিনি তার ইচ্ছায় তাকে শিক্ষা দেন।[২০৪]

কাজী ইবনে আতীয়া বলেন : আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যা কিছু শিক্ষা দেন, তা ব্যতীত কারো কোন জ্ঞান নেই।[২০৫]

হাফেয ইবনে কাসীর দুটি অর্থের বর্ণনা দিয়ে বলেন : আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের কেউ কোন কিছুই জানে না, তবে যা আল্লাহ তায়ালা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা তাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এর তাৎপর্য এও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত ও গুণগত কোন জ্ঞানই কেউ জানে না, তবে ততটুকুই যতটুকু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যেমন তাঁর বাণী–

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

"তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না।"[২০৬,২০৭]

গ. সৃষ্টিজীবের অসম্পূর্ণ ও স্বল্প জ্ঞান সম্পর্কে কতিপয় দলীল

কতিপয় ইসলামের দাবীদার মনে করে যে, নবী-রাসূলগণ এমনকি সৎব্যক্তিরা গায়েব জানেন এবং তারা জানেন যা ঘটেছে ও যা ঘটবে। তাদের এরূপ ধারণা এ বাক্যে যা এসেছে তার মর্ম বিরোধী। এরপরও কুরআন ও হাদীসে অনেক দলীল রয়েছে, যা তাদের এ ধারণাকে মিথ্যা

---

২০৪. তাফসীরে তাবারী ৫/৩৯৭।
২০৫. আল মুহাররেরুল ওয়াজিজ ২/২৭৭।
২০৬. সূরা ত্বহা : ১১০।
২০৭. তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩২। আরো দেখুন : আয়াতুল কুরসীর তাফসীর পৃ; ১৭।

প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তায়ালার তাওফীকে তা হতে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো–

১. ফেরেশতারাও নামগুলো জানত না যখন তাদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা যখন ফেরেশতাদের নিকট হতে অভিমত চাইলেন যে, তিনি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করবেন, এ বিষয়ে তারা তাদের রায় প্রকাশ করেন। তখন আল্লাহ তাদের উপর জবাব দিয়ে দেন যে নিশ্চয়ই তিনিই জানেন আর তারা জানে না। তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ করার পর তাদের নিকট উপস্থাপিত নামগুলো প্রকাশ করেন। তা আল্লাহ তায়ালার বাণীতেই উল্লেখ রয়েছে–

وَ اِذْقَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِکُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِکَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ـ قَالُوْا سُبْحٰنَکَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ـ قَالَ یٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا کُنْتُمْ تَکْتُمُوْنَ .

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক ও পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, "আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'।

এবং তিনি আদম ﷺ কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

তারা বলল, আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়'।

তিনি নির্দেশ করলেন, হে আদম! এ জিনিসগুলোর নাম তাদেরকে জানিয়ে দাও'। যখন সে এ সকল নাম তাদেরকে বলে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও গোপন কর, আমি তাও অবগত?।"[২০৮]

এ আয়াতগুলোতে আমরা পেলাম যে, আদম ﷺ নামগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, ফেরেশতা সে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করেননি। আল্লাহ তায়ালা তার এ বাণীতে সত্যই বলেছেন–

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ব করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ব্যতীত।

২. সুলাইমান ﷺ-এর মৃত্যুর ব্যাপারে জিনদের অজ্ঞতা

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে জ্বীনরা সুলাইমান ﷺ-এর সামনে কাজে নিয়োজিত ছিল। আর তারা সুলাইমান ﷺ-এর নির্দেশে বিল্ডিং নির্মাণ করছিল। অতপর আল্লাহ তায়ালা তার জান কবজ করে নিলেন, তা জ্বীনরা অনেক দিন পর জানতে পেরেছিল। এ দিনগুলোতে তারা সুলাইমান ﷺ-এর নির্দেশে কাজেই ব্যস্ত ছিল। অতপর যখন তারা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা করল যদি তারা

---

[২০৮]. সূরা বাকারা : ৩০-৩৩।

গায়েব জানতো তবে তারা এ কষ্টদায়ক কাজে নিয়োজিত থাকত না। আর তা আল্লাহ তায়ালার বাণীতে উল্লেখ রয়েছে–

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ . يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ . فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ .

কতক জ্বীন তার সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার অনুমতিক্রমে। তাদের যে কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করে, তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।

তারা সুলাইমানের ইচ্ছে অনুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউযের ন্যায় বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশালাকায় ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাঊদের সন্তানগণ! তোমরা কৃতজ্ঞচিত্তে কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের অল্পই কৃতজ্ঞ।

অতপর আমি যখন সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণে পোকাই জ্বীনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল, তারা (ধীরে ধীরে) সুলাইমানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন সে পড়ে গেল তখন জ্বীনেরা বুঝতে পারল যে, তারা (নিজেরা) যদি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পর্কে অবগত থাকত তাহলে তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির মধ্যে পড়ে থাকতে হতো না।[২০৯]

---

[২০৯]. সূরা সাবা : ১২-১৪

হাফেয ইবনে কাসীর তার স্বীয় তাফসীরে বলেন : আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান (ﷺ)-এর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন এবং ঐ জ্বীনদের যাদেরকে কষ্টদায়ক কাজ করার জন্য তার অধীন করে দেয়া হয়েছিল, তাদের থেকে তার মৃত্যুকে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে গোপন করেছিলেন। সুলাইমান (ﷺ) মৃত্যুর পরও অনেক দিন পর্যন্ত তার লাঠির ভরে দাড়িয়েছিলেন। যেমন ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা প্রমুখগণ বলেন : তিনি প্রায় এক বছর ধরে তার লাঠির ভরে দাড়িয়েছিলেন। অত:পর উঁই পোকা তার লাঠি খেয়ে ফেলার কারণে তা দুর্বল হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান, তখন জানা গেল যে তিনি অনেক দিন পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। জ্বীন ও মানুষের কাছে প্রকাশ পেল যে জ্বীনরা গায়েব জানে না, যেমন তারা নিজেরা ধারণা করত এবং অনেক মানুষও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে।[২১০]

৩. শয়তানের কথায় আদম (ﷺ) ও হাওয়া (ﷺ)-এর ধোঁকায় পতিত হওয়া

আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়া (ﷺ) কে বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছিলেন, অতপর শয়তান এসে তাদের নিকট ভালবাসা, একনিষ্ঠতা ও নসীহত প্রকাশ করে সে বৃক্ষের বহু উপকারিতা বর্ণনা করে, তা থেকে খাওয়ার জন্য তাদের দুইজনকে প্ররোচনা দিল, আর আদম ও হওয়া (ﷺ) তার কথায় ধোঁকায় পতিত হয়ে, উভয়ে গাছটির স্বাদ গ্রহণ করায় তাদের উপর আসলে আল্লাহর ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। আর তাদের সে কিস্সার বর্ণনা আল্লাহ তায়ালার বাণীতে উল্লেখ রয়েছে–

وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ـ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُۥرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ

---

২১০. তাফসীর ইবনে কাসীর ৩/৫৮১।

الْخٰلِدِيْنَ . وَ قَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ . فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ
فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ . قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ
اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

আর, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস করতে থাক, দু'জনে যা পছন্দ হয় খাও আর এই গাছের কাছেও যেও না, তাহলে যালিমদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

অতপর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ করার জন্য যা তাদের পরস্পরের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল; আর বলল, তোমাদেরকে তোমাদের রব এ গাছের নিকটবর্তী হতে যে নিষেধ করেছেন তার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে (নিকটবর্তী হলে) তোমরা দু'জন ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা (জান্নাতে) স্থায়ী হয়ে যাবে।'

সে শপথ করে তাদের বলল, আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।' এভাবে সে ধোঁকা দিয়ে তাদের অধ:পতন ঘটিয়ে দিল। যখন তারা গাছের ফলের স্বাদ নিল, তখন তাদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হয়ে গেল, তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করিনি আর বলিনি-শয়তান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের খোলাখুলি দুশমন?

তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[২১১]

---

[২১১]. সূরা আরাফ : ১৯-২৩

অনুরূপ সূরা বাকারাতেও তাদের কিস্‌সা এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

"কিন্তু শয়ত্বান তাথেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা দু'জন যেখানে ছিল, তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিল; আমি বললাম, নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু, দুনিয়াতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে।[২১২]

সুতরাং আদম ও হাওয়া ﷺ যদি শয়তান তাঁদের উভয়ের জন্য যে চক্রান্ত গোপন রেখেছিল তা তাঁরা জানতেন, তবে তারা এ মিথ্যা প্রলোভনের ধোঁকায় পতিত হতেন না। যার কারণে তাদের যা হবার তা তো হয়েই গেল।

৪. ফলাফল সম্পর্কে অবগত না হয়েই ইবরাহীম ﷺ কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে যবেহ করার প্রতি অগ্রসর হওয়া

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে স্বীয় পুত্রকে যবেহ করার জন্য অগ্রসর হন, আর সৌভাগ্যবান ছেলেও প্রস্তুতি গ্রহণ করল যবেহ হওয়ার জন্য। আল্লাহ তায়ালা তাদের আত্মসমর্পণকে কবুল করে নিলেন এবং পুত্রের পরিবর্তে এক পশু উপঢৌকন হিসেবে দান করলেন। তাদের এ ঘটনা আল্লাহ তায়ালার বাণীতে উল্লেখ রয়েছে :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ. فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ. وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّ

[২১২]. বাকারা : ৩৬।

هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ۔ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ۔ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ۔ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۔ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

“অতপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফিরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইবরাহীম বলল, ‘বৎস! আমি স্বপে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, এখন বল, তোমার অভিমত কী? সে বলল, হে পিতা : আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।

দু'জনেই যখন আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিল। আর ইবরাহীম তাকে পার্শ্বপরি ক'রে শুইয়ে দিল।

তখন আমি তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহীম!

স্বপ্নে দেয়া আদেশ তুমি সত্যে পরিণত করেই ছাড়লে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

অবশ্যই এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

আমি এক মহান কুরবাণীর বিনিময়ে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম।

আর আমি তাকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম।

ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।

সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত।”[২১৩]

ইবরাহীম (আঃ) যদি জানতেন, তার পুত্র যবেহ হবে না এবং তার পরিবর্তে পশু যবেহ হবে, তবে তার জন্য পরীক্ষার কি মর্যাদা থাকল? তাহলে তার পুত্রকে যবেহ করার ব্যাপারটি যাকে আল-কুরআনে اَلْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ “স্পষ্ট পরীক্ষা” বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে তা তো নাটকে পরিণত

---

২১৩. সূরা সাফফাত : ১০২-১১১।

হয়। (নাউজুবিল্লাহ)। এর দ্বারা এটাই পরিষ্ফুটিত হল যে, নিশ্চয়ই নবী ও রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) সম্মানবোধ তাতে নেই যাতে তাঁদের রব যা বর্ণনা করেছেন তার পরিপন্থী হয় বরং নিশ্চয়ই তা দলীল প্রমাণ দ্বারাই মওকুফ।

৫. ইয়াকূব ﷺ তার হারানো পুত্র ইউসুফ ﷺ-এর স্থান ও অবস্থা সম্পর্কে জানতেন না

ইয়াকূব ﷺ তার প্রিয় পুত্রকে হারিয়েছিলেন, যার দরুণ কান্না করতে করতে চক্ষু সাদা হয়ে গিয়েছিল, তিনি সে পরিতাপ, চিন্তা ও আক্ষেপে মৃত্যুর উপকণ্ঠে উপনীত হয়েছিলেন, এরপরও তিনি তার পুত্রের স্থান ও অবস্থান সম্পর্কে জানতেন না। এ কিস্সাটি আল-কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহর বাণী–

وَ تَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ـ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ـ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর বললেন, ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ।' শোকে দুঃখে তার দু'চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, আর সে অস্ফুট মনস্তাপে ভুগছিল। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি ইউসুফের স্মরণ ত্যাগ করবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন কিংবা আপনি মৃত্যুবরণ করেন। সে বলল, 'আমি আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি, আর আমি আল্লাহর নিকট হতে যা জানি, তোমরা তা জান না।"[২১৪]

ইয়াকুব ﷺ যদি তার পুত্রের অবস্থান স্থল ও তার অবস্থা সম্পর্কে জানতেন, তবে তার যে পরিস্থিতি হয়েছিল, তা হতো না।

---

[২১৪]. সূরা ইউসুফ : ৮৪-৮৬।

৬. মূসা ﷺ তার লাঠিকে সাপের মত হয়ে ছুটাছুটি করতে দেখে দৌড় দেয়া

আল্লাহ তায়ালা মূসা ﷺ কে যে মু'জেযা দান করেছিলেন, তন্মধ্যে তার লাঠিকে মাটিতে ফেলে দিলে সাপের রূপ ধারণ করে ছুটাছুটি করতে থাকত, মূসা ﷺ তা প্রথমবার দেখার পর ভয়ে দৌড় দিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন এবং ভয় করতে নিষেধ করলেন। এ কিস্সাটি আল্লাহ্ তায়ালার বাণীতে উল্লেখ রয়েছে–

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ.

"আর (বলা হল) 'তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতপর যখন সে সেটাকে দেখল ছুটাছুটি করতে যেন ওটা একটা সাপ, তখন পেছনের দিকে দৌড় দিল, ফিরেও তাকাল না। (তখন তাকে বলা হল) 'ওহে মূসা! সামনে এসো, ভয় করো না, তুমি নিরাপদ।"[২১৫]

মূসা ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তবে সেটার রূপ পরিবর্তন দেখে কি তিনি তা থেকে ভয়ে পালাতেন?

৭. সুলাইমান ﷺ কর্তৃক হুদহুদের অনুপস্থিতের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত না হওয়া

সুলাইমান ﷺ পাখির খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে হুদহুদকে পাচ্ছিলেন না, তিনি তার উপস্থিত হতে দেরী হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, যার কারণে তিনি তার উপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছিলেন, অতপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন, অথবা তাকে যবেহ করবেন, যদি সে অনুপস্থিতির সঠিক কারণ না দর্শাতে পারে। এ কিস্সটি আল্লাহর বাণীতে উল্লেখ রয়েছে–

---

[২১৫]. সূরা কাসাস : ৩১।

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ. لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ. اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ. وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ. اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ.

"অতপর সুলাইমান পাখীদের খোঁজ খবর নিলেন। সে বলল, কী ব্যাপার, হুদহুদকে তো দেখছি না, নাকি সে অনুপস্থিত? আমি তাকে অবশ্য অবশ্যই শাস্তি দেব কঠিন শাস্তি কিংবা তাকে অবশ্য অবশ্যই হত্যা করব অথবা সে অবশ্যই আমাকে তার (অনুপস্থিতির) যুক্তি সঙ্গত বা উপযুক্ত কারণ দর্শাবে।' অতপর হুদহুদ অবিলম্বে এসে বলল- আমি যা অবগত হয়েছি আপনি তা অবগত নন, আমি সাবা থেকে নিশ্চিত খবর নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

আমি দেখলাম এক নারী তাদের উপর রাজত্ব করছে আর তাকে সব কিছুই দেয়া হয়েছে আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।

এবং আমি তাকে আর তার সম্প্রদায়কে দেখলাম আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করতে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য শোভন করে

দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে কাজেই তারা সৎপথ পায় না। (শয়তান বাধা দিয়ে রেখেছে) যাতে তারা আল্লাহকে সেজদা না করে যিনি আকাশগুলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর আর তোমরা যা প্রকাশ কর।

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, (তিনি) মহান আরশের অধিপতি।' সুলাইমান বলল– 'এখন আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যেবাদী।

আমার এই পত্র নিয়ে যাও আর এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় তারপর দেখ, তারা কী জবাব দেয়।"[২১৬]

সুলাইমান ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তবে হুদহুদের অনুপস্থিতির কারণে রাগান্বিত হতেন না এবং তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান বা তাকে যবেহ করা অথবা তার কর্তৃক অনুপস্থিত থাকার যুক্তি সঙ্গত কারণ দর্শানো সিদ্ধান্ত নিতেন না।

আরো পরিষ্ফুটিত হয়ে যায়, যখন হুদহুদ আসল তখন সে তাঁকে বলল : –যা আল্লাহ তায়ালার বাণীতে উল্লেখ হয়েছে–

فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ

"আমি যা অবগত হয়েছি আপনি তা অবগত নন, আমি সাবা থেকে নিশ্চিত খবর নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"[২১৭]

ইমাম কুরতুবী এর তাফসীরে বলেন : অর্থাৎ আমি এমন কিছু সম্পর্কে জানি তা আপনি জানতেন না। এতে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হচ্ছে : যারা বলে যে নবীগণ গায়েব জানতেন।[২১৮]

---

২১৬. সূরা নামল : ২০-২৮

২১৭. সূরা নামল : ২২।

২১৮. তাফসীরে কুরতুবী ১৩/১৮১।

সুলাইমান ﷺ তার উপর মিথ্যারোপও করেননি ও তাকে বিশ্বাসও করেননি, বরং তিনি বলেন- যেমন আল্লাহ তায়ালা তা উল্লেখ করেছেন–

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ اذْهَبْ بِكِتَابِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ.

সুলাইমান বলল– 'এখন আমি দেখব, তুমি সত্য বলেছে, না তুমি মিথ্যেবাদী।

আমার এই পত্র নিয়ে যাও আর এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় তারপর দেখ, তারা কী জবাব দেয়।"[২১৯]

সুলাইমান ﷺ যদি গায়েব জানতেন, তবে হুদহুদ যে সংবাদ নিয়ে এসেছে, তা নিয়ে এত যাচাই-বাছাই করার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

৮. নবী ﷺ কর্তৃক সত্তরজন সাহাবাকে ঐ সমস্ত গোত্রের নিকট প্রেরণ যারা তাদেরকে গাদ্দারী করে হত্যার জন্য তলব করে

বনী রাআল, জাকওয়ান, আসিয়্যাহ, ও বনী লাহয়ান, রাসূল ﷺ এর নিকট শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করলে রাসূল ﷺ তাদের সাহায্যে সত্তরজন ক্বারী প্রেরণ করে তাদের আবেদনের সাড়া দিয়ে সাহায্য করেন, অতপর তারা তাদের সাথে গাদ্দারী করে, তাদেরকে হত্যা করেছিল।

ইমাম বুখারী, আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন যে, বনী রাআল, আসিয়্যাহ, ও বনী লাহয়ান রাসূল ﷺ এর নিকট শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করলে রাসূল ﷺ তাদের সাহায্যে সত্তরজন আনসারী ক্বারী দিয়ে তাদের আবেদনের সাড়া দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেন, যাদেরকে আমরা তাদের জামানার ক্বারী বলে অভিহিত করতাম, যারা দিনের বেলা কাঠ সংগ্রহ করত এবং রাত্রি বেলা নামাযে রত থাকত। তারা যখন বীরে মাউনা

---

[২১৯]. সূরা নামল : ২৭-২৮।

নামক স্থানে পৌঁছল, তাঁদের সাথে তারা গাদ্দারী করল ও তাদেরকে হত্যা করল।

অতপর নবী ﷺ-এর নিকট সংবাদ পৌঁছার পর তিনি আরব গোত্র রাআল, জাকওয়ান, আসিয়্যাহ ও বনী লাহয়ানের উপর বদদোয়া করে একমাস অবধি ফজর নামাযে কুনুত পাঠ করেন।[২২০]

নবী ﷺ কি জানতেন যে, ঐ গোত্রের লোকেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদেরকে হত্যা করবে, তবে কি তিনি সত্তর জন্য সাহাবীকে সেই গোত্রের লোকদের নিকট প্রেরণ করতেন? না, কাবার রবের শপথ করে বলছি, কখনোই না।

কীভাবে তাকে এগুণে গুণান্বিত করা যেতে পারে (আল্লাহ তায়ালার নিকট এ থেকে আশ্রয়ই চাই) যদি বলা হয় যে রাসূল ﷺ তার সাহাবীদের সাথে আরব গোত্রদের অঙ্গিকার ভঙ্গ করা ও তাদেরকে হত্যা করা সম্পর্কে জানতেন। কেউ যদি এরূপ বলে, তবে সে অবশ্যই মিথ্যারোপ করেছে এবং মহা পাপে লিপ্ত হয়েছে।

আর সৃষ্টিজীবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্ত্রী, সিদ্দীকা আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীকের কন্যা সত্যই বলেছেন, যখন তিনি বলেন :

যে এ ধারণা করে যে রাসূল ﷺ আগামীকাল যা হবে তা তিনি জানেন, তবে সে আল্লাহ তায়ালার উপর বড় মিথ্যারোপ করেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ.

বল, আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।[২২১,২২২]

---

[২২০]. সহীহ বুখারী, মাগাজী অধ্যায়, গাজওয়াতুর রাজী, রাআল, জাকওয়ান ও বীরে মাউনা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৪০৯০, ৭/৩৮৫।

[২২১]. সূরা নামল : ৬৫

[২২২]. সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى আল্লাহ তায়ালা বাণীর তাৎপর্য পরিচ্ছেদ, ২৭৮ (১৭৭), ১/১৫৯ নং হাদীসের অংশ বিশেষ

মূল কথা : ফেরেশতাই হোক, নবীই হোক বা রাসূলই হোক, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সম্পর্কে যতটুকু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সেটুকুর বেশি কেউই জানে না। এমনকি পূর্বাপর সকল সৃষ্টির সরদার, বিশ্ব পরিচালকের হাবীবও গায়েব জানতেন না। তিনি ততটুকুই জানতেন, যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে অভিহিত করিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে তিনি সত্যই বলেছেন–

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.

পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ব করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ব্যতীত।

চ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

এ বাক্যটি আল্লাহ তায়ালার নিম্নের বাণীর পরিপূরক–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ.

"তিনি লোকদের সমূদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।"

এ সম্পর্কে শায়খ ইবনে আশূর বলেন–

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ.

"পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়"। বাক্যটি–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ.

"তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।" বাক্যের সাথে সংযোজন করা হয়েছে।

কেননা দু'টি মিলে অর্থে সম্পূরক।

যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

বস্তুত : আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।[২২৩,২২৪]

---

২২৩. ২২৪. সূরা আলে ইমরান ৬৬ নং আয়াতের অংশ বিশেষ। তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর ৩/২২।

আল্লাহ তায়ালার এ বাণী–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ.

"তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।"

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার গুণ বর্ণনার জন্য এসেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার এ বাণী–

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ.

"পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ব্যতীত।"

মাখলুক বা সৃষ্টিজীবের গুণ-বিশেষণ বর্ণনার জন্য এসেছে।

আর এ দুটিকে একত্রে এজন্যই বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে সৃষ্টিকর্তার পরিপূর্ণতা ও মাখলুকাত বা সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা ফুটে উঠে।

যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"বস্তুত: আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।"[২২৫]

এবং আল্লাহ তায়ালার আরো বাণী–

لَا يُسْاَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْاَلُوْنَ.

"তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তারা জিজ্ঞাসিত হবে (তাদের কাজের ব্যাপারে)"।[২২৬]

আল্লাহ তায়ালার আরো বাণী :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

---

[২২৫]. সূরা আলে ইমরান ৬৬ নং আয়াতের অংশ বিশেষ

[২২৬]. সূরা আম্বিয়া : ২৩

"পৃথিবী পৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল কিন্তু চিরস্থায়ী তোমরা প্রতিপালকের মুখমণ্ডল যিনি মহীয়ান, গরীয়ান।"[২২৭]

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

"তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন।" এবং

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ

"পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ব্যতীত।"

সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করে যে, এককভাবে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করে রেখেছেন, অন্য কেউই না।

এতে এটাও প্রমাণিত হয়, যা আল্লাহ তায়ালার এ মহান আয়াতে কারীমার সূচনায় সাব্যস্ত করেছেন–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই।"

এককভাবে তিনিই ইবাদতের একমাত্র সত্য মাবূদ।

এর তাফসীরে ইমাম ত্ববারী বলেন–

এর তাৎপর্য হলো : নিশ্চয়ই ইবাদত কোন ক্রমেই তাদের জন্য সমীচিন নয়, যারা জ্ঞানের দিক দিয়ে একেবারে শূন্য, তবে কিছুই বুঝে না যারা একেবারেই তাদের জন্য কি করে ইবাদত করা যেতে পারে? যেমন মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি।

---

[২২৭]. সূরা রহমান : ২৬-২৭। আরো দেখুন : তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ: ১৭।

ইমাম ত্বাবারী আরো বলেন : তোমরা সেই সত্তার একনিষ্ঠভাবে ইবাদত কর, যিনি সকল কিছুকে জ্ঞানের বেষ্টন করে রেখেছেন ও তিনি সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, তাঁর নিকট ছোট-বড় কোন কিছুই গোপন নয়।[২২৮]

কাজী বায়যাবী তার উক্তিতে এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন : এটি পূর্বের বাক্যের সাথে সংযোজন হয়েছে। সম্মিলিতভাবে উভয় বাক্য প্রতীয়মান করে আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত জ্ঞান যা তার একত্ববাদের প্রমাণ করে।[২২৯] আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তায়ালার বাণী –

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে।" এর তাফসীর

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

খ. কুরসীর বিশালত্ব সম্পর্কে হাদীস দ্বারা প্রমাণ

গ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

আল্লাহ তায়ালার বাণী : وَسِعَ এর তাফসীর সম্পর্কে ইমাম বাগাবী বলেন : অর্থাৎ পূরিপূর্ণ হয়েছে ও তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছে।[২৩০]

আল্লাহ তায়ালার বাণী : كُرْسِيُّهُ-এর তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ মতভেদ ব্যক্ত করেছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম রাযী বলেন : এর তাৎপর্য সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ চার প্রকার মতামত ব্যক্ত করেছেন :

---

২২৮. তাফসীরে তাবারী ৫/৩৯৭

২২৯. তাফসীরে বায়যাবী ১/১৩৪। আরো দেখুন : তাফসীরে আবী সাউদ ১/২৪৮।

৩০. তাফসীর বাগবী ১/২৩৯। আরো দেখুন : তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ; ১৯। তাতে এসেছে : وسع, এর অর্থ হলো : শামিল ও বেষ্টন। যেমন বলা হয় : স্থান আমকে শামিল বা বেষ্টন করে রেখেছে।

প্রথম অভিমত : কুরসী হলো, যার মহা অবয়ব রয়েছে, যা আকাশসমূহ ও যমিনকে বেষ্টন করে রেখেছে।

দ্বিতীয় অভিমত : কুরসীর অর্থ হলো ; শাসন ক্ষমতা, শক্তি ও রাজত্ব।

তৃতীয় অভিমত : কুরসী অর্থ ইলম-জ্ঞান।

চতুর্থ অভিমত : এ কথার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বও বড়ত্বের চিত্র ফুটে উঠে।

তারপর ইমাম রাযী বলেন : উল্লেখিত অভিমতের মধ্যে প্রথম অভিমতটিই নির্ভরযোগ্য। কেননা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করা জায়েয হবে না। আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।[২৩১]

ইমাম শাওকানী বলেন : এটি স্পষ্ট কুরসী, নিশ্চয়ই তা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী একটি কাঠামোগত-অবয়ব বিশিষ্ট। (তার প্রকৃত অর্থই নিতে হবে) তবে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে মুতাযিলাদের একটি দল অস্বীকার করেছে। এ বিষয়ে তারা প্রকাশ্য ভুলের মাঝে রয়েছে এবং তাদের এ বিশ্বাসে তারা ভুলে নিমজ্জিত।[২৩২]

কুরসী সম্পর্কে ইমাম শাওকানী অন্যান্য অভিমত উল্লেখ করার পর বলেন : প্রথম অভিমতই হক। আসল অর্থ পরিবর্তন করে রূপক অর্থ গ্রহণ করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আর যদি অন্য অর্থ নেয়া হয় তা শুধুমাত্র মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার কারণেই হতে পারে।[২৩৩]

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে।"

---

২৩১. আত তাফসীরুল কাবীর ৭/১২-১৩। আরো দেখুন : তাফসীরে কুরতুবী ৩/২৭৮, কিতাবুত তাসহীল ১/১৫৯।

২৩২. ফাতহুল কাদীর ১/৪১২।

২৩৩. উপরোল্লেখিত টীকা ১/৪১২। আরো দেখুন ফাতহুল বায়ান ১/৪২৩।

এর তাৎপর্য হলো : যা ইমাম শাওকানী বলেছেন : আকাশ, যমিন ও যা তার মাঝে সব তাতে ধরে যায় তা প্রশস্ত ও বিস্তৃতি হওয়ার কারণে সেগুলোর জন্য সংকীর্ণ হয় না।[২৩৪]

খ. কুরসীর বিশালত্ব সম্পর্কে হাদীস দ্বারা প্রমাণ

হাদীস শরীফে কুরসীর বিশালত্ব সম্পর্কে প্রমাণ এসেছে।

হাফেজ আবু বকর বিন মারদুওয়াইহ, আবু জার গিফারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমিন কুরসীর তুলনায় মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি বালার মত। আর আরশের ফযীলত বা বিশালত্ব কুরসীর উপর, যেমন মরুভূমির বিশালত্ব সেই বালার উপর।[২৩৫]

আল্লাহু আকবার! কতই না বিশাল! আরো কতই না বিশাল আরশ!। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন : হাদীসটি মূলত

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে।"

আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, আর এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আরশের পরেই কুরসী হলো সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আর তা কোন রূপক বস্তু নয় বরং স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত এক বিশাল আয়তন বিশিষ্ট। এর মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ করা হয়, যারা অপব্যাখ্যা করে বলে, কুরসী বলতে : রাজত্ব ও রাজত্বের বিশালত্বকে বুঝায়, যেমন কতিপয় তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে।

---

২৩৪. দেখুন : উপরোল্লেখিত টীকাদ্বয় ১/৪১২; ১/৪২৩।

২৩৫. তাফসীর ইবনে কাসীর হতে সংগৃহীত ১/৩৩২। শায়খ আলবানী এ হাদীসের অনেক সনদ বর্ণনা করে বলেছেন : মোট কথা হলো : হাদীসের সনদগুলো সহীহ। (দেখুন : সহীহ হাদীস সিরিজ,হাদীস নং ১০৯, পৃ: ১৩ ও ১৫
শায়খ আহমদ মুজতবা এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : আমার মতে হাদীসের সনদে পরস্পর সমর্থন থাকার কারণে হাদীসটি হাসান লি গাইরিহী'। দেখুন : আল-ফাতহুস সামাবী বি তাখরীজে আহাদীসে তাফসীরিল কাজী আল-বায়যাবী ১/৩০৬।)

আর ইবনে আব্বাস হতে যা বর্ণিত "কুরসী বলতে : তা হলো "ইলম" হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ নয়।[২৩৬]

আমরা আল্লাহ তায়ালার যে দ্বীনের বিশ্বাসী, তাতে আমরা কুরসীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস করি, যেমন এ আয়াত হাদীসে এসেছে, কোন ধরণ পোষণ অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য না করে। আল্লাহ তায়ালাই সরল পথের দিশারী।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা বলেন : কুরসী কুরআন ও সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তবে কতিপয়ের মতে কুরসী বলতে "আল্লাহ তায়ালার ইলম-জ্ঞান" অভিমতটি নিতান্তই দুর্বল।[২৩৭]

গ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

এ বাক্যে-যেমন ইবনে আশূর বলেন-এর পূর্বের বাক্যগুলোতে যেমন আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর জ্ঞান ও শক্তির সম্পর্কে আলোচনা হয়, অনুরূপ তার যেন সংশ্লিষ্ট বিষয় তাঁর বিশাল সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা, যার মাধ্যমেই তাঁর সুমহান শান মর্যাদার বর্ণনা হয়।[২৩৮]

বিষয় যদি তাই হয়, তবে কীভাবে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করা হবে, অথবা ইবাদতে অন্যকে শরীক করা হবে। আর এভাবেই এ বাক্যেও তারই স্বীকৃতি, যেমন মহান আয়াতটির শুরুতে اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ "আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই।" আল্লাহ তায়ালা এককভাবে ইবাদত ও মাবূদ হওয়ার উপযুক্ততাকে সাব্যস্ত করে।[২৩৯] আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

---

২৩৬. সহীহ হাদীস সিরিজ, হাদীস নং ১০৯, পৃ: ১৬।

২৩৭. মাজমূয়ূ ফাতাওয়া ৬/৫৮৪।

২৩৮. দেখুন : তাফসীরুত তাহরীর ওয়াত তানভীর ৩/২৩।

২৩৯. দেখুন : শায়খ আহমদ হাসান দেহলবী রচিত, আহসানুত তাফাসীর (উর্দু ভাষায়) ১/১৯৯।

নবম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

"এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না"

এর তাফসীর

ক. বাক্যটির তাৎপর্য

খ. এখানে আকাশ ও যমিনের মাঝে যা কিছু আছে তার পুনরায় উল্লেখ না করে শুধু দ্বিবচন সূচক সর্বনাম هُمَا উল্লেখ করার হিকমত

গ. পূর্বের বাক্যের সাথে এ বাক্যের যোগসূত্র

ঘ. এ বাক্যের উপকারিতা

ক. বাক্যের তাৎপর্য

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

"এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না"

এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম বাগাবী বলেন : তাঁর কাছে ভারী নয় ও তাতে কোন প্রকার কষ্টও হয় না।[২৪০]

হাফেয ইবনে জাউযী وَلَا يَئُودُهُ-এর রূপান্তর সম্পর্কে বলেন : বলা হয় :

آدَهُ الشَّيْءُ يَؤُودُهُ أَوْدًا وَإِيَادًا وَالْأَوْدُ : اَلثِّقَلُ

অর্থাৎ ... . ভারী হওয়া।

এটি ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও আরো অনেকের উক্তি।[২৪১]

---

২৪০. তাফসীরে বাগবী ১/২৪০। আরো দেখুন : তাফসীরুল মুহাররেরুল ওয়াজিয ২/২৭৯, তাফসীরে কুরতুবী ৩/২৭৮, আত-তাফসীরুল কাবীর ৭/১৩, তাফসীরে নাসাফী ১/১২৮, কিতাবুস তাসহীল ১/১৫৯ ও গারায়েবুল কুরআন ৩/১৯।

২৪১. যাদুল মাসীর ১/৩০৪, এবং হাসান বাসরীরও এটিও অভিমত। দেখুন: ইমাম সানআনীর তাফসীরুল কুরআন ১/১০২। আরো দেখুন : তাফসীরে তাবারী ৫/৪০৪

আর আল্লাহ তায়ালার বাণী : "এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ।" এর তাৎপর্য হলো : যেমন ইমাম বাগাবী বলেন : আকাশ ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণ।[২৪২]

এ বাক্যের তাফসীরে হাফেয ইবনে কাসীর বলেন : আকাশ-যমীন ও তার মধ্যে ও উভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর নিকট ভারী ও কষ্ট হয় না। বরং তা তাঁর পক্ষে অতি সহজ, তাঁর নিকট অতি নগণ্য কাজ, আর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তা প্রতিষ্ঠাকারী, প্রত্যেক বিষয়ের উপর তিনি পর্যবেক্ষক, তাঁর হতে কোন কিছুই আড়াল হয় না, কোন কিছুই গোপন থাকে না, তাঁর নিকট সকল কিছুই অতি নগণ্য, তিনি যা করবেন, তা সম্পর্কে তাকে কোন প্রকার জবাবদিহীতা করা হবে না, আর সবাই যা করবে, তা সম্পর্কে তারা জবাবদিহীতা করতে বাধ্য। তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং সকল কিছুর হিসাব তিনিই নিবেন, তিনি সর্বোচ্চ, মহা পর্যবেক্ষক, তিনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই আর তিনি ব্যতীত কোন সত্য রব নেই।[২৪৩]

খ. এখানে আকাশ ও যমিনের মাঝে যা কিছু আছে তার পুনরায় উল্লেখ না করে শুধু দ্বিবচন সূচক সর্বনাম هُمَا উল্লেখ করার হিকমত

আল্লাহ তায়ালা هُمَا সর্বনামটি উল্লেখ করেছেন, যা পূর্বোল্লেখিত আকাশ ও যমিনের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, আকাশ ও যমিনের মাঝে যা আছে, তা উল্লেখ করেননি, এর কারণ কী?

আবু মাসউদ রাহিমাহুল্লাহ তায়ালা আনহু (আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন) এ কথার জবাবে বলেন : আকাশ ও যমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার উল্লেখ না করার কারণ হলো : আকাশ ও যমিনের রক্ষা উভয়ের মাঝে যা রয়েছে, তাও শামিল করে।[২৪৪] আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত।

---

২৪২. তাফসীরে বাগাবী ১/২৪০। আরো দেখুন : আত-তাফসীরুল কাবীর ৭/১৩, তাফসীরে নাসাফী ১/১২৮, গারায়েবুল কুরআন ৩/১৯, তাফসীরে বায়যাবী ১/১৩৪ ও তাফসীরে কাসেমী ৩/৩২২।

২৪৩. তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩৩।

২৪৪. দেখুন : তাফসীর আবু মাসউদ ১/২৪৮।

গ. পূর্ব বাক্যের সাথে এ বাক্যের যোগসূত্র

শায়খ ইবনে আশূর এ সম্পর্কে বলেন–

وَلَا يَـئُـوْدُهٗ حِـفْـظُـهُـمَـا

"এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।"

বাক্যটি–

وَسِـعَ كُـرْسِـيُّـهُ الـسَّـمَـاوَاتِ وَالْاَرْضَ

"তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে।"

বাক্যটির সংযোজন হয়েছে। কেননা এটি হলো তার পরিপূরক আর তার মধ্যে একটি এমন সর্বনাম রয়েছে যা তার পূর্বে অর্থাৎ যিনি এগুলোর উদ্ভাবক তিনি এগুলো রক্ষা করতে অপারগ নন।[২৪৫]

আমি বলি : আল্লাহ তায়ালাই যদি সমগ্র আকাশ ও যমিন ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তার সবই তিনি রক্ষা করে থাকেন, তবে কীভাবে তার সাথে অংশীদার স্থাপন করা হবে অথবা কি করে তার ইবাদতে অন্যকে শরীক করা হবে?

অনুরূপভাবে ইবাদত পাওয়া ও মাবূদ হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা একক হওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি নিম্নের বাক্যটির সত্যায়নকারী–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ.

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই।"

---

[২৪৫]. দেখুন : তাফসীরে তাহরীর ও তানভীর ৩/২৪।

ঘ. এ বাক্যটির ফায়দা

وَلَا يَـئُودُهٗ حِفْظُهُمَا

"এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।" বাক্যটি নেতিবাচক গুণ। আর জানা কথা যে, আল্লাহ তায়ালার নেতিবাচক গুণ এককভাবে পাওয়া যায় না, তবে তার বিপরীতের বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়। এ বাক্যের যে নেতিবাচক গুণটি এসেছে : তা মূলত (যেমন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন : আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ কুদরতের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও আকাশ ও যমিনের তার উপর কোনই কষ্ট হয় না, যেমন দূর্বল শক্তির অধিকারীদের বেলায় কষ্ট সাধ্য হয়ে থাকে।[২৪৬]

দশম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ বাণী–

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"তিনিই সুউচ্চ, মহান।" এর তাফসীর

ক. اَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ-এর তাৎপর্য

খ. অন্যান্য দলীল যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে اَلْعَلِيُّ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন

গ. اَلْعَظِيمُ-এর তাৎপর্য

ঘ. অন্যান্য দলীল যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে اَلْعَظِيمُ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন

ঙ. আরো দলীল যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে اَلْعَلِيُّ الْعَظِيمُ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন।

চ. বাক্যটিতে হসর তথা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ও তার উপকারিতা

ছ. পূর্বের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

---

২৪৬. মাজমূউ ফাতাওয়া ১৭/১১০। আরো দেখুন : আয়াতুল কুরসীর তাফসীর পৃ: ২২।

ক. اَلْعَلِيُّ এর তাৎপর্য

ইমাম বাগাবী বলেন–

وَهُوَ الْعَلِيُّ

"তিনি সুউচ্চ।" এর তাৎপর্য হলো : তিনি সমস্ত সৃষ্টিজীবের উর্ধ্বে এবং সব কিছু ও সমস্ত অংশীদার হতে মহিয়ান ও উচ্চ।

এবং বলা হয় : তিনি রাজত্বে ও কর্তৃত্বে সুউচ্চ।[২৪৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন : তাঁর اَلْعَلِيُّ নামটি দুটি অর্থে তাফসীর করা যায় :

তিনি ব্যতীত অন্য সবার উপরে তিনি শক্তিমান : অতএব তিনিই পূর্ণ গুণের সর্বাধিক উপযুক্ত। আর দ্বিতীয়ত নিশ্চয়ই তিনি তাদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারকারী ও বিজয়ী। অতপর এটাই প্রতীয়মান হলো যে, তিনিই তাদের উপর সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী এবং তার কর্তৃত্বাধীন। তিনিই তাদের স্রষ্টা ও রব এটাই অন্তর্ভুক্ত করে।

তিনি স্বয়ং সবার উর্ধ্বে ও তার উর্ধ্বে কোন কিছুই নেই উপরোক্ত তাফসীরদ্বয় এটাই অন্তর্ভুক্ত করে।[২৪৮]

শায়খ আবু বকর আল-জাযায়েরী বলেন : اَلْعَلِيُّ যাঁর উর্ধ্বে কোন কিছুই নেই, আর اَلْقَاهِرُ যাঁকে কোন কিছু পরাজিত করতে পারে না।[২৪৯]

খ. অন্যান্য দলীল যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজিকে اَلْعَلِيُّ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন

আল্লাহ জাল্লা জালালালুহুর اَلْعَلِيُّ নামটি আল-কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,তা হতে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো-

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

---

[২৪৭]. দেখুন : তাফসীরে বাগবী ১/২৪০।

[২৪৮]. মাজমূউ ফাতাওয়া ১৬/৩৫৮।

[২৪৯]. আয়সারুত তাফসীর ১/২০৩।

"এসব প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সত্য এবং তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা মিথ্যে। আল্লাহ তিনি তো হলেন সর্বোচ্চ, সুমহান।"[২৫০]

এবং আল্লাহ তায়ালার বাণী—

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

তাঁর কাছে সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, তবে তাদের ব্যতীত যাদেরকে তিনি অনুমতি দেবেন। অত:পর তাদের (অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতার কিংবা অন্যের জন্য সুপারিশ করার অনুমতিপ্রাপ্তদের) অন্তর থেকে যখন ভয় দূর হবে তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞেস করবে- তোমাদের পালনকর্তা কী নির্দেশ দিলেন? তারা বলবে- যা সত্য ও ন্যায় (তার নির্দেশই তিনি দিয়েছেন), তিনি সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।[২৫১]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন-

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ

("তখন তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে) তোমাদের এ শাস্তির কারণ এই যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করতে। আর যখন অন্যদেরকে তাঁর অংশীদার গণ্য করা হতো, তখন তোমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে। হুকুম দেয়ার মালিক আল্লাহ- যিনি সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"[২৫২]

---

২৫০. সূরা লুকমান : ৩০

২৫১. সূরা সাবা : ২৩।

২৫২. সূরা মুমিন : ১২।

গ. اَلْعَظِيْمُ-এর তাৎপর্য

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন : اَلْعَظِيْمُ অর্থাৎ যিনি তার আজমত ও মহত্ত্বে কামেল।[২৫৩]

ইমাম তাবারী বলেন : اَلْعَظِيْمُ অর্থাৎ যিনি মহত্ত্বের অধিকারী, আর সকল কিছুই তার নিম্নে, কোন কিছুই তার চেয়ে বড় নেই।[২৫৪]

ইমাম বাগাবী বলেন : اَلْعَظِيْمُ অর্থাৎ তিনি সর্ব মহান, কোন কিছুই তার চেয়ে বড় নেই।[২৫৫]

কাজী বায়যাভী বলেন : اَلْعَظِيْمُ অর্থাৎ তিনি ব্যতীত তার তুলনায় সব কিছু একেবারেই নগণ্য।[২৫৬]

শায়খ আবু বকর আল-জাযায়েরী বলেন : اَلْعَظِيْمُ অর্থাৎ তার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের সামনে সব কিছুই একেবারেই ছোট ও নগণ্য।[২৫৭]

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

"তিনি সর্বোচ্চ, মহান।" এর তাফসীরে যা কিছু বর্ণিত হলো তার সব কিছুই উত্তম ও ভাল উক্তি।

হাফেয ইবনে কাসীর وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ "তিনি সর্বোচ্চ, মহান।" এর তাফসীরে বলেন : আল্লাহ তায়ালার উল্লেখিত বাণীটি, তাঁর এ বাণীর মতই–

اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ

"তিনি মহান, সর্বোচ্চ।"[২৫৮]

---

২৫৩. তাফসীরে তাবারী হতে সংগৃহীত ৪/৪০৫।
২৫৪. তাফসীরে তাবারী হতে সংগৃহীত ৫/৪০৫
২৫৫. তাফসীরে বাগভী ১/২৪০
২৫৬. তাফসীরে বায়যাভী ১/১৩৪
২৫৭. আয়সারুত তাফাসীর ১/২০৩

উল্লেখিত আয়াতসমূহ ও এ অর্থে আরো যত সহীহ হাদীস রয়েছে, তাতে সলফে সালেহীনদের পন্থা ও তরীকায় উত্তম, তা হলো ; সেগুলোকে সেভাবেই অতিবাহিত করে দিন যেমনটি এসেছে, কোন আকৃতি-ধরন বর্ণনা ও সাদৃশ্য-তুলনা জ্ঞাপন করা ব্যতীতই ।[২৫৯]

ঘ. অন্যান্য দলীল যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে اَلْعَظِيْمُ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন :

আল্লাহ জাল্লা জালালালুহুর اَلْعَظِيْمُ নামটি আল-কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছ, তা হতে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো

আল্লাহু সুবাহনাহুর বাণী–

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

"কাজেই (হে নবী!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের মহিমা ও গৌরব ঘোষণা কর" ।[২৬০]

আল্লাহ তায়ালার বাণী–

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

"সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনেনি" ।[২৬১]

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর ।[২৬২]

---

২৫৮. সূরা রাআদ : ৯ ।

২৫৯. তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩৩ ।

২৬০. সূরা ওয়াকেয়াহ : ৭৪ ।

২৬১. সূরা আল-হাক্কাহ : ৩৩ ।

২৬২. সূরা আল-হাক্কাহ : ৫২ ।

ঙ. আরো দলীল যাতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে اَلْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন :

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজকে তাঁর এ বাণীতে اَلْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন–

لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, তিনি সর্বোচ্চ, মহান।[২৬৩]

চ. বাক্যটিতে হাসর তথা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান ও তার উপকারিতা :

এ বাক্যটির দুটি দিকই অর্থাৎ وَهُوَ এবং اَلْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ মারেফা, যা সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করে।[২৬৪] অতএব বাক্যটির তাৎপর্য হলো : শুধুমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ, মহান (আর কেউ নয়)। অথবা তিনিই এককভাবে সর্বোচ্চ এবং বড়ত্ব ও শক্তিতে একক।

অন্যভাবেও বলা যায় বাক্যটিতে দুটি অর্থ বিদ্যমান :

প্রথমটি : আল্লাহ তায়ালার উচ্চ ও বড়ত্বের গুণ সাব্যস্ত।

দ্বিতীয়টি : আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য হতে উচ্চ ও বড়ত্বের গুণকে অস্বীকার।

অতএব, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কেউই উচ্চে নয়, এবং তিনি ব্যতীত আর কেউ মহান নয়।

اَلْعَلِيُّ-এর তাৎপর্য হলো : সাধারণ ও ব্যাপকভাবে তিনিই উচ্চতা সম্পন্ন। তবে নির্দিষ্টভাবে মানুষের জন্যও উচ্চতা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণীতে।

---

২৬৩. সূরা : শূরা : ৪।

২৬৪. ফি যিলালুল কুরআন ১

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ

"তোমরা হীনবল ও দুঃখিত হয়ো না, বস্তুতঃ তোমরাই উচ্চ-জয়ী থাকবে।[২৬৫]

অর্থাৎ তারা কাফেরদের উপর উচ্চ, সাধারণ ও ব্যাপকভাবে নয়। তবে সাধারণ সুউচ্চতা একভাবে আল্লাহ্ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। অতএব, তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সব কিছুই উর্ধ্বে।[২৬৬]

অনুরূপ اَلْعَظِيْمُ-এর তাৎপর্যও, তিনিই সাধারণত এককভাবে মহা বড়ত্বের অধিকারী। আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত।

ছ. পূর্বের সাথে এ বাক্যটির যোগসূত্র

এ বাক্যটির উপরোল্লেখিত গুণগুলোর পরিপূর্ণতা দানকারী।

শায়খ ইবনে আশূর বলেন : এটি সংযোজিত হয়েছে:[২৬৭] অর্থাৎ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

"তিনি সুউচ্চ, মহান।" কেননা তা এর পরিপূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত।[২৬৮]

---

২৬৫. সূরা আলে ইমরান : ১৩৯।

২৬৬. তাফসীরে আয়াতুল কুরসী পৃ: ২৩।

২৬৭. অর্থাৎ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا "এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।" এর উপর আতফ :

২৬৮. তাফসীরে তাহরীর ও তানভীর ৩/২৪।

উপসংহার

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি দূর্বল বান্দাকে কুরআনের সর্বাপেক্ষা ফযীলতপূর্ণ আয়াতের ফযীলত ও তাফসীরের ব্যাপারে এই পৃষ্ঠাগুলো লেখার তাওফীক দান করেছেন। তিনি যেভাবে গুণ গাইলে ও প্রশংসা ও শুকরিয়া করলে পছন্দ করেন ও তাতে তিনি রাজী ও খুশী থাকেন সেভাবেই তার প্রশংসা, শুকরিয়া ও গুণাগান। তাঁর কৃপা ও রহমতে তাঁর নিকট প্রত্যাশী, তিনি যেন তা উত্তমরূপে গ্রহণ করেন এবং তা যেন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য উপকারী করেন। এ **পৃষ্ঠাগুলোতে অনেকগুলো বিষয় ফুটে উঠেছে, তা হতে কিছু নিম্নরূপ :**

ক. নিশ্চয়ই আয়াতুল কুরসীর রয়েছে সুমহান মর্যাদা, এমনকি তা হলো আল-কুরআনের সর্বাপেক্ষা মহান আয়াত, আর তাতেই রয়েছে আল্লাহ তায়ালার ইসমে আজম। আর তা পাঠকারীর জন্য রয়েছে মহা উপকার ও অনেক সওয়াব এমনকি বিছানায় শয়নকালে পাঠকারীর জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তার জন্য সংরক্ষক নিযুক্ত হয় এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হয় না, এবং সে যদি ফরজ নামাযান্তে পাঠ করে তবে অন্য ফরজ নামায পর্যন্ত সে আল্লাহর যিম্মায় থাকে এবং জান্নাত ও তার মাঝে মৃত্যুই শুধু বাধা থেকে যায়।

খ. আয়াতুল কুরসীতে পৃথক পৃথক দশটি বাক্য রয়েছে, আর যা তাতে এসেছে

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই এককভাবে ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব, যে কোন ইবাদত, যে কেউই হোক না কেন, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো জন্য করা যাবে না। আর এটা হলো সেই মূলভিত্তি যার দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা সকল নবী ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-কে প্রেরণ করেছেন।

২. নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন اَلْحَيُّ প্রকৃত এমন পূর্ণ ও চিরন্তন জীবনের অধিকারী যা অন্য কারো নয় এবং যা পূর্বাপর কখনো তা বিচ্ছিন্ন ও

নিঃশেষ হবে না, আল্লাহ তায়ালা যে এককভাবে এমন হায়াতের অধিকারী এটিই প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র তিনিই এককভাবে ইবাদতের অধিকারী অন্য কেউই নয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন : اَلْقَيُّوْمُ যিনি সব কিছুর ধারক-বাহক ও পরিচালক। তিনিই একভাবে সকল সৃষ্টির সকল কাজের আঞ্জাম দাতা, এটাই প্রমাণ করে যে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করা ব্যতীত, তিনিই এককভাবে সকল প্রকার ইবাদতের অধিকারী।

৩. তাকে কোন অসম্পূর্ণতা স্পর্শ করে না, না স্পর্শ করে তাকে বেখেয়ালী, না তাকে স্পর্শ করে সৃষ্টিজীবের কর্ম আঞ্জামে কোন উদাসিনতা ও অপারগতা। বরং তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, তার থেকে কোন কিছুই অগোচরে থাকে না। এর মধ্যে রয়েছে গুরুত্বারোপ যে তিনি হলেন : اَلْقَيُّوْمُ 'সকল কিছুর ধারক-বাহক' অতএব, যাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা আচ্ছন্ন করে, সে কখনো قَيُّوْمُ ধারক-বাহক হতে পারে না।

৪. আকাশে যা রয়েছে, যেমন ফেরেশতা, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যত জগত রয়েছে তা সবই একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি, তাঁরই রাজত্ব ও তাঁরই দাস এবং তারই কর্তৃক পরিচালিত এতে তাঁর কোন অংশীদার নেই ও তাঁর কোন সমকক্ষও কেউ নেই। এগুলোর দাবীই হলো যে, তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুর ইবাদত করা যাবে না। অনুরূপভাবে এটাও প্রমাণ করে যে, আমাদের কর্তৃত্বাধীন যা রয়েছে, তার প্রকৃত মালিক আমরা নই, বরং সেগুলোর প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে। আর এতে নিয়ন্ত্রণকারী স্বয়ং আল্লাহ

তায়ালা, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন। তিনি যা আমাদের দিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা শিকার করা ও যা তিনি আমাদের থেকে নিয়ে নিবেন তাতে ধৈর্যধারণ করাই হলো আমাদের উপর দায়িত্ব।

৫. আল্লাহ্ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত কেউ অন্য ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করার কোন প্রকার মাধ্যম হতে পারবে না।

এতে ঐ সকল মুশরিকদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করত, এ ধারণায় যে, তারা তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সুপারিশ করবে।

৬. সমস্ত জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কিছু আল্লাহর জ্ঞানের আওতাধীন। এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত এটিই সৃষ্টির শাফায়াত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। কেননা তিনিই একমাত্র সত্তা যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাদের সবার অবস্থা সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত।

৭. আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞানের কিছুই, তার সত্তা ও তার গুণ সম্পর্কে তিনি যা জানিয়ে দিয়েছেন, তা ব্যতীত কোন কিছুই কেউ জানে না। সৃষ্টিজীবের জ্ঞান যতই হোক না কেন, তা একেবারে অসম্পূর্ণ।

আর এটা প্রমাণ করে যে তিনিই এককভাবে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী যা সকল কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নয়, অতএব, তিনিই এককভাবে ইবাদত পাওয়ার হকদার।

৮. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে।"

আরশের পরে কুরসীই হলো সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আর তা প্রকৃত অর্থে রূপক অর্থে নয়।

যেভাবে কুরআন ও হাদীসে এসেছে, তার কোন প্রকার অবয়ব ধারণা পোষণ না করে, কোন কিছুর সাথে তুলনা না করে ও কোন প্রকার অপব্যাখ্যা না করে কুরসীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সেভাবেই বিশ্বাস করা ওয়াজিব।

৯. আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও যমিনকে রক্ষা করে থাকেন এতে তার কোন প্রকার কষ্ট হয় না। এ কথারও দাবি হলো : তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত করা যায় না এবং ইবাদতে তার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা যায় না।

১০. আল্লাহ তায়ালা হলেন اَلْعَلِيُّ অর্থাৎ সুউচ্চ ও সুমহান, যার উপর কেউ নেই, তিনিই পরাক্রমশালী ও বিজয়ী কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না। আর তিনিই اَلْعَلِيُّ অর্থাৎ সব কিছুই তাঁর বড়ত্বের সামনে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ।

এজন্যেই সারা বিশ্বের সকল মুসলিম নর-নারীদেরকে আহ্বান জানাই এ আয়াতের গুরুত্ব প্রদান করার জন্য, তা তেলাওয়াত করা, তা নিয়ে গবেষণা করা, বিশ্বাস করা ও আমল করা এবং সারা বিশ্বে তা প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

অনুরূপভাবে সারা বিশ্বের সকল অমুসলিমকে আহ্বান জানাই মনোযোগ ও নিরবতার সাথে আয়াতটি শ্রবণ করা এবং গবেষণা করা। হতে পারে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হক গ্রহণ করার জন্য অন্তর খুলে দিবেন এবং তারা দুনিয়া ও আখেরাতে পরিত্রাণ পাবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন এবং তাঁর সাথী ও যারা তাঁদের অনুসরণকারী তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন)	৩০০
৫.	সচিত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী	৬০০
৬.	কিতাবুত তাওহীদ –মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন –মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৮.	লা-তাহযান হতাশ হবেন না –আয়িদ আল ক্বরনী	৪০০
৯.	বুলূগুল মারাম –হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
১০.	শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন (দোয়ার ভাণ্ডার) –সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী	৯০
১১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির –মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১২.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা –ইকবাল কিলানী	১৫০
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ মুকসুদুল মুমিনীন	
১৪.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহীহ নেয়ামুল কুরআন	
১৫.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৬.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায –মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৭.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৮.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন –যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৯.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা –মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
২০.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় –আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী –মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২৩.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন –সাইয়্যেদ মাসুদূল হাসান	১৪০
২৪.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন –মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৫.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা –মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৬.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে –ইকবাল কিলানী	১৩০
২৭.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) –ইকবাল কিলানী	২২৫
২৯.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) –ইকবাল কিলানী	১৫০
৩০.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী –সাইয়্যেদ মাসুদূল হাসান	১৫০
৩১.	দোয়া কবুলের শর্ত –মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩২.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩৩.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন –ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩৪.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৫.	আল্লাহর ভয়ে কাঁদা –শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ	৯০
৩৬.	বিবাহ ও তালাকের বিধান	২২৫
৩৭.	কবিরা গুনাহ্	২২৫
৩৮.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০
৩৯.	ইসলামী দিবসসমূহ ও বার চাঁদের ফযিলত –মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী	১৮০

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq56@yahoo.com